ইসলাম ও নারী

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিতব্য পুস্তকসমূহ

১. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'ফলসফায়ে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন (রা.)'-এর বাংলা অনুবাদ **'ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত : হেকমত ও দর্শন'**

২. ভারতের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ (রা.) নূরী রচিত 'বারাহ তাকরীর'-এর বাংলা অনুবাদ **'বার মাসের আমল ও ফযীলত'**

৩. কুয়েতের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ হাশেম রেফায়ী প্রণীত 'তাসাউফ অওর সূফিয়া'-এর বাংলা অনুবাদ **'সুফীতত্ত্ব ও সুফীগণ'**

৪. আ'লা হযরত মুফতী আহমদ রেযা খান বেরলবী রচিত 'সুদ এক বদতর জুরম হ্যায়'-এর বাংলা অনুবাদ **'সুদ এক জঘন্য অপরাধ'**

৫. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'ইসলাম মে ইনসানী হুকুক'-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার'**

৬. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'দু'আ আওর আদাবে দু'আ'-এর বাংলা অনুবাদ **'দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী'**

৭. ভারতবর্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলেমে দ্বীন আলম ফকীর রচিত 'আয় আল্লাহ মেরে তাওবা'-এর বাংলা অনুবাদ **'আল্লাহ! আমার তাওবা'**

৮. ভারতের রচিত P.M. Currie 'দ্যা শ্রাইন এন্ড কাল্ট অব মাঈন আল দিন চিশতী অব আজমীর'-এর বাংলা অনুবাদ **'হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর মাজার : এক পরম ভক্তির পুণ্যস্থান'**

৯. শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রচিত 'মুমিন কে মা'য়ো ছাল'-এর বাংলা অনুবাদ **'মুমিনদের মাস ও বছর'**

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ইসলাম ও নারী
মূল : আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : নুরুল আবছার
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সনজরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রথম প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০০৯, ১২ রজব ১৪৩০, ২২ আষাঢ় ১৪১৬

মূল্য : ১৬০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
আজকের সূর্যোদয় গ্রুপ (অফিস)
২৬ চামেলীবাগ, শান্তিনগর প্রধান সড়ক, ঢাকা-১২১৭

Islam & Women By: Allamah D. Taher AL-kaderi. Translated In Bengali By: Nurul Absar. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayeb Chowdhury. Price: Tk: 160/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَعَلٰى وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

সূচিপত্র

প্রাক কথন	৯
ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের জীবনমানের অবস্থান	১১
১. নবজাতককে জীবিত দাফন করার প্রথা	১৩
২. অন্ধকার যুগে প্রচলিত বিয়ের নানান পদ্ধতি	১৫
২.১. নারীর ক্রয়	১৫
২.২. বিনিময় বিয়ে	১৫
২.৩. সাময়িক বিয়ে	১৬
২.৪. শিগার বিয়ে	১৬
২.৫. জোর-জবরদস্তির বিয়ে	১৬
২.৬. শোধের বিয়ে	১৬
২.৭. সুন্দর সন্তানের জন্য বিয়ে	১৬
২.৮. সমবন্ধ বিয়ে	১৭
২.৯. নিকাহ বদাল	১৭
৩. বাঁদীদেরকে গর্ভধারণে বাধ্য করার প্রথা	১৭
৪. অন্ধকার যুগে নারীদেরকে স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো	১৮
পাশ্চাত্য সমাজ ও নারী	২১
আমেরিকার শিক্ষা অঙ্গনে তালাকের ব্যাপকতা	২১
অন্যান্য দেশে তালাকের বিস্তার (১৯৯৬ ইং)	২২
ইসলামের মধ্যে নারীর অবস্থান	২৫
১. নারীর ব্যক্তিগত অধিকার	২৬
১.১. নিরাপত্তা এবং সতীত্ব রক্ষার অধিকার	২৬
১.২. সম্মান এবং গোপনীয়তার অধিকার	২৯
১.৩. শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অধিকার	৩৪
১.৪. উত্তম আচরণের অধিকার	৩৬
১.৫. মালিকানা এবং ভাবর সম্পত্তির অধিকার	৩৭
১.৬. বিয়ের প্রস্তাবের অধিকার	৩৮
২. নারীর পারিবারিক অধিকার	৩৯
২.১. মা হিসাবে অধিকার	৩৯
২.২. কন্যা হিসাবে অধিকার	৪০

২.৩. বোন হিসাবে অধিকার	৪১
২.৪. স্ত্রী হিসাবে অধিকার	৪২
৩. মহিলাদের দাম্পত্য অধিকার	৪৬
৩.১. বিয়ের অধিকার :	৪৬
৩.২. 'খিয়ারে বুলুগ' তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরবর্তী অধিকার	৪৯
৩.৩. মোহরের অধিকার	৫১
৩.৪. স্ত্রী হিসাবে অধিকার	৫২
৩.৫. ভরণপোষণের অধিকার	৫৮
৩.৬. নির্ভরতার অধিকার	৬৩
৩.৭. উত্তম আচরণের অধিকার	৬৪
৩.৮. কঠোরতা দ্বারা নিরাপত্তার অধিকার	৬৬
৩.৯. সন্তান লালন-পালনের অধিকার	৬৭
৩.১০. বিচ্ছেদ হওয়ার অধিকার	৭১
৪. তালাকের পর নারীর অধিকার	৭৫
৪.১. মোহরের অধিকার	৭৬
৪.২. উত্তরাধিকারের অধিকার	৭৭
৪.৩. শিশুর সার্বিক তত্ত্বাবধানের অধিকার	৭৮
৫. স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার	৭৯
৫.১. উত্তরাধিকারের অধিকার	৭৯
৫.২. পিতা-মাতার উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার	৭৯
৫.৩. স্বামীর সম্পদের মধ্যে স্বত্বাধিকার	৮২
৫.৪. নিঃসন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার	৮২
নারী কী অর্ধেক?	৮৬
১. নারীর অংশ স্বত্ব বণ্টনের একক	৮৬
২. উত্তরাধিকার স্বত্বের অংশ নির্ধারণের বুনিয়াদ লিঙ্গভেদ নয়	৮৬
৩. পুরুষ এবং নারীর স্বত্বাধিকারের মধ্যে সমতা	৮৭
৪. পুরুষ এবং নারীর সমান অংশের দৃষ্টান্ত	৮৮
৬. নারীর আইনী অধিকার	৮৯
৬.১. আইনী লোক (Legal Person) হওয়ার অধিকার	৮৯
৬.২. সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার	৯২
দুইটি বিষয় যেখানে শুধু মহিলার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য	৯৩

১. জন্ম এবং শিশুর কান্নার ওপর স্বাক্ষ্য	৯৪
২. দুধপান	৯৪
৩. স্রাবের ওপর স্বাক্ষ্য	৯৪
৭. নারীর রাজনৈতিক অধিকার	৯৫
৭.১. নারীর রাজনৈতিক কার্যক্রম	৯৫
৭.২. সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার	৯৬
মহিলা প্রজাতন্ত্রে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার	১০৫
১. হজরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,	১০৬
২. হজরত উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ননা করেছেন,	১০৭
৩. সংসদে প্রতিনিধিত্বের (Parliament) অধিকার	১০৮
৪. রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নারী	১১০
৫. ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে মহিলাদের নিয়োগ	১১১
৬. দূত হিসাবে মহিলাদের নিয়োগ	১১২
৭. রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মহিলাদের নিয়োগ	১১৩
৮. অমুসলিমকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা ও ইসলাম নারীদেরকে প্রদান করেছে	১১৬
৯. মুসলিম সমাজ জীবনে মহিলাদের কার্যক্রম	১১৭
সারাংশ	১২৪
প্রমাণপঞ্জী	১২৫

প্রকাশকের বক্তব্য

নারী মানব সমাজের পরিপূরক শক্তি। নারী ছাড়া পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ ও অকার্যকর। পবিত্র কুরআন নারীকে পুরুষের ভূষণ আর পুরুষকে নারীর আবরণ বলেছে। শিক্ষা, শিক্ষকতা, ব্যবসা, চাকুরী, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধ এবং চিকিৎসাসহ প্রতিটি শোভন ও রুচিশীল বিষয়ে নারীর বিচরণ ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু সব কিছুতে পর্দা অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামের আর্বিভাব থেকে সোনালী যুগগুলোতে মুসলিম বিদুষী মহিলারা জীবনের প্রতিটি উন্নত দিকসমূহে যারা যে অবদান রেখেছেন তার সবিস্তার আলোচনা এ বইয়ে রয়েছে। ইসলামের মূল উৎসসমূহেও নারীকে যে যে অধিকার প্রদান করেছে, সেগুলোর সপ্রমাণ উল্লেখ এখানে হয়েছে। আবেগ তাড়িত, অনুমানভিত্তিক কিংবা অলিক কোন বক্তব্য এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। ইসলাম একটি বাস্তব জীবনাদর্শ। এটা কোন কথার কথা নয়। ইসলামী জীবনাদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরো পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশে শাসিত হয়েছে ইসলামী সমাজ ব্যাবস্থার আলোকে। রাষ্ট্রের প্রতি রন্ধ্রে স্পন্দিত হয়েছে ইসলামী আইন দর্শন। সুতরাং ইসলামে নারীর অধিকার কোন নতুন কথা নয়; বরং একটি পরীক্ষিত ও বাস্তবায়িত বিষয়।

দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের রাষ্ট্রিয় বিপর্যয়, আর মুসলমানরা সে ইতিহাস না পড়ায়, মসুলমানরা সে সব কিছু সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। ফলে যে ইসলাম নারীর সর্ব অধিকারের বাস্তবায়ন করেছে, সে ইসলামে না-কি নারীকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে মর্মে অপবাদ আরোপ করছে। আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে সে অপবাদের খণ্ডন এবং প্রদত্ত অধিকারসমূহকে তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

সকল স্তরের পাঠক/পাঠিকাদের বইটি নিরপেক্ষ এবং গভীর দৃষ্টি নিয়ে আদ্যপান্ত পড়ার আহ্বান জানাই। আশা করি বইটি পাঠে বিভ্রান্তি আর অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হবে। বই প্রকাশে অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাদের কল্যাণ কামনা করি।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
স্বত্বাধিকার, সনজরী পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম

সম্পাদকের আরজ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা হাবীবিকাল করীম

ইসলাম সর্বদা নির্যাতিত ও শোষিতের পক্ষে। মানবতার ইতিহাসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের মাধ্যমে দুর্বল ও অসহায়দের রক্ষায় যে পদক্ষেপসমূহ প্রকাশ করেছেন তাতে অসহায় ও দুর্বল গোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। নারীদের বেলায়ও ইসলাম আইনগত কাঠামো এবং আইনের বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনার প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের প্রতি ব্যক্তিক ও সামাজিক যে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রদান করেছে তা জানতে হলে আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরীর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ইসলাম মে খাওয়াতীন কে হুকুক' যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির বাংলা ভাষান্তরে মূলগ্রন্থের মৌলিকতা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে তবুও কোন বিদগ্ধ পাঠক কোন প্রকার অমিল দেখলে তা যেন আপনাদের অবহিত করেন –এ আরজ রইল।

ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচলিত অপপ্রচার খণ্ডনে সচেষ্ট হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। এ বিষয়ে এ গ্রন্থটি দ্বারা বাংলাভাষীরা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে এবং পরকালীন নাজাতের জন্য তা আমাদের অবলম্বন হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি।

সালামান্তে

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রাক কথন

ইসলাম মানবতার জন্য সম্মান, মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষার শুভ বার্তা নিয়ে এসেছে। ইসলামের পূর্বে জীবন-জগতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দূর্বল স্তরগুলো সবলের আজ্ঞাবহ ছিল। উপরন্তু জীবন-জগতের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয় ছিল। মানব ইতিহাসের মধ্যে নারী এবং সম্মান দুইটি ভিন্ন মেরুর বস্তু ছিল। প্রাচীন গ্রীক চিন্তা-চেতনা হতে বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শন পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গ্রীক বর্ণনা মতে, Pandora নামের এক মহিলা ছিল। সে "নিষিদ্ধ বাক্সটি" খুলে মানবতাকে দুঃখ এবং চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। প্রাথমিক রোমান আইনেও নারীকে পুরুষের চেয়ে নীচু বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় বর্ণনাও এই ধরণের চিন্তা-চেতনার ধারক ছিল। সেন্ট জ্যারোম বলেছেন,

Woman is the Gate of the devil, the Path of wickedness, the sting of the serpent, in a word a Perilous object.

পাশ্চাত্যে নারীদের স্বীয় অধিকার অর্জন করার জন্য এক দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। শ্রেণী বৈষম্যের বিপরীতে নারীর সংগ্রামের অনুমান মহিলাদের অধিকারের জন্য সংগ্রামী নারীদের পক্ষ থেকে Womyn-এর পারিভাষিক ব্যবহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কারণ তারা শ্রেণী বৈষম্য Gender Discrimination দ্বারা মহিলাকে মুক্ত করার জন্য করেছে।

বিভিন্ন যুগে নারীর অধিকারের জন্য সংগ্রামী নারীদের মধ্যে Susan B. Anthony (১৮২০–১৯০৬)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি Natioal Woman's suffrage Association প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭২ সালে তিনি নারীদের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার চাওয়ায় তাকে জেলে যেতে হয়েছে। শত বছর যাবৎ কঠোর আন্দোলনের পর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি মহিলাদের অধিকার কায়েমের জন্য কমিশন গঠন করেন। এটার সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথমবার নারীদের জন্য Fair hiring paid maternity leave এবং Affodable child care অনুমোদন করেন। রাজনীতির ময়দানেও নারীদের সাফল্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর সম্ভব হয়েছে।

Jeanette Rankin of Montana প্রথমবার ১৯১৭ খ্রি. আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে সক্ষম হন।

ইসলামে নারীর অধিকারের ইতিহাস অত্যুজ্জ্বল। ১ম দিন থেকে নারীর ধর্মীয়, সামাজিক, জীবন পরিচালনা, আইনী, রাজনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনার করণীয় শুধু স্বীকারই করেনি বরং তার সকল অধিকার বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও এটা দুঃখজনক যে, বর্তমানের পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা যখনই নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেছে তখনই ইসলামের ঐতিহাসিক সেবাসমূহ এবং অনুপম কার্যক্রম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অজ্ঞতার ভান ধরেছে। হজরত শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী এই বইয়ের মধ্যে নারীর সকল অধিকারকে একত্রিত করেছেন। আশা করছি যে, এই লিখনী দ্বারা শুধু ইসলাম সম্বন্ধে সকল ভুলের অপনোদন ঘটবে না বরং জীবন যাপনের মধ্যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে ইসলামের প্রকৃত চেতনাও অর্জিত হবে যা দ্বারা আমরা সেই জীবন প্রণালীর পুনঃগঠনের দিকে অগ্রসর হবো, যার শিক্ষা কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে দেয়া হয়েছে।

ড. তাহের হামিদ তনুলী

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের জীবনমানের অবস্থান

ইসলাম পূর্ব সময়ে নারী সমাজ খুবই নির্যাতিত ছিল। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদেরকে সকল প্রকার মন্দের কারণ এবং ঘৃণার পাত্র জ্ঞান করা হতো। নারী সমাজের প্রতি আরব নাগরিকদের এই জঘন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন,

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل:٦٢]

অর্থ : "আর তারা আল্লাহর জন্য এমন কিছু (অর্থাৎ নারী) সাব্যস্থ করে যেগুলোকে তারা নিজেরা অপছন্দ করে।"[১]

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহর কন্যা আছে মর্মে বিশ্বাস রাখে।

অপর আয়াতে আছে যে,

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل:٥٧]

অর্থ : "আর এই লোকেরা খোদার জন্য কন্যা বলে সন্তান বিশ্বাস করে, অথচ তিনি তা থেকে পবিত্র। আর নিজেদের জন্য যা তারা কামনা করে। অর্থাৎ পুত্র সন্তান।"[২]

অর্থাৎ এ সকল লোক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কন্যা বিশ্বাস করে, অথচ কন্যা সন্তান তাদের নিজেদের পছন্দনীয় নয় বরং পুত্র সন্তানই তাদের পছন্দ।[৩]

কুরআন শরীফের এ সকল আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, অন্ধকার যুগে নারীদের মর্যাদা সুখকর ছিল না, তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত ছিল। সব রকমের শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা পুরুষদের জন্য ছিল। এর মধ্যে নারীদের জন্য

---

[১] আল-কুরআন, আন্-নাহল, ১৬:৬২
[২] আল কুরআন, আন্-নাহল, ১৬:৫৭
[৩] ১. ইবনে কাছির, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ২:৫৭৩
২. তবরী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফছিরিল কুরআন, ১৪:১২২, ১২৩, ১২৬
৩. তাবারী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, ২৭:৬১
৪. কুরতবী, আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ১০:১১৬
৫. মহল্লী, তাফছিরে জালালাইন : ৩৫৩

কিছুই ছিল না। উপরন্তু জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মধ্যেও পুরুষ তার নিজের জন্য ভাল বিষয়টি আর নারীর জন্য অকেজো ও অচল জিনিষটি রাখতো। আরববাসীদের এই কার্যচিত্রকে পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণনা করেন,

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام:١٣٩]

অর্থ : "আর তারা বলত যে, যা এ সকল জন্তুর পেটের মধ্যে আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য। সে গুলো আমাদের নারীদের জন্য হারাম। আর যদি প্রসূত জন্তু মৃত হয় তাহলে সেটার মধ্যে সবাই অংশীদার হয়। অতি সত্বর আল্লাহ তাদেরকে তাদের মনগড়া কথার সাজা দেবেন, নিঃসন্দেহে তিনি প্রজ্ঞাবান, অধিক জ্ঞাত।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, আরবের পুরুষদের বিশেষ প্রিয় জিনিষ হলো দুধ। সেটাকে তারা নারীদের জন্য হারাম মনে করত। তাদের পুরুষরাই শুধু সেটা পান করতো।

এইভাবে যখন কোন ছাগল নর বাচ্চা প্রসব করত তখন সেটা তাদের পুরুষদের জন্য থাকত, আর মাদি বাচ্চা প্রসব করলে সেটাকে জবেহ করত না; বরং ছুঁড়ে ফেলে দিত। যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত সেটার মধ্যে সবাই শরিক থাকত। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এহেন কার্য থেকে বারণ করেছেন।[২]

আবু জাফর তাবারী অত্র আয়াতের তাফসিরের মধ্যে আল্লামা সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন :

فَهٰذِهِ الْأَنْعَامُ مَا وُلِدَ مِنْهَا مِنْ حَيٍّ فَهُوَ خَالِصٌ لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ، وَمَا وُلِدَ مِنها مَيِّتاً، أَكَلَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ.

---

[১] আল-কুরআন, আল-আনয়াম, ৬:১৩৯

[২] ১. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআন, ২:২৪২
২. তাবারী, জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, ৮:৪৭, ৪৮, ৬৭
৩. তাবারী জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, ১১:১২৮
৪. কুরতবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ৬:৩৩৮
৫. কুরতবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ৭:৯৫, ১১৩
৬. কুরতবী, আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ৮:৭৪
৭. শাফেয়ী, আহকামুল কুরআন, ২:১০১

অর্থ : "এই সকল জন্তু থেকে প্রসূত নর বাচ্চা শুধু তাদের পুরুষদের খাবার হতো আর নারীদের জন্য হারাম হতো। আর জন্ম নেয়া মৃত বাচ্চা পুরুষ ও নারী উভয়ে খেত। এইভাবে তারা পুরুষদেরকে প্রাধান্য দিত।"[১]

নিম্নে আমরা প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণনা করছি।

১. নবজাতকদের জীবিত দাফন করার প্রথা

অন্ধকার যুগে মুশরিকরা নারী জাতীকে কোন মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য মনে করত না। তাই, তারা কন্যা জন্ম নিলে ক্রোধান্বিত হতো। অথচ তারা এটা জানত যে, বিশ্ব ব্যবস্থার আওতায় দাম্পত্য জীবন গঠনের জন্য কন্যার জন্ম অপরিহার্য। এতদসত্ত্বেও এই ব্যবস্থার বিপরীতে তারা এতটা সীমালঙ্ঘন করেছে যে, নিজেদের আদুরে কন্যাকে জ্যান্ত দাফন করে ফেলত।

পবিত্র কুরআনে এই জাতি-গোষ্ঠীর এহেন কার্যকলাপের বিরোধীতা করে আয়াত নাযিল হয়। সে আয়াত হলো "যখন ওদের ঘরে কোন কন্যা সন্তান জন্ম হতো তখন ওরা ক্রোধান্বিত হয়ে যেত।" পবিত্র কুরআন এদের এই গর্হিত কাণ্ডকে এভাবে বর্ণনা করেছে,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل:٥٨-٥٩]

অর্থ : "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের খবর দেয়া হতো তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যেত এবং সে গোস্বায় অগ্নিশার্মা হয়ে পড়ত। সে এমন অলুক্ষণে খবর এর লজ্জায় সমাজ থেকে লুকিয়ে থাকত। তারা ভাবত, আহ! এত বড় অপমানের বোঝা নিয়ে দুনিয়াতে চলব অথবা সেটাকে জমিনে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। সাবধান! কত জঘন্য মনোভাব যা তারা লালন করছে।"[২]

কন্যাদেরকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলার কুপ্রথাকে পবিত্র কুরআন অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছে,

---

[১] ১. তাবারী, জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন, ৮:৪৮
২. বুখারী, আত তারিখুল কাবির, ৪:৭, নং ১৭৭৫
৩. শাফেয়ী, কিতাবুল উম্, ২:২৪৩
৪. মালেক, আল মুদাওয়ানুল কুবরা, ১৫:১০৬

[২] আল-কুরআন, আন-নাহল, ১৬:৫৮-৫৯

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير:٨-٩]

অর্থ : আর যখন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।[১]

ইবনে কাছির হজরত কায়েস বিন আছেম (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কায়েস বিন আসেম হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামার কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কন্যাদেরকে অন্ধকার যুগে জীবিত দাফন করে দিয়েছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছেন, প্রত্যেক কন্যার পক্ষ থেকে একটি করে দাস স্বাধীন করে দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি অনেক উটের মালিক। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রত্যেক কন্যার পক্ষ থেকে একটি উট কুরবানী করে দাও।

আরেকটি বর্ণনা মতে, তিনি অন্ধকার যুগে নিজের আটটি মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেক মেয়ের বিনিময়ে একটি উট কুরবানি করে দিতে পার।

অপর বর্ণনার মধ্যে আছে যে, তিনি বারজন মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলার কথা উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি তাকে প্রত্যেকটির পক্ষে একটি করে কুরবানী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২] অর্থাৎ অন্ধকার যুগের লোকেরা অপমান আর দারিদ্রের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিয়ে ফেলত।[৩]

আল্লাহ তায়ালা মানুষ হত্যা নিষেধ করে অধ্যাদেশ জারী করতঃ ইরশাদ করছেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

[১] আল্-কুরআন, আত-তাকবীর, ৮১:৮-৯
[২] ইবনে কাছির, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ৪:৪৭৮
[৩] ১. তাবারী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফছিরীল কুরআন, ৩০:৬৬
২. কুরতবী, আল-জামিয়ু লি আহকামিল কুরআন, ১৯:২৩২
৩. শাফেয়ী, আহকামুল কুরআন, ১:৬২৬
৪. শাফেয়ী, কিতাবুল উম্ম, ২:৩
৫. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুরআন, ৮:১৭
৬. ইবনে হাযম, আল-আহকাম ফি উসুলিল আহকাম, ৫:১৭০
৭. ইবনে হাযম, আল-আহকাম ফি উসুলিল আহকাম, ৭:৩৭৭

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام:١٥١]

অর্থ : "আপনি তাদের বলুন, এস! আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয় পড়িয়ে শুনাব যা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করেছেন। সেটা এই যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করোও না। মাতা-পিতার সাথে সৎব্যবহার কর। আর নিজের সন্তানকে অভাবের ভয়ে হত্যা করোও না। আমি তোমাদের আর তাদের জীবিকা প্রদান করব। আর বেহায়াপনার কাজ প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য হোক সেগুলোর কাছে যেও না। যা হত্যা করতে আল্লাহ তায়ালা অবৈধ করে দিয়েছেন সেগুলোর প্রাণ বধ করোও না, হ্যাঁ, বৈধভাবে করা যায়। এসব বিষয়ের প্রতি তিনি তোমাদেরকে জোর দিচ্ছেন যাতে তোমরা বিবেক দিয়ে গ্রহণ কর।"[১]

২. অন্ধকার যুগে প্রচলিত বিয়ের নানান পদ্ধতি

বিয়ে যা পারিবারিক জীবনের স্থায়িত্ব এবং প্রচলন থাকার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত সেটা আরব অধিবাসীদের নিকট নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ফলে সেখানে নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা, সতিত্ব এবং মর্যাদা বলতে কিছুই উপস্থিত থাকত না। আরববাসীর মধ্যে বিয়ের নিম্নোক্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

২.১. নারীর স্তুপ

নারীর স্তুপ তথা একজন পুরুষ এক বা একাধিক নারী জমা করে রাখাকে আরবের সামাজিক ভাষায় "যেওয়াজুল বউলত" তথা "নারীর স্তুপ" বলা হয়। এটা এক প্রকারের বিয়ে। আরবের মধ্যে এ ধরনের বিয়ে খুব প্রচলিত ছিল। এখানে নারী নিছক পণ্য এবং ভোগ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হতো।

২.২. বিনিময় বিয়ে

বিনিময় বিয়ে তথা 'যেওয়াজুল বদল' হলো দুজন স্ত্রীকে পরস্পরের মধ্যে বদল করা অর্থাৎ দুইজন পুরুষ স্ব স্ব স্ত্রীকে একজন আরেকজনের মধ্যে বিনিময় করা। এ সম্বন্ধে স্ত্রী কিছুই জানতো না।

স্ত্রী সংশ্লিষ্ট পুরুষকে গ্রহণ করা না করার গুরুত্ব থাকত না এবং মহর দেয়া কিংবা প্রস্তাব পাঠানোরও প্রয়োজনবোধ করত না। অন্য জনের পছন্দ হলেই হলো। সংক্ষিপ্ত একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন হয়ে যেত।

[১] আল-কুরআন, আল-আন'আম ৬:১৫১

২.৩. সাময়িক বিয়ে

এ বিয়ে প্রস্তাব, অনুষ্ঠান এবং স্বাক্ষী ছাড়া হতো। নারী আর পুরুষ পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মহর দিয়ে একমত হয়ে যেতো। আর নির্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে যেত তালাক দেয়ার প্রয়োজন হতো না। এই বিয়ের ফলস্বরূপ ভূমিষ্ট সন্তান মায়ের দিকে সম্পর্কিত হতো। পিতৃ পরিচয় দেয়া হতো না।

২.৪. লিভ টুগেদার

আরবের সামাজিক ভাষায় এটাকে "নিকাহুল খদন" বলা হয়। ভাল লাগার বিয়ে। কোন পুরুষ তার পছন্দের মেয়ের সাথে খিতবাহ, মহর, আকদ এবং স্বাক্ষী ব্যতিরেকে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করা। পরবর্তীতে এই যৌন সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতিতে চুকিয়ে ফেলা হয়। কোন রকমের তালাক দেয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় তাহলে সেটা মায়ের প্রতি সম্পর্কিত হয়।

২.৫. জোর-জবরদস্তির বিয়ে

যুদ্ধের পর সম্পদ আর বন্দী হস্তগত হয়। অন্ধকার যুগে বিজয়ীদের জন্য পরাজিতদের স্ত্রী, সম্পদ ইত্যাদি বৈধ হয়ে যেত। এ সকল নারী বিজেতার স্বত্ব হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাদেরকে বিক্রয় করে দিত অথবা মুক্তি দিয়ে দিত। ইচ্ছে করলে তাদের সাথে যৌনাচার করত কিংবা অন্যকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিত। এভাবে একজন স্বাধীন নারী দাসী হয়ে বিক্রয় হয়ে যেত। এখানে কোন খুতবা, মহর এবং সম্মতির বালাই ছিল না।

২.৬. শেগার বিয়ে

উল্টা সিধা বিয়ে অর্থাৎ কোন মানুষ নিজের কন্যাকে একজনের কাছে বিয়ে দিত, আর সে তার মেয়ে কিংবা বোনকে বিয়ে করত। এখানে কোন মহর ধার্য হতো না। ইসলাম এটাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

২.৭. সুন্দর সন্তানের জন্য বিয়ে

এটাকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' বলা হয়। কোন মানুষ স্বীয় স্ত্রীকে অন্যকোন সুদর্শন পুরুষের নিকট যৌনকর্ম করার জন্য দিয়ে দেয়া। নিজে তার স্ত্রীর সাথে যৌনবাস থেকে বিরত থাকত। উদ্দেশ্য হলো তার বংশে সুদর্শন সন্তান জন্ম নেয়া। যখন তার গর্ভধারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন স্ত্রী নিজের স্বামীর কাছে ফেরত আসে। আর স্বামীও তাকে ফেরত পেয়ে খুশি হয়।

২.৮. দলবদ্ধ বিয়ে

আরবের সামাজিক ভাষায় এটাকে 'নিকাহুর রহত' বলে। আনুমানিক দশজন লোক একটি মাত্র মেয়ে নিয়ে মেতে উঠত। তারা সবাই মেয়েটির সাথে মিলিত হতো। যখন কোন সন্তান জন্ম নিত তখন মেয়েটি এদের সকলকে ডাকত আর তারা বিনাবাক্য ব্যয়ে উপস্থিত হয়ে যেত। অতঃপর মেয়েটি এদের যে কাউকে পছন্দ হতো তাকে উদ্দেশ্য করে বলত, এটা তোমার সন্তান। তখন সে মেনে নিত। কারণ সেখানে অস্বীকার করার সুযোগ ছিল না।

২.৯. নিকাহুল বগায়া

এটা নষ্টা মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত। এটাও পূর্ববর্তীটির মত। কিন্তু এর মধ্যে দুইটি পার্থক্য বিদ্যমান। একটি হলো এর মধ্যে দশ জনের চেয়ে অধিক পুরুষ থাকতে পারে। কারণ দলবদ্ধ বিয়েতে দশের অধিক পুরুষ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়টি হলো, এ সকল পুরুষের প্রতি সন্তানের সম্পর্ক করা স্ত্রীর দায়িত্বে ছিল না বরং পুরুষের দায়িত্বে ছিল।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অন্ধকার যুগে নারী সমাজকে নিছক ভোগ্যপণ্য হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো এবং চরমভাবে অবজ্ঞা করত। অন্ধকার যুগের বিয়ে থেকে মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছেন।[১]

৩. ব্যভিচারকে গর্ভভরে প্রকাশ করার প্রথা

প্রাক ইসলামী যুগ চারিত্রিক স্খলনের এমন জগত ছিল যে, লোকেরা ব্যভিচারকে গর্ভভরে প্রকাশ করত। এটা আরবীয় সমাজের উঁচু পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। অনেক লোক মহিলাদেরকে যেনা করতে বাধ্য করত। কিন্তু ইসলাম একে নিষেধ করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النور:٣٣]

---

১. ইবনে হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী শরহে বুখারী, কিতাবুন নেকাহ, ৯:১৮২-১৮৫

২. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুন নেকাহ, বাব কাল্লা লা-নিকাহা ইল্লা বুলী, ৫:১৯৭০, হাদিস : ৪৮৩৪

৩. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাবু ফি উজুহিন নিকাহ, ২:২৮১, হাদিস : ২২৭৬

৪. দারেকুতনী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:১১০

৫. বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:১১০

৬. কুরতবী, আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ৩:১২০

৭. কুরতবী, আল জামেয়ু লি আহকামিল কুরআন, ৩:১২০

অর্থা : "নিজের দাসীদেরকে যৌন কর্মের উপর বাধ্য করো না; বিশেষত তারা যখন পূত-পবিত্র থাকতে চায়। তোমরা পার্থিব জীবনের পাথেয় অর্জন কর।"[১]

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট এই ছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজের দাসীদেরকে যৌনকর্ম করতে বাধ্য করত, এদের দিয়ে অর্থ উপার্জন করত এবং নিজের দম্ভ প্রকাশ করত।

এভাবে অন্ধকার যুগে আরবীয়দের স্ত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। আরবের লোকেরা একের অধিক বিয়ে করত। আর তাদের দ্বারা নিজেদের অহংকার প্রকাশ করত। কিন্তু ইসলাম চারজন স্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। এভাবে স্ত্রীর সংখ্যার জন্যও অনেক শর্ত নির্ধারণ করে দেয়। মহান প্রভুর বাণী :

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣]

অর্থা : "যদি তোমাদের এই কথার আশংকা হয় যে, তোমরা এতিম মেয়েদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে মেয়েদের থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে কর। দু'জন দুজন, তিনজন তিনজন এবং চারজন চারজন মেয়ে (কিন্তু এই অনুমতি শর্তযুক্ত) অতঃপর যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে একটিমাত্র মেয়েকে বিয়ে কর। অথবা শরিয়ত অনুমোদিত নিয়মে যে সকল দাসী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে তাদের নিয়ে ক্ষান্ত থাক। এই বিষয়টি তোমাদেরকে ব্যভিচারে ধাবিত না করার সবচেয়ে নিকটতম উপায়।"[২]

৪. অন্ধকার যুগে নারীদেরকে স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো

মুর্খতার যুগে মহিলাদের কোন জিনিষের মালিক হওয়ার অধিকার ছিল না। মহিলাদের কোন উত্তারাধিকার স্বত্ব জুটত না। শুধুই পুরুষদের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ছিল। এর উপর তাদের দলিল ছিল যে, তারা অস্ত্র ধরত, শত্রু গোষ্ঠীকে প্রতিরোধ করত। এই সামাজিকতার মধ্যে মহিলাদেরকে শুধু

[১] আল-কুরআন, আন্-নূর : ২৪:৩৩
[২] আল-কুরআন, আন্-নিসা, ৪:৩

উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করার উপর যথেষ্ট করা হত না বরং মহিলাদেরকেও উত্তরাধিকারের মধ্যে আসবাবের ন্যায় বন্টন করে দিত।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন মহিলার স্বামী মারা যায় তখন স্বামীর উত্তরাধিকারীরা সে মহিলাদের মালিক হয়। যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তাদের থেকে কোন একজনকে বিয়ে করে ফেলে অথবা যার সাথে চায় তার সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেয়, আবার ইচ্ছে করলে বিয়ে দিত না। এভাবে মহিলার শ্বশুর পক্ষ তার পিতার পক্ষের চেয়ে বেশী অধিকার খাটাত। এর উপর অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء:١٩][১]

অর্থ : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য এই বিষয়টি বৈধ নয় যে, বাধ্য করে মহিলাদের মালিক হয়ে যাওয়া। আর এই উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তাদের আটকিয়ে রেখো না।"[২]

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন লোক মারা যেত তখন তার যদি দাসী থাকত, তাহলে মৃতের কোন বন্ধু উক্ত দাসীর উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিত। ফলে অন্য কোন লোক সে দাসীর উপর দাবী করতে পারত না। দাসীটি যদি সুন্দর হতো তাহলে এই লোকটি তাকে বিয়ে করে ফেলত। আর যদি কুৎসিত হতো তাহলে তাকে নিজের কাছে আমৃত্যু আটকে রাখত।[৩]

[১] আল-কুরআন, আন্-নিসা, ৪:১৯
[২] ১. বুখারী, আস-সহিহ, কিতাবু তাফসিরীল কুরআন, লা-য়াহিলু লাকুম, ৪:১৬৭০, ক্রমিক : ৪৩০০
২. বুখারী, আস-সহিহ, কিতাবুল ইকরাহ, মিনাল ইকরাহ, ৬:২৫৪৮ ক্রমিক : ৬৫৪৯
৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুন নিকাহ, কউলিহী তায়ালা, ২:২৩০ ক্রমিক : ২০৮৯
৪. নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:৩২১
৫. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:১৩৮
৬. তাবারী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসিরীল কুরআন, ৪:৩০৫
৭. কুরতবী, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ৫:৯৪
৮. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৮:২৪৭
৯. মুযী, তাহযিবুল কামাল, ২০:১৩১
[৩] ১. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ০১:৪৬৫
২. তবরী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসিরীল কুরআন, ৪:৩০৭
৩. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৮:২৪৭
৪. শামসুল হক, অউনুল মাবুদ, ৬ : ৮০

অপর বর্ণনায় আছে যে, যখন কোন মানুষ মারা যেত তখন তার বন্ধুদের কেউ তার স্ত্রীর উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিত। আর এভাবে সে তাকে বিয়ে করার উত্তরাধিকারী হয়ে যেত। সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে পারত না। সে স্ত্রী তার কাছে আটকাবস্থায় থাকত, যতক্ষণ তাকে টাকা দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা না করে।[১]

এই ছিল মূর্খতার সময়ে নারীদের অবস্থা। এই সমাজের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন মহিলাই এমন ছিল যারা মালিক হওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তারা স্থাবর সম্পত্তির মালিকও ছিল। যেমন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.)। তিনি তাঁর ব্যবসার মালিকও ছিলেন। কিন্তু এটা ছিল বিশেষ ঘটনা। সার্বিকভাবে মূর্খতার সমাজের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা নাজুক ছিল।

[১] ১. ইবনে কাছির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ১:৪৬৬
২. তবরী, জামিয়ুল বয়ান ফি তাফসিরীল কুরআন, ৪:৩০৭

পাশ্চাত্য সমাজ ও নারী

ইসলামের পূর্বে নারীজাতি ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল যা থেকে তাদেরকে ইসলামই মুক্তি দান করেছে। ব্যাপার হলো এই যে, নারীজাতির অধিকার রক্ষা ইসলাম প্রদত্ত আইন-কানুন দ্বারাই হতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজে নারী জাতির অবস্থা দেখেও একথা বলা যায়। নারীর অধিকার রক্ষার অর্থ ব্যক্তিগত, সামাজিক, বংশীয় এবং পারিবারিক পর্যায়ে মহিলাদেরকে এমন পবিত্র আর সম্মানের মূল্যবোধে গড়ে তোলা, যার দ্বারা সমাজের মধ্যে তাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। যদি আমরা সত্যম্মোচন এবং পরিসংখ্যানের আলোকে পাশ্চাত্য সমাজের নারীর অধিকারের তথ্য নিই তাহলে অত্যন্ত হতাশাজনক চিত্র সামনে উদ্ভাসিত হয়।

মানুষের বংশ যা সমাজের মধ্যে নারীর নিরাপত্তা, বেড়ে উঠা এবং প্রতিপালিত হওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে সে বংশ নারীর সতিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার কারণে পাশ্চাত্য সমাজে নারী জাতি নির্মম পাশবিক নির্যাতনের শিকার।

আমেরিকার শুধুমাত্র ১৯৯৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারীর অধিকার হরণের চিত্র নিম্নরূপ :

১. ২.৩ মিলিয়ন বিবাহিত নারীর মধ্যে ১.৩ মিলিয়ন নারী তালাকপ্রাপ্তা।
২. এই চিত্রটি সামনে রেখে BUREAU OF CENSUS তথা আদম শুমারী ব্যুরো ভবিষ্যত বাণী করেছে যে, প্রতি দশজন বিবাহিত নারীর মধ্যে চারজনই তালাকপ্রাপ্তা হবে।
৩. শতকরা ৬০% ভাগ তালাকের ঘটনা ঘটেছে ২৫ থেকে ৩৯ বৎসর বয়সী দম্পতির মধ্যে।
৪. এক বছরের মধ্যেই সংঘটিত এই সকল তালাক দ্বারা এক মিলিয়ন শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
৫. তালাকের পর সাধারণত ৭৫% থেকে ৮০% লোক পুনরায় বিয়ে করে। দেশের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিয়ে করে জীবন যাপন করছে। এদের উপরও তালাকের আশংকা বহুলাংশে বেশি।[১]

পশ্চিমা বিশ্বে তালাকের বিস্তৃতি নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান দ্বারা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

[১] www.divorcenter.org/faos/stats.htm, 15 March 2002, 0200 PST.

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তালাকের ব্যাপকতা[১]

অঞ্চল	৯৪ বিয়ে / তালাক	৯৫ বিয়ে / তালাক	৯৬ বিয়ে / তালাক	৯৭ বিয়ে / তালাক	৯৮ বিয়ে / তালাক
ওহিও	৯২১৫১ / ৫০২৩৫	৮৮৯৬৪ / ৪৮২২৬	৮৩৮৫১ / ৪৪৯১৮	৮৪৯১৩ / ৪৭৪২৭	৮৪৯২৮ / ৪৬৫৯৬
ফ্রাঙ্কলিন	৮৮৮৮ / ৫১৯৪	৯৪৭৯ / ৪৯০৪	৯১৯৮ / ৪৭২৭	৯১৬৪ / ৪৯৪৫	৭৭৬৫ / ৪৫৬৯
হ্যামিলটন	৬১৩৭ / ২৯৫৪	৬৩৫৯ / ২৯০৬	৫৯১৪ / ২৫০৪	৫৯৬৪ / ২৫৩১	৫৫৮৩ / ২৯৭৫
মিয়ামি	৮৮৯ / ৫৮৯	৯০৩ / ৫৩০	৭২৫ / ৫১৮	৪৬১ / ৫১৭	৮১৩ / ৪৫৯
মন্টোগোম্যারী	৪৬৮৫ / ২৮৫৪	৪৫৯৮ / ২৮৩০	৪৩৯৩ / ২৮২৩	৪১৬৮ / ২৬৯১	৪০৮৪ / ১৭৬৬
রীচল্যান্ড	১০৫২ / ৬৫৫	১০৬৪ / ৬৩৯	১০৩৩ / ৫৫৬	৯৭৬ / ৬৪৫	১০২০ / ৬৪৮
ওয়াশিংটন	৬১১ / ৩০০	৫৭৫ / ৩২৯	৫৯৮ / ৩২৮	৫৭৮ / ৩১১	৫৮১ / ৩১৭

অন্যান্য দেশে তালাকের বিস্তার (১৯৯৬ ইং)

অস্ট্রেলিয়া : ১০৬, ১০০ বিয়ে থেকে ৫২,৫০০ বিয়ে তালাক দ্বারা বিচ্ছেদ হয়েছে।

কিউবা : শতকরা ৭৫% তালাকের বিস্তার ঘটেছে।

ফ্রান্স : ১১৭, ৭১৬ এমন তালাক হয়েছে যেগুলো থেকে ৯৫% ভাগ হলো মহিলারা তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ায় নিজেরাই বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

স্কটল্যান্ড : ২৯,৬১১ বিয়ে থেকে ১২, ২২২ তালাকের পরিণতি ভোগ করেছে।

সুইজারল্যান্ড : ৩৮, ৫০০ বিয়ে থেকে ১৭৮০০ তালাকের পরিণতি ভোগ করেছে।[১]

[1] i. www.odh.state.oh.us/Data/whare/mardiv/Mglance.htm, 15 March 2002, 0200 PST.
ii. www.odh.state.oh.us/Data/whare/mardiv/MgLance/htm, 15 March 2002. 0200 PST.

Statistical Abstract of USA মোতাবেক আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে তালাকের বিস্তৃতি আগামী বছরসমূহে বাড়তেই থাকবে। তালাকের এই ভয়াবহ অবস্থার শিকার যুব সমাজ। কিন্তু ১৯৯৮ সালের মধ্যে সংঘটিত তালাকের মধ্যে ১১.৮% ভাগ মহিলা ২০ বছরের কম। ৫৫.৭% মহিলার ২০ থেকে ২৯ বৎসর মধ্যবর্তী, ২৫.৮% মহিলাদের থেকে ৪৪ বৎসরের মাঝামাঝিতে, আর ৬.৮% মহিলা ৪৫ বৎসরের চেয়ে বেশী বয়সী। আর প্রত্যেক আগামী বছরে তালাকের ব্যাপকতা বিস্তার লাভ করছেই।

সন	তালাকে সংখ্যা
১৯৫০	৩৮৫,০০০
১৯৬০	৩৯৩,০০০
১৯৭০	৭০৯,০০০
১৯৮০	১,১৮৯,০০০
১৯৯০	১,১৭৫.০০০

পাশ্চাত্য সমাজের পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংস আর অধঃপতনের এই নিকৃষ্ট চিত্রের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লসএঞ্জেলেস টাইমস ১৯৯৬ সালের ২রা মের সংখ্যায় (পৃ. A ১৬) মধ্যে লিখেছে যে, ১৯৯৪ সালের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন মার্কিনীর বিয়ে তালাকের শিকার হয়েছে যা ১৯৬০ সালের সংখ্যার তিনগুণ বেশী।[২]

তালাকের এহেন নির্মম প্রভাবের শিকার শুধু যুব সমাজ নয় বরং কিশোররাও। National center for health statistics-এর ১৯৮৮ সালের জরিপ অনুযায়ী Single-parents বংশের (তালাকপ্রাপ্তা এবং বিবাহ বর্হিভূত উপায়ে যারা পিতা-মাতা হয়েছেন) সন্তানরা মানসিক অশান্তির কারণে স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আর মেয়েরা জীবনের মাধ্যমিক পর্যায়ে গর্ভবতী হয়ে যায়। তদুপরি তারা প্রায় খুনখুটিতেও অভ্যস্থ।[৩]

প্রসিদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানী Nicholas Nill ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে এক রিপোর্টে লিখেছেন যে, তালাক প্রাপ্ত পিতা-মাতার সন্তানরা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার শিকার হয় না বরং শিক্ষার বঞ্চনা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়।

[1] www.divorcemag.com/statistics/statsworld.shtml, 15 March 2002 0200 PST.
[2] www.ifas.org/fw/9607/statistics.html, 15 March 2002, 0200 PST.
[3] www.calvarychapel.com/library/reference/social/divorcestatistics.htm, 15 Merch 2002, 0200 PST.

লস এঞ্জেলসের এক সাধারণ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬৯% ভাগ মার্কিনীর অভিমত হলো তালাকের ক্ষতি দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা।[১]

শিশুদের উপর তালাকের প্রভাব শুধু শিক্ষাগত, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সমাজ বিজ্ঞানী Sara S. Mclanahan-এর মতে ঐ সমস্ত নারী যারা নিজেদের শৈশব কৈশোর তালাক প্রাপ্তা মাতার সাথে অতিবাহীত করেছে ভবিষ্যতে তাদের কেও একই পরিণতির উপর জীবন যাপন করার ১০০% থেকে ১৫০% ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে।[২]

পাশ্চাত্য মহিলারা শুধু সামাজিক কিংবা দাম্পত্য জীবনে অধিকারহারা নয় বরং বাহ্যতঃ দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েও তারা অসহায় ও অবলা। জাতিসংঘের এক রির্পোটের মধ্যে পাশ্চাত্য মহিলাদের দৈনন্দিন ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিসংখ্যান এই বিষয়টি পেশ করেছে :

Women constitute half the world's population, perform nearly two third of its work hours, receive 1/10th of the world's income, and own Less than one hundredth of the world's property.[3]

অর্থাৎ বিশ্বের অর্ধেক উন্নয়ন মহিলাদের দ্বারা হয়। বিশ্বের কর্ম ঘন্টার ২/৩ অংশ জুড়ে মহিলারা কাজ করে। কিন্তু বিশ্বের আয়ের দশমাংশ মাত্র তাদের ভাগ্যে জুটে/ অথচ তারা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের এক শতাংশের চেয়েও কমের মালিক।

---

[1] www.calvarychapel.com/library/reference/social/divorcestatistics.htm. 15 Merch 2002, 0200 PST.

[2] www.divorcereform.org/black.html. 15 Merch 2002, 0200 PST.

[3] Un Report 1980 quoted in Contemporary Political Ideologies: Roger Eatwell & Anthony Wright, Westview Press, San Francisco, 1993.

ইসলামের মধ্যে নারীর অবস্থান

ইসলামের আগমন নারীর জন্য দাসত্ব, অপমান, নির্যাতন এবং বন্দিদশা থেকে মুক্তির সুসংবাদ ছিল। ইসলাম এই সমস্ত বদ রসমকে সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছে। কারণ এগুলি নারী জাতির মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থি ছিল। আর ইসলাম তাদের এমন অধিকার দান করেছে যা দ্বারা তারা সমাজের মধ্যে সেই সম্মানের পাত্র হবে যার উপযুক্ত পুরুষরা।

এখানে আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যে নারীর সম্মান ও মর্যাদার তথ্য উপস্থাপন করছি।

১. আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির স্তরে নারীকে পুরুষের সাথে একই মর্যাদার মধ্যে রেখেছেন। এইভাবে মানবতার দৃষ্টিকোণে নারীরা পুরুষের সাথে অভিন্ন আসনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ [النساء:١]

অর্থ : "হে লোক সকল! নিজেদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তারপর এই দুইজন থেকে অনেক পুরুষ আর নারী সৃষ্টি করে বিস্তার করে দিয়েছেন।"[১]

২. নারীর উপর থেকে স্থায়ী অপরাধের অভিশম্পাত হটিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এর উপর অপমানের দাগ দূর করে দেয়া হয়েছে। যেখানে নারী পুরুষ উভয়কে শয়তান প্ররোচনা দিয়েছে। যার ফলে তাঁরা জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছিলেন। যখন খ্রীষ্টিয় বর্ণনা অনুসারে শয়তান হজরত হাওয়া আলায়হাস সালামকে বিচ্যুত করেছে আর এটাই হজরত হাওয়া আলায়হাস সালাম এবং আদম আলায়হিস সালামেরও জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার কারণ হয়েছে। কুরআন শরীফ এই ভ্রান্ত দৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে :

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة:٣٦]

---

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা : ৪:১

অর্থ : "অতঃপর শয়তান তাদের সে স্থান থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদের সে আরামদায়ক জায়গা থেকে যেখানে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।"[১]

৩. আল্লাহ তায়ালা উভয়ের পারিশ্রমিকের উপযুক্ততা সমান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের দুইজন থেকে যে কেউ যেই কাজ করবে তাকে পরিপূর্ণ এবং সমান প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران:١٩٥]

অর্থ : "তাদের প্রভু তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করে নিয়েছেন, আর বলেছেন যে, আমি তোমাদের থেকে কোন কর্মধারের কর্মকে বিনষ্ট করব না, সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। তোমরা সকলে একে অন্য থেকে হয়েছ।"[২]

৪. কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা থেকে মুক্তি মিলেছে। এটা এমন এক নিকৃষ্ট প্রথা যা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের পরিপন্থি ছিল।

৫. ইসলাম নারীর জন্য লালন-পালন আর ব্যয় নির্বাহের জিম্মাদার হয়েছে। যাতে তার ভাত-কাপড়, স্থান, শিক্ষা আর চিকিৎসার সহজতা কর্তা ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে।

৬. নারীকে অপমানকারী মুর্খতার যুগের প্রাচীন বিয়ে যা প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার ছিল ইসলাম সে সব বাতিল করে মহিলাদেরকে সম্মান দান করেছে।

এখন আমরা এমন অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করবার যেগুলি ইসলাম নারী জাতিকে বিভিন্নভাবে প্রদান করেছে :

১. নারীর ব্যক্তিগত অধিকার

১.১. নিরাপত্তা এবং সতিত্ব রক্ষার অধিকার

সমাজের মধ্যে নারীর সম্মান আর শ্রদ্ধাকে নিশ্চিত করার জন্য তার সতিত্ব রক্ষা অপরিহার্য। ইসলাম নারীকে সতিত্ব রক্ষার অধিকার দিয়েছে। আর পুরুষকেও গুরুত্ব দিয়েছে যাতে তার সতিত্বের অধিকার সংরক্ষণ করে।

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور:٣٠]

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:৩৬
[২] আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৯৫

অর্থ : "হে শ্রদ্ধাস্পদ রাসুল! ঈমানদারদের বলে দিন, যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে আর নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য সতিত্ব রক্ষার উপায়। আল্লাহ এ সম্বন্ধে অবগত আছেন যা তারা সম্পন্ন করে।"[১]

লজ্জাস্থানকে আরবীতে 'ফরজুন' বলা হয়। 'ফরজুন' এর আভিধানিক অর্থের মধ্যে ঐ সকল অঙ্গ অন্তর্ভূক্ত যেগুলি গুনাহর কাজে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়। যেমন, চোখ, কান, মুখ ও পা ইত্যাদী। তাই, এই বিষয়ে সারকথা হলো কাউকে কুদৃষ্টিতে দেখো না, অশ্লিল কথা শুনো না, আর নিজেও বলো না, পা দিয়ে এমন কোন স্থানে যেও না যেখানে পাপে জড়িত হওয়ার আশংকা থাকে। এরপর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে যে,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:٣١]

অর্থ : "আর হে মহাত্মা রাসুল! বিশ্বাসী মহিলাদের বলে দিন যে, পুরুষদের সামনে আসলে তাদের দৃষ্টি যাতে অবনমিত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে, হ্যাঁ, শরীরের যে অংশ খোলা থাকে তা প্রদর্শন করা যাবে।"[২]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور:٥٨]

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের অধীনস্ত দাস-দাসী আর তোমাদের সে সকল সন্তান যারা এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা তোমাদের কাছে আসার জন্য তিন স্থানে অনুমতি গ্রহণ করবে। ১. ফজরের নামাজের পূর্বে। ২. দুপুরের সময় যখন তোমরা বিশ্রামের জন্য কাপড় খুলে ফেল। ৩. ইশার

[১] আল-কুরআন, আন-নূর, ২৪:৩০
[২] আল-কুরআন, আন-নূর, ২৪:৩১

নামাজের পর যখন তোমরা নিদ্রার স্থানে চলে যাও। এই তিন সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এই সময় গুলো ছাড়া তোমাদের জন্য কোন দোষ নয়। এবং তাদের জন্যও নয়, কেননা, বাকি সময়গুলোতে তারা তোমাদের নিকট বেশী বেশী আসা যাওয়া করতে থাকে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দেন, আল্লাহ অধিক জ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান।"[১]

ইসলাম আইনের প্রয়োগের মধ্যেও নারীর সে অধিকার সামনে রেখেছে। ইসলামের চার খলিফাগণের কাজের ধরণ এই প্রকারের ভূমিকায় ব্যাপৃত ছিল যা দ্বারা শুধু নারীর নিরাপত্তার অধিকারকে আহতকারী কাজের তদারক হয়েছে তা নয় বরং নারীর নিরাপত্তা ও সতিত্ব সংরক্ষণও নিশ্চিত হয়েছে।

এক লোক হজরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং আবেদন করেন যে, একজন মেহমান আমার দুধবোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে এবং সেটা তাকে বাধ্য করেছে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সে লোককে জিজ্ঞাসা করলে লোকটিও অপরাধ স্বীকার করেন। এতে তিনি তার উপর ধর্ষণের দণ্ড প্রয়োগ করে তাকে এক বছরের জন্য ফিদিকে নির্বাসন দিলেন; কিন্তু সে মহিলাকে বেত্রাঘাতও করলেন না এবং নির্বাসনও দিলেন না। কেননা, তাকে সে কাজের উপর বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সে মহিলাকে উক্ত পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।[২]

এই ধরণের আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

اِسْتِضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرْسَلُوْا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ إِنْفِلاَتَةً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَفَضَتْ كَبِدُهُ فَمَاتَ ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرُوْهُ فَأَرْسَلَ عُمَرُ فَوَجَدَ آثَارَهُمَا فَقَالَ عُمَرُ قَتِيلُ اللهِ لاَ يُودَى أَبَدًا.

অর্থ : "এক লোক হুজাইল বংশের কিছু মানুষ দাওয়াত করে আনলেন আর তার দাসীকে লাকড়ী সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। অতিথিদের একজনের কাছে দাসীটি ভাল লেগে গেল। তাই সে মেয়েটির পিছু নিল এবং তার সতিত্ব হরণ

[১] আল-কুরআন, আন-নুর, ২৪:৫৮
[২] হিন্দী, কানজুল উম্মাল, ৫:৪১১

করতে ইচ্ছা পোষণ করল। কিন্তু দাসীটি অস্বীকার করল। কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলতে থাকল। অতঃপর ওই দাসীটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলো এবং একটি পাথর কুঁড়িয়ে নিয়ে লোকটির পেট বরাবর ছুঁড়ে মারল। ফলে তার লিভার ছিঁড়ে গিয়ে সে মরে যায়। তারপর সে ঘরে ফিরে ঘটনা সবাইকে খুলে বলল। তখন ঘরের লোকেরা তাকে নিয়ে উমর (রা.)-এর কাছে গেলেন। তাঁকে সব বলার পর উমর (রা.) ঘটনা তদন্তের জন্য কমিশন গঠন করে দিলেন। কমিশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন পূর্বক এমন কিছু আলামত পেলেন যা দ্বারা তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তির বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। তদন্ত রিপোর্ট হস্তগত হওয়ার পর উমর (রা.) সিদ্ধান্ত দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে মেরেছেন তার জন্য কোন অর্থদণ্ড দিতে হবে না।"[১]

১.২. সম্মান এবং গোপনীয়তার অধিকার

সমাজের মধ্যে নারীদের সম্মান, সতিত্ব আর পবিত্রতার হেফাজত তাদের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের মধ্যে নিহিত রয়েছে। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার দান করেছেন। আর সমাজের অন্যান্য মানুষকে সে অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [النور:٢٧-٢٨]

[১] ১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নিফ, ৯:৪৩৫
২. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নিফ, ১:১৬৬, ক্রমিক : ১৫৪
৩. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নিফ, ০৫:৪৩১, ক্রমিক : ২৭৭৮৩
৪. খেলাল, আস-সুন্নাহ, ১:১৬৬, ক্রমিক : ১৫৪
৫. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৮:৩৩৭
৬. ইবনে আবদিল বর, আত-তামহীদ, ২১:২৫৭
৭. ইবনে হাযম, আল-মহল্লী, ৮:২৫
৮. ইবনে কুদামাহ, আল-মুগনী, ৭:১৫২
৯. আসকালানী , তালখী-সুল হুব্বায়র, ৪:৮৬, ক্রমিক : ১৮১৭
১০. আনসারী, খুলাসাতুল বদরিল মুনীর, ২:৩০২, ক্রমিক : ২৪৮

অর্থ : "হে লোক সকল যারা ঈমান এনেছ! নিজেদের গৃহ ব্যতিত অন্যদের গৃহে এই সময় পর্যন্ত প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না বল, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যে, তোমরা এই সমস্ত কথা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রাপ্ত না হও; আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলে তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। আর যা কিছু তোমরা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ খুবই অবহিত আছেন।"[১]

স্বয়ং হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কারো নিকট গমন করতেন তখন বাহির থেকে 'আসসালামু আলায়কুম' বলতেন, যাতে গৃহকর্তার জানা হয়ে যায় এবং তিনি তাঁকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। যদি প্রথমবার কোন জবাব না পেতেন তখন দ্বিতীয়বার 'আসসালামু আলায়কুম' বলতেন। যদি তখনও কোন জবাব না পেতেন তখন তৃতীয়বারও এই রকম করতেন। এরপরও যদি জবাব না পেতেন তাহলে তিনি ফিরে আসতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা প্রসিদ্ধ সাহাবী সা'দ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে তাশরীফ নিয়ে যান। নিয়ম অনুযায়ী তিনি আসসালামু আলায়কুম বললেন। সা'দ তদুত্তরে নীচু স্বরে ওয়ালাইকুমুস সালাম বলেন, কিন্তু তিনি সেটা শুনেননি। এইভাবে তিনবার হয়েছে। অবশেষে যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গৃহে কেউ নেই মনে করে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন হজরত সা'দ দৌড়ে আসলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে আরজ করলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ.

অর্থাৎ : "হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো সালামের জবাব দিয়েছি; কিন্তু সেটা নীচু স্বরে। আমি চেয়েছিলাম যে, আপনি বেশি বেশি করে আমার জন্য দোয়া করবেন। কেননা, আসসালামু আলায়কুম হলো শান্তির দোয়া।"[২]

---

[১] আল্-কুরআন, আন্-নুর, ২৪:২৭-২৮

[২] ১. আবু দাউদ, আসসুনান, কিতাবুল আদব, বাবু কম মাররাতান য়ুসাল্লিমু, ৪:৩৪৭ ক্রমিক : ৫১৮৫
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩:৪২১

অনুরূপ অর্থে হজরত আবু মুছা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণনা আছে, তিনি বর্ণনা করছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ.

অর্থ : "যখন তোমাদের থেকে কোন মানুষ কারো গৃহে প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চায় আর তার অনুমতি না মেলে তখন তার জন্য উচিত হবে ফিরে যাওয়া।"[১]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যদি সালামের উত্তরে গৃহকর্তা ঘরের ভিতর থেকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন তখন কাল বিলম্ব না করে নিজের পরিচয় বলে দেবে। হজরত জাবির (রা.) বলেন যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছি এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেছি। তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন, কে? আমি আরজ করলাম, হুজুর! আমি! এর উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আমি', 'আমি' কী! তখন তিনি বাহির হয়ে আসলেন। সম্ভবত 'আমি' বলে উত্তর দেয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন।[২]

এর মধ্যে শিক্ষা হলো এই যে, জিজ্ঞাসা করলে নিজের নাম বলা উচিত। শুধু 'আমি' বললে পরিচয় প্রকাশ পায় না। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, যখন ভিতর থেকে কোন উত্তর না পাওয়া যায় তখন সন্ধানকারী এদিক সেদিক উঁকি মারতে থাকে। নবী করিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি

---

৩. তবরানী, আল-মু'জমুল কবীর, ১৮:২৫৩, ক্রমিক ৯০২
৪. বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৬:৪৩৯, ক্রমিক ৮৮০৮
৫. ইবনে কাছির, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ৩:২৮০

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ইসতীজান, বাবুত তাসলীম, ৫:২৩০, ক্রমিক : ৫৮৯১
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল আদাব, ইসতিজান, ৩:১৬৯৪, ক্রমিক : ৬১৫৩
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪:৩৯৮
৪. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ১৩:১২২, ক্রমিক : ৫৮০৬
৫. তায়ালুসী, আল-মুসনাদ, ০১:৭০, ক্রমিক : ৫১৮
৬. হুমায়দী, আল-মুসনাদ, ২:৩২১, ক্রমিক : ৭৩৪
৭. আবু য়া'লা, আল-মুসনাদ, ২:২৬৯, ক্রমিক : ৯৮১
৮. তিববানী, আল-মু'জামুল কবীর, ২:১৬৮, ক্রমিক : ১৬৮৭
৯. বায়হাকী, আস-সুনান, ৮:৩৩৯, ক্রমিক : ৩৯
১০. শায়বানী, আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৪:৪৪৯, ক্রমিক : ২৫০২

[২] বুখারী আস-সাহীহ, কিতাবুল ইসতীয়জান, ইজা কালা মানজা, ৫:২৩০৬, ক্রমিক : ৫৮৯৬

ওয়াসাল্লাম অন্যের গৃহে উঁকি দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ এটা দ্বারা অনুমতি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি কোন লোক এভাবে উঁকি মারে আর গৃহকর্তা তাকে শাস্তি দিতে ভিতর থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, যার দ্বারা যে উঁকি মারছে তার চোখ ক্ষত হবে অথবা অন্য কোন আঘাত লাগতে পারে, তখন গৃহকর্তার কোন দোষ দেয়া যাবে না এবং উঁকি মারার কারণে দণ্ডও নিতে পারবে না।[১]

কারো গৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার এই সাধারণ নির্দেশের পর বলেছেন যে, কারো ঘর থেকে কোন জিনিষ চাইলে তোমাদের কর্তব্য হবে যে, পর্দার আড়াল হয়ে চাওয়া। তাহলে দুজনকে একে অন্যের সম্মুখ হতে হবে না; এটা আদর্শিকভাবে উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:٥٣]

অর্থ : "আর যখন তোমরা মহিলাদের থেকে কোন জিনিষ চাও তাহলে তাদের থেকে সেটা পর্দার আড়ালে থেকে চাও। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য আর তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ হবে।"[২]

মহিলাদের অধিকার, গোপনীয়তা, সতিত্ব এবং নিষ্কলুষতার সংরক্ষণের জন্য পর্দার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের মধ্যে নারীদেরকে আপন দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং আপন সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশকারী বিষয় গুলোকে প্রকাশ না করার শিক্ষা দিয়ে সে সামাজিক পবিত্রতার গোড়াপত্তন করা হয়েছে যা নারীজাতির গোপনীয়তা, সতিত্ব, এবং চারিত্রিক নির্মলতা সংরক্ষণ করার গ্যারান্টি দিতে পারে।

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ

[১] বুখারী- আস-সাহীহ, কিতাবুল ইসতিজান, মিন আজলিল বাসরে, ৫:২৩০৪ ক্রমিক : ৫৮৮৮
[২] আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:৫৩

غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:٣١]

অর্থ : "আর আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলুন যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখে, আর নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে রাখে। আর নিজেদের অলংকার এবং সৌন্দর্যকে যাতে প্রকাশ না করে, উক্ত অংশ ছাড়া যা থেকে নিজে প্রকাশ পায়, আর নিজেদের মাথায় জড়িয়ে দেয়া ওড়না বুক জুড়ে ঝুলিয়ে দেবে। আর নিজেদের সৌন্দর্যকে কারো কাছে প্রকাশ করবে না। অবশ্য নিজের স্বামী, পিতা, দাদা, নিজের পুত্র, নিজের স্বামীর পুত্র, নিজের ভাই, নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, নিজের বোনের পুত্র, নিজের মুসলিম বোন, নিজের অধিনস্ত দাসী, পুরুষত্বহীন চাকরদের, এমন বালক যারা বয়স স্বল্পতার কারণে মহিলাদের গোপন বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের সামনে প্রকাশ করতে দোষ নেই। আর পথ চলার সময় নিজের পা মাটিতে এমনভাবে আঘাত করবে না যাতে পায়ের ঝংকারে তার গোপন রাখা সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর। হে মুমিন! তোমরা যদি উপরিউক্ত বিষয় অনুযায়ী জীবন পরিচালনা কর তাহলে সফল হবে।"[১]

আরও ইরশাদ হচ্ছে

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٩]

অর্থ : "হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, আপনার কন্যাগণ এবং মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে বলুন যে, বাহির হওয়ার সময় যাতে নিজের ওড়না নিজের উপর জড়িয়ে নেয়; এটা দ্বারা তাদের চেনা যাবে যে, তারা পবিত্র, চরিত্রবান এবং স্বাধীন মহিলা; ফলে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করে কষ্ট দেবে না।"[২]

[১] আল-কুরআন, আন-নূর ২৪:৩১
[২] আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:৫৩

১.৩. শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অধিকার

ইসলামে শিক্ষার সূচনা اقْرَأْ অর্থাৎ 'তুমি পড়' বলে করা হয়েছে। আর শিক্ষাকে মানবতার মর্যাদা এবং প্রতিপালকের পরিচিতির ভিত্তি করা হয়েছে।

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق:١-٥]

অর্থ : "হে প্রিয়তম! নিজের প্রভুর নাম নিয়ে পড়ুন, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতিকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন; আপনার প্রভু মহিমান্বিত; যিনি কলম দ্বারা লেখা-পড়ার জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে এমন কিছু শিখিয়েছেন যা সে ইতিপূর্বে জানত না।"[১]

হুজুর নবী আকরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারী জাতির শিক্ষা-প্রশিক্ষণের এত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন যতটুকু পুরুষের জন্য করেছেন। ইসলামী সমাজে এটা কোনভাবে যথাযথ নয় যে, কোন মানুষ কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের চেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে তার শিক্ষা প্রশিক্ষণকে আড়াল করে রাখে। নবী করিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُعَلِّمُها فَيُحْسِنُ تَعْلِيمَهَا ، وَيُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ.

অর্থ : "যদি কোন মানুষের কাছে দাসী থাকে এবং সে তাকে শিক্ষা দেয়, সেটা উত্তম শিক্ষা হয়, তাকে বৈঠকে বসার শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেয় এবং সেটা উত্তম শিষ্টাচারিতা হয়, অতঃপর স্বাধীন করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য দু'টি পুরুস্কার রয়েছে।"[২]

অর্থাৎ একটি পুরুস্কার হলো এই বিষয়ের জন্য যে, সে তাকে উত্তম শিক্ষা দান করেছে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছে। আর দ্বিতীয় পুরুস্কার এই

[১] আল-কুরআন, আল-আলাক, ৯৬:১-৫

[২] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ, মান আসলামা, ৩:১০৯৬, ক্রমিক : ২৮৪৯
২. আবু আওয়ানা, আল-মুসনাদ, ০১:১০৩, ক্রমিক : ৬৮
৩. ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, ৩:১১৮, ক্রমিক : ১২৬৩০
৪. রুইয়ানী, আল-মুসনাদ, ১:৩০৭, ক্রমিক : ৪৫৮

বিষয়ের জন্য যে, সে তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করেছে; এভাবে সে তার সামাজিক মর্যাদা উন্নত করে দিয়েছে।

এটা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম যদি দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দ্বারা সুন্দর করাকে পুরস্কারযোগ্য স্বীকৃতি দেয়, তাহলে স্বাধীন মেয়ে ও ছেলেদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখাকে কিভাবে অনুমোদন করতে পারে। হুজুর নবী আকরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ইরশাদ করেছেন যে, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

অর্থ : "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ কিংবা মহিলা প্রত্যেকের উপর ফরজ।"[১]

আরেক স্থানে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সব রকমের বাছ-বিচার এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দূরিভূত করার লক্ষে অত্যন্ত অর্থবোধক বাক্যের মধ্যে বলেছেন,

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

অর্থ : জ্ঞান আর বিবেকের কথা মুমিনের হারানো সম্পদ, সুতরাং যেখানেই সেটা পাও সেখান থেকে তা অর্জন করার জন্য তারাই বেশি দাবিদার।[২]

[১] ১. সুনানে ইবনে মাজা, আস-সুনান, ফজলুল উলমা, ১:৮১, ক্রমিক : ২২৪
২. আবু য়া'লা, আল-মুসনাদ, ৫:২২৩, ক্রমিক : ২৮৩৭
৩. তিবরানী, আল-মু'জামুল কবীর, ১০:১৯৫, ক্রমিক : ১০৪৩৯
৪. তিবরানী, আল-আউছাত, ১:৮, ক্রমিক : ৯
৫. তিবরানী, আস-সাগীর, ১:৩৬, ক্রমিক : ২২
৬. আবু য়া'লা, আল-মু'জম, ০১:২৫৭, ক্রমিক : ৩২০
৭. শুয়াবুল ঈমান, ২:২০৩, ক্রমিক : ১৬৬৩
৮. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১:১১৯
৯. মুনজেরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১:৫২, ক্রমিক : ১০৯
১০. কিনানী, মিসবাহুয যুজাজাহ, ০১:৩০, ক্রমিক : ৮১

[২] ১. তিরমীজি, আস-সুনান, কিতাবুল ইলম, মা জা-আ ফী ফজলিল ফিকহে, ৫:৫১, ক্রমিক : ২৬৮৭
২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুল জুহাদে, আল-হিকমাত, ২:১৩৯৫, ক্রমিক : ৪১৬৯
৩. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নিক,৭:২৪০, ক্রমিক : ৩৫৬৮১
৪. রুয়ানী, আল-মুসনাদ, ১:৭৫, ক্রমিক : ৩৩
৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ৬:১৯০, ক্রমিক : ১১৮৫১
৬. শায়বানী, আল-আহদ ওয়াল মাসানী, ৩:২৬৪, ক্রমিক : ১৬৩৯
৭. দায়লামী, আল ফিরদাউস বিমাসুউরুলখিতাব, ২:১৫২, ক্রমিক : ২৭৭০
৮, আবু নায়িম ইসপাহানী, হুলয়িতুল আউলিয়া, ৩:৩৫৪

১.৪. উত্তম আচরণের অধিকার

হুজুর নবী আকরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামা মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন আর জীবনের স্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে মহিলাদের সাথে ক্ষমা, মার্জনা, কোমলতা ও স্নেহ মমতাপূর্ণ আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ».

অর্থাৎ : হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী পাঁজরের ন্যায়। যদি তা সোজা কর তাহলে ভেঙে যাবে। যদি যেভাবে আছে তা থেকে উপকৃত হতে চাও উপকৃত হওয়া যাবে; তার মধ্যে বক্রতা বিদ্যমান।[১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَه، وَإِنْ تَرَكْتَه لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

অর্থ : "হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ

৯. সুয়ুতী, শরহে সুনান ইবনে মাজা, ১:৩০৭, ক্রমিক : ৪১৬৯
১০. মুনাভী, ফয়জুল কদীর, ২:৫৪৫

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল নিকাহ, আল-মুদারাত মা'আন নিসায়ি, ৪:১৯৮৭, ক্রমিক : ০৪৮৮৯
২. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল রিদা', আল অসিয়াতু বিন নিসায়ি, ২:১০৯০, ক্রমিক : ১৪৬৮
৩. তিরমিজী আস-সুনান, কিতাবুল তালাক, মাজা-য়া ফি মাদা-রাতিন নিসায়ি, ৩:৪৯৩, ক্রমিক : ১১৮৮
৪.আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:৪২৮, ক্রমিক : ৯৫২১
৫.ইবনে হাব্বান, আস-সাহীহ, ৯:৪৮৭, ক্রমিক : ৪১৮৭
৬. দারমী, আস সুনান, ২:১৯৯, ক্রমিক : ২২২২
৭. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসাননিফ, ৪:১৯৭
৮. আবু আউয়ানাহ, আল-মসনাদ, ৩:১৪২, ক্রমিক : ৪৪৯৫
৯. তিবরানী, আল মু'জামুল আউসত, ১:১৭৮, ক্রমিক :৫৬৫
১০. হায়ছমী, মাজমাউস যাওয়ায়িদ, ৪:৩০৩, ক্রমিক : ৩০৪

তায়ালা আর কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছে সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, আর মহিলাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলে। কারণ তাদেরই পাঁজর থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সবচেয়ে উপরের পাঁজর সবচেয়ে বেশি বাঁকা হয়ে থাকে। যদি তোমরা তাকে সোজা করতে চেষ্টা কর তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর তার অবস্থার উপর ছেড়ে রাখলেও সব সময় বাকা থাকবেই। অতএব মহিলাদের বিষয়ে উত্তম আচরণ করার ব্যাপারে আমার নির্দেশ গ্রহণ করে নাও।"[১]

১.৫. মালিকানা এবং স্থাবর সম্পত্তির অধিকার

ইসলাম পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরকে ও মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে সে শুধু নিজে আয় করতে পারে না বরং উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হওয়া স্বত্বেও হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء:٣٢]

অর্থ : "পুরুষদের জন্য তার মধ্যে থেকে অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে। আর মহিলাদের জন্য তা থেকে অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে।"[২]

নারীর মালিকানার অধিকার তালাকের অবস্থায়ও অটুট থাকে। তালাকে রজয়ী (যে তালাকের পর স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে স্বামী-স্ত্রী রূপে পুনঃবসবাস করতে পারে) সম্বন্ধে ইবনে কুদামা লিখেছেন যে, যদি স্বামী এমন অসুস্থতায় আক্রান্ত যার মধ্যে জীবন সংকটাপন্ন হয়, এই অবস্থার মধ্যে সে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয়, অতঃপর ইদ্দত পালন করার মধ্যে সে রোগে স্বামী মারা যায়, তখন স্ত্রী সে স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি স্ত্রী মারা যায় তখন স্বামী তার উত্তারাধীকারী হবে না। এই অভিমতটি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু এবং হজরত উসমান (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।[৩]

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল নিকাহি, আল-অছাতু বিন নিছায়ি, ৫:১৯৮৭, ক্রমিক : ৪৮৯০
২. মুসলিম আস-ছাহীহ, কিতাবুল রিদায়ি, আল-আসিয়াতু বিন নিসায়ী, ২:১০৯১, ক্রমিক : ১৪৬৮
৩. ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ৪:১৯৭
৪. ইবনে রাহবীয়া, আল-মুসনাদ, ১:২৫০, ক্রমিক : ২১৪
৫. আবু য়া'লা, আল-মুসনাদ, ১১:৮৫, ক্রমিক : ৬২১৮
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:২৯৫, ক্রমিক : ১৪৪৯৯

[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৩২

[৩] ইবনে কুদামা, আলমুগনী, ৬:৩২৯

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহুর উক্তি হলো :

إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَتَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ يَرِثُهَا.

অর্থ : "স্বামী যদি নিজের অসুস্থ অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন স্ত্রী ইদ্দত পালনকালে তার উত্তরাধিকারী হবে কিন্তু স্বামী তার উত্তরাধিকারী হবে না।"[১]

তালাকে মুগল্লজা সম্বন্ধে কাজী শুরাই বর্ণনা করেন যে, উরওয়াতুল বারেকী হজরত উমর (রা.) হয়ে আমার কাছে আসলেন এবং ঐ লোক সম্বন্ধে বর্ণনা করেন, যে স্ত্রীকে অসুখ অবস্থার মধ্যে তিন তালাক দিয়েছে এবং বলেন যে, এ সম্বন্ধে হজরত উমর (রা.)-এর অভিমত হলো, ইদ্দত চলাকালীন এই ধরণের স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবে কিন্তু স্বামী তার ওয়ারিশ হবে না।[২]

১.৬. বিয়ের অবৈধতার অধিকার

ইসলামের আগে আরবের অংশিবাদীরা যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে সকল মহিলার সাথে বিয়ে জায়েজ মনে করত। পিতা মারা গেলে পরে পুত্র (সৎ) মাকে বিয়ে করে বসত। আল্লামা জাচ্ছাছ সৎ মার সাথে বিয়ে সম্বন্ধে লিখেছেন :

وَقَدْ كَانَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ مُسْتَفِيضًا شَائِعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ : "পিতার স্ত্রীর সাথে বিয়ে মুর্খতার যুগে ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল।"[৩]

ইসলাম নারীজাতির অধিকার নির্দেশ করতঃ কিছু আত্মীয়ের সাথে বিয়ে অবৈধ ঘোষণা করেছে, এর পূর্ণ তালিকা আল্লাহর ভাষায় পেশ করা হলো :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

[১] ১. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নিফ, ৭:৬৪, ক্রমিক : ১২২০১
২. ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নিফ, ৪:১৭১
৩. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:৩৬৩, ক্রমিক : ১৪৯০৮
৪. মালিক ইবনে আনাছ, আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা,৬:৩৮
৫. ইবনে হাযম, আল-মহল্লী, ১০:২১৯

[২] ১, ইবনে হাযম, আল-মহল্লী, ১০:২১৯-২২৮
২. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৮:৯৭

[৩] আহকামুল কুরআন ২:১৪৮

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

[النساء:٢٣]

অর্থ : "তোমাদের উপর তোমাদের মাতা, আর তোমাদের কন্যাগণ, আর তোমাদের বোনরা, আর তোমাদের ফুফিগণ, আর তোমাদের খালাগণ, আর ভ্রাতৃকন্যা, আর তোমাদের বোনের কন্যা, আর তোমাদের সে সকল মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধ বোন, আর তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণকে বিয়ে করাকে হারাম করা হয়েছে। আর তোমাদের কোলে পালিত সে কন্যারা যারা তোমাদের ওই স্ত্রীদের গর্ভ থেকে হয়েছে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদেরকেও বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। অতঃপর যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না কর তাহলে তাদের মেয়েকে বিয়ে করা তোমার উপর ক্ষতিকর নয়। আর তোমাদের ওই সকল পুত্রদের স্ত্রী তোমাদের ওপর হারাম যা তোমাদের পেট থেকে হয়েছে। আর দুই বোনকে এক সাথে বিয়ে করাও হারাম, অবশ্য অন্ধকার যুগে যা হয়েছে তা অতিবাহিত হয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"[১]

২. নারীর পারিবারিক অধিকার

২.১. মা হিসাবে অধিকার

হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, সবচেয়ে অধিক উত্তম ব্যবহারের যোগ্য হলেন মা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ «أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ «ثُمَّ أَبُوكَ».

অর্থ : "হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, একজন লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে, হে আল্লাহর রাসুল! আমার উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত কে? তিনি বলেন, তোমার মা। পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কে? বললেন, তোমার

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:২৩

মা। পুনঃজানতে চাইলেন, তারপর কে? বললেন, তোমার মা। পুনঃজিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? বললেন, তোমার পিতা।"[১]

২.২. কন্যা হিসাবে অধিকার

যে সমাজে কন্যার জন্মকে অপমান আর অসম্মানের কারণ মনে করা হতো সেখানে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কন্যা সন্তানকে সম্মান আর মর্যাদার আসন দান করেছেন। ইসলাম শুধু সামাজিক এবং পারিবারিক সম্মানের উপর নারী জাতিকে অধিষ্ঠিত করে নি বরং তাকে উত্তরাধিকারী হওয়ার উপযুক্তও করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্রের জন্য দুই কন্যার সমান অংশ থাকবে।"[২]

আর যদি শুধু কন্যাই হয়, দুইজন কিংবা দুইজনের চেয়ে বেশী, তখন তাদের জন্য উক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ থাকবে। আর যদি সে একাই হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেকাংশ থাকবে।

পবিত্র কুরআন কন্যা জন্মের কারণে চিন্তিত এবং রাগান্বিত হওয়াকে অন্ধকার যুগের প্রথা এবং মানবতার অপমান ঘোষণাপূর্বক এর নিন্দা জ্ঞাপন করে ইরশাদ করেছে,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل:٥٨-٥٩]

---

[১] ১. বুখারী, আস সাহিহ, কিতাবুল আদব, মান আহাককুন না-ছে, ৫:২২২৭ ক্রমিক : ৫৬২৬
২. মুসলিম, আস-সাহিহ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাতি, বিরকুল ওয়ালিদাইনে, ৪:১৭৮৪, ক্রমিক : ২৫৪৮
৩. ইবনে রাহবিয়া, আল-মুসনাদ, ১:২১৬, ক্রমিক : ১৭২
৪. মুনজেরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩:২২০, ক্রমিক : ৩৭৬৬
৫. আল-হুসায়নী, আল বয়ান ওয়াত তা'রিফ, ১:১৭১, ক্রমিক : ৪৪৭
৬. কিনানি, মিসবাহুজ যুজাজাতি, ৪:৯৮, ক্রমিক : ১২৭৮

[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১১

অর্থ : "আর যখন তাদের থেকে কাউকে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সু-সংবাদ শুনানো হতো তখন তাদের মুখমন্ডল কালো হয়ে যেত এবং তারা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠত। এই খবরকে তারা সাধারণ মানুষ থেকে গোপন রাখত। নিজস্ব ধারণায় এটা তাদের জন্য মন্দ খবর। তাই তারা আফসোস করে করে বলত; আহ! অসম্মান আর অপমান নিয়ে এই কন্যাকে জীবিত রাখা হবে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। সাবধান! এটা অত্যন্ত জঘন্য সিদ্ধান্ত যেটা তারা গ্রহণ করেছে।"[১]

মুর্খতার যুগে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এই কুপ্রথার চির অবসান করেছে।

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء:٣١]

"আর তোমরা নিজের সন্তানকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি আর তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা বড় অপরাধ।"[২]

২.৩. বোন হিসাবে অধিকার

পবিত্র কুরআনের মধ্যে যেখানে নারীর অন্যান্য সামাজিক এবং পারিবারিক মানমর্যাদার অধিকারসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেখানে বোন হিসাবেও তার অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বোন হিসাবে নারীর ওয়ারিশ স্বত্বের বর্ণনা করত পবিত্র কুরআন ইরশাদ করছে

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء:١٢]

অর্থ : "আর যদি কোন এমন পুরুষ অথবা মহিলার উত্তরাধীকারী স্বত্ব বন্টন করা হচেছ যার মা-বাপ নেই, সন্তানও নেই, আর তার মায়ের দিক থেকে একজন ভাই অথবা বোন থাকে, তখন তাদের উভয়জন থেকে প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ থাকবে। অতঃপর যদি তার ভাই-বোন একের অধিক হয় তখন

---

[১] আল-কুরআন, আন-নাহল, ১৬:৫৮-৫৯

[২] আল-কুরআন, বনী ইসরায়ীল ১৭:৩১

সবাই এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশিদার হবে। এই বন্টন ও উক্ত অসিয়তের পরে হবে যা ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি পৌছানো ছাড়া করা হয়েছে অথবা ঋণ শোধ করার পর হয়েছে।"[১]

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء:١٧٦]

অর্থ : "তারা আপনার থেকে নির্দেশ চাচ্ছে; আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহর (নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন) ওয়ারিশ হওয়া বিষয়ে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোন এমন লোক মারা যায়, যারা নি:সন্তান কিন্তু তার বোন থাকে, তাহলে তার জন্য এই সম্পদের অর্ধেকাংশ থাকবে যা সে রেখে গিয়েছে। আর যদি তার বিপরীত বোন কালালাহ হয় তখন সে মারা যাওয়ার অবস্থায় তার ভাই সে বোনের পরিপূর্ণ ওয়ারিশ হবে, যদি সে বোনের কোন সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি কালালাহ ভায়ের মৃত্যু হলে তখন যদি দুইজন বোন ওয়ারিশ হয় তাহলে তাদের জন্য সে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ থাকবে যা সে রেখে গিয়েছে। আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন পুরুষ, মহিলা থাকে তাহলে পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার সমান থাকবে।"[২]

২.৪. স্ত্রী হিসাবে অধিকার

পবিত্র কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মানব বংশধারার ধারাবাহিকতা এবং স্থায়িত্বের জন্য দাম্পত্য জীবন এবং বংশীয় আত্মীয়কে তার নেয়ামত ঘোষণা করেছেন,

﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل:٧٢]

অর্থ : "আর আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য সন্তান আর পৌত্র সৃষ্টি

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৬
[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৭৬

করেছেন। আর তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তারপরও বাস্তবকে ত্যাগ করে মিথ্যাকে বিশ্বাস করছ? অথচ আল্লাহর নেয়ামতকে তারা অস্বীকার করছে।"[১]

অন্যত্র স্ত্রীদের আত্মীয়ের গুরুত্ব আর তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة:١٨٧]

অর্থ : "তোমাদের জন্য রোজার রাত গুলোতে নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়াকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ। আল্লাহর জানা আছে যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে খেয়ানত করতে। সুতরাং তিনি তোমাদের অবস্থার উপর দয়া করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন রোজার রাতগুলোতে তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে। আর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন তা তালাশ কর। আর পানাহার করতে থাক, যে পর্যন্ত তোমাদের কাছে সকালের শুভ্রতা রাতের অন্ধকার থেকে আলাদা হয়ে দৃশ্যমান হয়। অতঃপর রোজা রাত পর্যন্ত অব্যাহত রাখ। আর মসজিদে এ'তেকাফ থাকা কালিন স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করো না। এটা আল্লাহর প্রতিষ্ঠা করা সীমা, সুতরাং এটা লঙ্ঘন করার কাছে যেও না। এইভাবে মানুষের জন্য তার নিদর্শনকে তিনি স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন, যাতে তারা খোদাভীরুতা অবলম্বন করে।"[২]

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

[১] আল-কুরআন, আন-নাহল, ১৬:৭২
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:১৮৭

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:٢٢٨]

অর্থ : "আর তালাক প্রদত্ত মহিলারা নিজেরা নিজেদেরকে তিন স্রাব পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে। আর তাদের জন্য অনুমতি নেই যে, তারা তা গোপন রাখবে যা আল্লাহ তাদের জরায়ুর মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যদি তারা আল্লাহর উপর আর কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীদের তাদেরকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে আনার অধিকার বেশী, যদি সে সংশোধনের ইচ্ছা করে। আর আইন অনুযায়ী মহিলাদেরও পুরুষদের উপর সে রকমের অধিকার আছে যেরকম পুরুষদের অধিকার স্ত্রীদের উপর রয়েছে। অবশ্য স্ত্রীদের উপর পুরুষদের অধিকতর অধিকার রয়েছে। আর আল্লাহ মাহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[১]

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]

অর্থ : "আর তোমাদের জন্য এই সম্পদের অর্ধেকাংশ রয়েছে যা তোমাদের স্ত্রীরা রেখে গিয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো তাদের কোন সন্তান থাকবে না। অতঃপর যদি তাদের সন্তান হয় তাহলে তোমাদের জন্য তাদের সম্পদ থেকে চর্তুথাংশ থাকবে; তাও এই অসিয়ত পূরণ করার পর যা তারা করেছে, অথবা ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চর্তুয়াংশ থাকবে, কিন্তু শর্ত হলো- তোমাদের কোন সন্তান থাকবে না। অতঃপর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য তোমাদের সম্পদের অষ্টমাংশ থাকবে; তোমাদের এই সম্পদ সম্পর্কে কৃত অসিয়ত পূরণ এবং তোমাদের কর্জশোধ করার পর।"[২]

পবিত্র কুরআনেরই শিক্ষাসমূহের কার্যকর আবেদন ছিল যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২২৮
[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ. قَالَ : «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

অর্থ : "ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আবেদন পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নাম অমুক অমুক জিহাদের মধ্যে লিখা হয়েছে। আর আমার স্ত্রী হজ্ব করতে যাচ্ছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আপনি ফিরে যান এবং আপনার স্ত্রীর সাথে হজ্ব করুন।"[১]

এই শিক্ষার উপর সাহাবাগণ জীবন পরিচালনা করেন,

عَنْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

অর্থ : "যায়িদ ইবনে আসলাম নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করছেন যে, পবিত্র মক্কার সফরের মধ্যে তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সাথে ছিলেন। তাঁর নিকট তার মুহতরমা স্ত্রী হজরত সুফিয়াহ বিনতে আবু উবায়িদ সম্বন্ধে খবর পৌঁছে যে, তিনি খুবই অসুস্থ। তখন তিনি চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আর মাগরিবের পর যখন পশ্চিমাকাশের লাল রেখা অদৃশ্য হয়ে যায় তখন বাহন থেকে অবতরণ করেন আর মাগরিবের নামায আদায় করে ইশার নামাযও সাথে যুক্ত করে আদায় করে নেন। আর বলেন যে, আমি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, যখন সফর অতিক্রম করতে তার বিলম্ব হতো তখন মাগরিবের মধ্যে দেরী করে মাগরিব আর ইশা'কে সমন্বয় করে ফেলতেন।"[২]

---

[১] বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল ইমামিন নাসা, ৩:১১১৪, ক্রমিক : ২৮৭৬
[২] বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল জিহাদ, মান ইকতাতাবা ফী জায়শিন, ৩:১০৯৪, ক্রমিক : ২৮৪৪
[৩] মুসলিম, আস-সাহিহ, কিতাবুল হজ্ব, সফরুল মারআতি মা' মুহাররামিন, ২:৯৭৮ ক্রমিক : ১৩৪১
[৪] ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ৯:৪২, ক্রমিক : ৩৭৫৭
[৫] ইবনে খুযাইমা, আস-সাহিহ, ৪:১৩৭, ক্রমিক : ২৫২৯
[৬] তবরানী, আল-মু'জমুল কাবীর, ১১:৪২৪-৪২৫ ক্রমিক : ১১২০১, ১২২০৫
[৭] বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল হজ্ব, আসসা-ফিরু ইজা জাদ্দা বিহি, ২:৬০৯, ক্রমিক : ১৭১১

৩. মহিলাদের দাম্পত্য অধিকার

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে মহিলাদের দাম্পত্য অধিকার উপস্থাপন করা হলো,

৩.১. বিয়ের অধিকার :

ইসলামের পূর্বে মহিলাদেরকে পুরুষের মালিকানাধীন মনে করা হতো। এবং তাদের বিয়ের অধিকার ছিল না। ইসলাম মহিলাদেরকে বিয়ের অধিকার দিয়েছে। যারা অনাথ, দাসী এবং তালাক প্রাপ্তা হয় তারা শরিয়ত নির্ধারিত মূলনীতি এবং আইনের মধ্যে থেকে তাদেরকে বিয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٣٢]

অর্থ : "আর যখন তোমরা মহিলাদেরকে তালাক দাও এবং সে তার ইদ্দত পূরণ করে তাহলে যখন সে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর রাজি হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিয়েতে বাঁধা দিওনা।"[১]

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة:٢٣٤]

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্যে যে মারা যায় এবং স্ত্রী রেখে যায় তখন সে নিজেকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষার মধ্যে বেঁধে রাখবে। অতঃপর যখন সে নিজের ইদ্দত পূরণ করে ফেলবে তখন যা কিছু শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী নিজের ব্যাপারে করবে তোমাদের ওপর এই লেনদেনের মধ্যে কোনো জবাবদিহী হবে না। আর যা কিছু তোমরা করছ আল্লাহ সে সম্বন্ধে খুব ভালভাবে অবগত আছেন।"[২]

২. বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল জিহাদ, আস-সুরআতে ফিস সায়রে, ৩:১০৯৩, ক্রমিক : ২৮৩৮
৩. আসকালানী, ফতহুল বারি, ২:৫৭৩, ক্রমিক : ১০৪১
৪. মুবারক পুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩:১০২
[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২৩২
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২৩৪

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء:٤]

অর্থ : "আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশীমনে আদায় করে দাও। অতঃপর যদি সে এই মোহর থেকে কিছু তোমাদের জন্য নিজে খুশী মনে ফেরত দেয় তাহলে তা নিজের জন্য শোভন এবং সন্তুষ্টচিত্তে খেতে পার।"[১]

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:٣٢]

অর্থ : "আর তোমাদের মধ্যকার পুরুষ আর মহিলাদের মধ্যে থেকে তাদের বিয়ে দিয়ে দাও যারা দাম্পাত্য ছাড়া জীবন অতিবাহিত করছে। আর নিজেদের দাস-দাসীদেরকে উপযুক্ত করে বিয়ে করিয়ে দাও। যদি তারা অভাবী হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই জ্ঞানবান।"[২]

যদিও কতিপয় সামাজিক আর পারিবারিক কৌশল সামনে রেখে ইসলাম পুরুষদেরকে একাধিক বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়, সাম্য এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর এই অবস্থায় মধ্যে যদি পুরুষ একাধিক স্ত্রীদের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তাদেরকে একটিমাত্র বিয়ে করার শিক্ষা দিয়েছে।

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء:٣]

অর্থ : "আর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা অনাথ সম্বন্ধে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে এমন মেয়েদেরকে বিয়ে কর যারা তোমাদের ভালোলাগে এবং বৈধ হয়; দুইজন দুইজন, তিনজন তিনজন, চারজন চারজন (কিন্তু এই অনুমতি ন্যায় ও সাম্যের শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত)। অতঃপর যদি

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৪
[২] আল-কুরআন, আন-নুর, ২৪:৩২

তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবেনা তাহলে শুধু একটি মাত্র মেয়েকে বিয়ে কর, অথবা যে সকল দাসী শরিয়ত সম্মত উপায়ে তোমাদের মালিকানায় এসেছে। এই বিষয়টি তোমাদের ব্যাভিচার লিপ্ত না হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।"[১]

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

[النساء:١٢٩]

অর্থ : "আর তোমরা আদৌ এই কথার শক্তি রাখ না যে, একাধিক স্ত্রীদের মাঝে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পার, যদিও আপ্রাণ চেষ্টা কর। সুতরাং একজনের প্রতি সম্পূর্ণ মানসিকতার সাথে এমনভাবে ঝুঁকে যেও না, যাতে অপরজনকে মধ্যেবর্তী স্থানে ঝুলানো বস্তুর ন্যায় উপেক্ষা কর। আর যদি তোমরা সংশোধন করে নাও এবং অধিকার নষ্ট ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে থাক, তাহলে আল্লাহ বড় দানশীল, অত্যন্ত করুণাময়।"[২]

এই সকল বরকতমন্ডিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, ইসলামের অনুপ্রেরণা এক স্ত্রীর প্রতি। আর যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে সে গুলোকে সাম্য আর ন্যায়ের শর্তে শর্তযুক্ত করে দিয়েছে। পুরুষ তার সাধ্যমত সকল বিষয় যথা আহার, পোশাক, বাসস্থান, রাতযাপন এবং উত্তম জীবনাচরনের মধ্যে সাম্যতা রক্ষা করবে। সম্ভবত: একের অধিক বিয়ে করার বুরআনিক ফরমানটি নির্দেশ নয় বরং অনুমতি মাত্র। এটা কোন কোন সময় আবশ্যক হয়ে যায়। যুদ্ধ, নানা ঘটনা, চিকিৎসা, মানসিকতাসহ কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন– দাম্পত্য জীবন যদি একাধিক স্ত্রীর অভ্যস্ত হয় তখন সে সামাজিক সমস্যার শিকার হবে। যার বহু উদাহরণ বর্তমান সমাজের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবুও ইসলাম ন্যায়-নীতি ভিত্তিক একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে মাত্র।

ইসলামের শুভ আবির্ভাবের পূর্বে দশটি বিয়ে করার প্রথা ছিল এবং সব রকমের লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের ব্যাপকতা ছিল। সেগুলোকে ইসলাম অর্ধেক করে দিয়েছে। আর বিয়েকে শুধু চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে নারীর পবিত্রতা এবং সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করে রেখেছে।

---

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৩

[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২৯

৩.২. 'খিয়ারে বুলুগ' তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরবর্তী অধিকার

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে অভিভাবক কর্তৃক সম্পাদিত বিয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর রদ করে নেয়ার অধিকারকে 'খিয়ারে বুলুগ' বলা হয়। ইসলাম নারী জাতিকে সম্পত্তি উইলের অধিকার দান করতঃ খিয়ারে বুলুগের অধিকার দিয়েছে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) মতে, যদি কোন অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ের বিয়ে করিয়ে দেয়, তাহলে সে ছেলে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর খিয়ারে বুলুগের ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে।

যেভাবে প্রাপ্তবয়স্কা নারীর এই অধিকার রয়েছে যে, যদি অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া তার বিয়ের আয়োজন করে তাহলে নারী তার সে বিয়েকে গ্রহণ করা আর বাতিল ঘোষণা করার অধিকার সে সংরক্ষণ করে। এইভাবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ককেও যার বিয়া বাল্যকালে কোন অভিভাবক সম্পন্ন করেছে সেও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নারাজীর ভিত্তিতে 'খিয়ারে বুলুগ' ক্ষমতার অধিকারী।

খিয়ারে বুলুগের অধিকারের ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি বরকতময় হাদীস আছে যার মধ্যে কুদামা ইবনে মাযউনের ভাই আর-হযরত উসমান ইবনে মাযউনের কন্যার বিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সাথে দিয়েছিলেন। আর সে মেয়েটি বিয়ের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মেয়েটি হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ওই বিয়েকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهُمَا خَالاَيَ. قَالَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا. وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَيَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ

فَزَوَّجَتْهَا ابْنَ عَمِّهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلاَحِ وَلاَ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا خَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هِيَ يَتِيمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا». قَالَ فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

অর্থ "আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উসমান বিন মাজউন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে একজন মেয়ে রেখে যান। মেয়েটি খুওয়াইলা বিনতে হাকিম বিন উমাইয়া বিন হারেছা বিন আউকাসের গর্ভ থেকে হয়েছে। তিনি স্বীয় ভ্রাতা কুদামা বিন মাজউনকে তাঁর মেয়েটি সম্বন্ধে অসিয়ত করে যান। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন যে, এই দুইজন আমার খালু ছিলেন। আমি কুদামা বিন মাজউনকে উসমান বিন মাজউনের কন্যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছি। তিনি আমার বিয়ে তার সাথে দিয়েছেন। এর পর মুগিরা বিন শু'বাহ সে মেয়েটির মায়ের নিকট আসেন এবং তাকে সম্পদের প্রলোভন প্রদর্শন করেন। ফলে মহিলাটি তার প্রতি ঝুঁকে যায়। আর কন্যাও নিজের মায়ের ইচ্ছার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। কিছুদিন পর এরা দু'জনই অসম্মতি প্রকাশ করে বসে। এমন কি তাদের এ বিষয়টি রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থাপন করা হয়। কুদামাহ বিন মাজউন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটা আমার ভাইয়ের মেয়ে আর আমার ভাই আমাকে মেয়েটি সম্বন্ধে অসিয়ত করে যান। তাই, আমি তার বিয়ে তার মামাত ভাই আবদুল্লাহ বিন উমরের সাথে করিয়ে দিয়েছি। আমি তার কল্যাণ আর সমতার বিষয়ে কোন কিছু কৃপনতা করি নি । কিন্তু মেয়েটি তার মায়ের ইচ্ছার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ওপর রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে অনাথ মেয়ে। এই জন্য তার বিয়ে তার অনুমতি ব্যতিরেকে করা উচিত নয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, এর পর আমি তার মালিক হওয়ার বিতর্কের অবসান ঘটে আর তাকে মুগিরা বিয়ে করে ফেলে।"[১]

[১] ১. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:১৩০, ক্রমিক : ৬১৩৬
২. দারে কুতনী, আস-সুনান, ৩:২৩০
৩. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৭:১১৩, ১২০, ক্রমিক : ১৩৪৩৪, ১৩৪৭০
৪. হায়ছামী, মাজমাউস যাওয়ায়িদ, ৪:২৮০

অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এমন কথা অতিরিক্ত রয়েছে :

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ : «لاَ تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ».

অর্থ : "সুতরাং হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পৃথক হওয়ার নির্দেশ দেন আর বলেন, অনাথ কন্যাদেরকে তাদের অনুমতি ব্যতিত বিয়ে দেয়া উচিত নয়। তারপর সে যদি চুপ থাকে তাহলে সেটা হবে তার অনুমতি।"[১]

৩.৩. মোহরের অধিকার

ইসলাম নারীকে মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে। নারীর মালিক হওয়ার অধিকারের মধ্যে যৌতুক আর মোহরের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফ পুরুষদেরকে শুধু মহিলাদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক করে না বরং তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, যদি মোহর রূপে অঢেল সম্পদও দিয়ে দেয় তার পরও সেগুলো ফেরত নেবে না। কেননা, সেগুলো মহিলার মালিকানাধীন হয়ে গিয়েছে।

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء:٢٠]

অর্থ : "আর যদি তোমরা একজন স্ত্রীর পরিবর্তে আরেকজন স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তোমরা তাদেরকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে দাও, তারপরও তা থেকে কিছু ফেরত নিও না। তোমরা কী অপবাদ তালাশের মাধ্যমে আর উন্মুক্ত গুনাহ করে সে সম্পদ ফেরত নেবে।"[২]

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:٢٣٦]

অর্থ : "এই কথার মধ্যে কোন গুনাহ নেই যে, যদি তোমরা নিজেদের বিবাহিত স্ত্রীকে স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ করারও আগে

[১] বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:১২১
[২] আল-কুরআন, আন নিসা, ৪:২০

তালাক প্রদান করে তাহলে তাদের এই অবস্থার মধ্যে উপযুক্ত ব্যয় দিয়ে দাও। সামর্থবানদের ওপর তার উপযুক্ত মোতাবেক দেয়া প্রয়োজন। আর দরিদ্র ব্যক্তিদের ওপর তাদের যোগ্যতা মতে এ ব্যয় যথোপযুক্ত উপায়ে দেয়া হবে। এটা কল্যাণকামীদের উপর অপরিহার্য।[1]

৭.৪. স্ত্রী হিসাবে অধিকার

পূর্বেই উপর এই নারীর ও বর্তমান যে, সে যখনকার স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে বিলম্ব করে না। অন্ধকার যুগে প্রচলিত ছিল যে, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তখন স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কিরে কসম করে ফেলত, এটাকে ইলা বলা হয়। এইভাবে নারী কুলত অবস্থার মধ্যে থেকে যেত। তালাক প্রাপ্ত, বিধবা এবং বিপত্নীক কোনটাই হতো না এবং অন্য কোথাও বিয়েও করতে পারত না। এই অবস্থা ভাল নয়। কারণ যে বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন সেটাকে নিজের উপর অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার তার নেই। কুরআন বলছে,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة:٢٢٦]

অর্থ : "যে লোক নিজের স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম করে তার জন্য চার মাস সুযোগ রইবে। অতঃপর যদি সে এই সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে নেয় আর পরস্পরের মধ্যে আপোস করে ফেলে তাহলে আল্লাহ করুণা দ্বারা ক্ষমা করে দেবেন।"[2]

অর্থাৎ স্ত্রীর কোন ভুলের কারণে যদি তুমি কসম কর তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। আর যদি কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া এমনি কসম করে থাক তাহলে কসমের প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আন। আল্লাহ তোমাদের ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে দেবেন। যদি স্বামী চার মাস পর্যন্ত ফিরিয়ে না নেয় তাহলে কোন কোন ইসলামী আইনজ্ঞের মতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক পতিত হবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করছেন যে,

قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ،

[1] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২৩৬
[2] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২২৬

صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى».

অর্থ : "হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি সব সময় রোজা রাখ এবং রাত জেগে ইবাদত কর? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি এইরকম করতে থাক তাহলে তোমাদের চোখে গর্ত পড়ে যাবে এবং তোমাদের শরীর প্রাণহীন হয়ে পড়বে। তাই, প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখলে সব সময় রোজা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে। আরজ করলাম, আমি কিন্তু এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। তিনি উত্তর দিলেন, দাউদ আলায়হিস সালামের রোজা রাখ। তিনি একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।"[1]

ইবাদতের মধ্যে অধিক ব্যস্ততা স্ত্রীকে উপেক্ষা করার কারণ হতে পারে। যদি স্বামী দিনজুড়ে রোজা রাখে আর রাত ব্যপী নামায আদায় করে তাহলে স্পষ্টতঃ সে স্ত্রীর দাবী আদায় করতে অক্ষম। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই কারণে রোজার পর রোজা রাখতে বারণ করেছেন এবং বেশী থেকে বেশী 'সওমে দাউদী'-এর অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ একদিন রোজা রাখ আরেকদিন রেখো না।

এইভাবে ইবাদতেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার হুকুম দিয়েছেন :

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ

[1] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল সাওম, সওমে দাউদ, ২:২৯৮, ক্রমিক : ১৮৭৮
২. মুসলিম, আস-সাহিহ, কিতাবুল সাওম, নাহয়িউ আন সওমিদ দাহরি, ২:৮১৩, ক্রমিক : ১১৫৯
৩. তিরমিজী, আস-সুনান, কিতাবুস সওমে আন রাসুলিল্লাহি, মা জাআ ফী সারদিস সওমে, ৩:১৪০ ক্রমিক : ৭৭০
৪. দা-রমী, আস-সুনান, ২:৩৩, ক্রমিক : ১৭৫২
৫. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ৮:৩২৫, ক্রমিক : ২৫৯০-১৪:১১৮ ক্রমিক : ৬২২৬
৬. ইবনে খুজায়মাহ, আস-সাহিহ, ২:১৮১, ক্রমিক : ১১৪৫
৭. বায়হাকী, আস-সুনানুছ সুগরা, ১:৪৭৭, ক্রমিক : ৮৩৮
৮. হায়ছমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩:১৯৩
৯. ইবনে কাছির, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ৩:৫৩০

طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّى صَائِمٌ. قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ. فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ. قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «صَدَقَ سَلْمَانُ».

অর্থ : "হজরত আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত আবু দারদা (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। হজরত সালমান একদিন হজরত আবু দারদা (রা.)-এর গৃহে যান তথা দারদার মা'কে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। হজরত সালমান (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন, আপনার কী অবস্থা? দারদা'র মা বলতে লাগলেন, তোমার ভাই আবু দারদার নিকট দুনিয়ার প্রয়োজন নেই। ইত্যবসরে আবু দারদা চলে আসলেন। খাবার প্রস্তুত রাখা ছিল। তাই, তিনি বললেন, আপনি খেয়ে নিন। সালমান বললেন, আমি রোজা রেখেছি। আবু দারদা বললেন,যতক্ষন আপনি না খাবেন আমিও খাবনা। যখন রাত হয় এবং উভয়ে আহার গ্রহণ শেষ করেন তখন আবু দারদা নামাযের জন্য উঠতে যাচ্ছেন তখন সালমান বললেন, শুয়ে যান। অতঃপর আবু দারদা শুয়ে পড়লেন। রাত অতিবাহিত হচ্ছে। অতঃপর কোন একসময় তিনি জাগ্রত হন এবং নামায আদায়ের জন্য উঠতে যাচ্ছেন, তখন সালমান আবার বললেন, শুয়ে যাও। আবু দারদা আবার শুয়ে গেলেন। শেষরাতে সালমান বললেন,এখন উঠুন। তারপর উভয়ে উঠে নামায আদায় করলেন। অতঃপর সালমান বলতে লাগলেন আপনাদের প্রতিপালকের ও আপনাদের উপর অধিকার রয়েছে আর নিজের ওপরও নিজের অধিকার রয়েছে এবং গৃহবাসীর অধিকারও আপনার ওপর রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারের অধিকার আদায় করবে। দিনের বেলায় যখন আবু দারদা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতের উপস্থিত হন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াল্লাসাল্লামের সাথে এই সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি বললেন,সালমান সত্য বলেছে।"[১]

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুস সাওম, মান আকছামা অলা আখিহী, ২:৬৯৪, ক্রমিক : ১৮৬৭

এই ধরনের ঘটনা হযরত উসমান মাজউন (রা.) সম্বন্ধে বর্ণনা হয়েছে। হযরত উসমান খুবই ইবাদতকারী লোক ছিলেন। দুনিয়াবিমুখ জীবন যাপন করতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী খাউলা বিনতে হাকিম হজরত আয়শা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার নিকট আসেন। তখন তিনি দেখেন যে, মেয়েটি নারীসুলভ সবরকমের সাজগোছ এবং অলংকার থেকে মুক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? বললেন, আমার স্বামী দিনজুড়ে রোজা রাখেন আর রাত ব্যাপী নামায পড়েন। আমি সাজগোছ কার জন্য করব? যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন তখন হজরত আয়শা (রা.) ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন হুজুর আলায়হিস সালাম উসমানের নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন,

يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَفَمَا لَكَ فِىَّ أُسْوَةٌ.

অর্থ : "হে উসমান! আমাদের উপর বৈরাগ্যবাদের হুকুম হয়নি। আমার জীবানার্দশ তোমার পছন্দ হয়নি কী?"[১]

নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি অয়ালিহী ওয়াসাল্লাম এসম্বন্ধে সাহাবাগণকে বিশেষভাবে বলেছেন :

وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى.

অর্থ : "খোদার কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। এতদসত্ত্বেও রোজা রাখি ইফতারও করি। নামাযও আদায় করি ঘুমও যাই এবং মহিলাদেরকে বিয়েও করেছি,

২. তিরমীজী, আসসুনান, কিতাবুয জুহদে, মিনহু, ৪:৬০৮, ক্রমিক : ২৪১৩
৩. আবু য়ালা, আল-মুসনাদ, ২:১৯৩, ক্রমিক : ৮৯৮
৪. ওয়াছেতী, তারিখে ওয়াছিত, ১:২৩৩
৫. ইবনে আবদিল বার, আল-ইসতিয়াব, ২:৬৩৭
৬. যায়লিয়ী, নসবুর রা-য়িয়াহ, ২;৪৬৫

[১] ১.আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:২২৬, ক্রমিক : ২৫৯৩৫
২. ইবনে হাম্বল, আস-সাহিহ, ১:১৮৫, ক্রমিক : ৯
৩. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৬.১৬৮, ক্রমিক : ১০৩৭৫
৪. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৭:১৫০, ক্রমিক : ১২৫৯১
৫. তিবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯:৩৮, ক্রমিক : ৮৩১৯
৬. হায়সমী, মাওয়ারিদুজ জামআন, ১:৩১৩, ক্রমিক : ১৬৮৮
৭. ইবনে জুউযি, সাফওয়াতুস সাফওয়া, ১:৪৫২

সুতরাং যারা আমার এই আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা আমার আদর্শের উপর নেই।"[১]

এর সাথে সাথে মহিলাদেরও আদেশ দিয়েছেন যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা যাতে না রাখে। তিনি বলেছেন,

«لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

অর্থ : "নিজের স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোন মহিলা রোজা রাখবে না; হ্যাঁ! তার অনুমতি নিয়ে রাখা যাবে।"[২]

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামা স্ত্রীর অধিকারের গুরুত্বকে স্বীয় বরকতময় সুন্নাত দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, কোন যুদ্ধ কিংবা সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মাঝে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। যার নাম লটারীতে উঠে আসত তাঁকে নিয়ে যেতেন।[৩]

---

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুন নিকাহ, তারগীবুন নিকাহি, ৫:১৯৪৯, ক্রমিক : ৪৭৭৬
২. মুসলিম, আস-সহিহ, কিতাবুন নিকাহ, ইসতিহবাবুন নিকাহ, ২:১০২০, ক্রমিক : ১৪০১
৩. নছায়ী, আস-সুনান, কিতাবুন নিকাহ, আননাহইয়ু আনিত তাবাততুল, ৬:৬০, ক্রমিক : ৩২১৭০
৪. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ০১:১৯০, ক্রমিক : ১৪
৫. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ২:২০, ক্রমিক : ৩১৭
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:৭৭, ক্রমিক : ১৩২২৬
৭. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ২:১৫৮, ক্রমিক : ৬৪৭৮
৮. আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, মুসনাদ, ১:৩৯২, ক্রমিক : ১৩১৮
৯. বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান, ৪:৩৮১, ক্রমিক : ৫৩৭৭
১০. মুনজেরী, অত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩:৩০, ক্রমিক : ২৯৫৩
১১. দায়লমী, আল-ফিরদাউছ বিমা সুউরিল খিতাব, ৪:৩৫৮, ক্রমিক : ৭০৩০
১২. আসকালানী, ফতহুল বারী, ক্রমিক : ১০৫

[২] ১. বুখারী শরিফ , আসসাহীহ, কিতাবুস সাওম, সউমুল মারয়াতি, ৫:১৯৯৩, ক্রমিক : ৪৮৯৬
২. তিরমিজী, আল-জামিয়ুস সাহিহ, কিতাবুছ সউম, মা জায়া ফী কারাহিয়াত, ৩:১৫১, ক্রমিক : ৭৮২
৩. আবু দাউদ, আস সুনান, কিতাবুস সাওম, আল-মারআতু তাছমু, ২:২৩০, ক্রমিক : ২৪৫৮
৪. নসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ২:২৪৭, ক্রমিক : ৩২৮৯
৫. দারমী, আস-সুনান, ২:২১, ক্রমিক : ১৭২০
৬. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ৮:৩৩৯, ক্রমিক : ৩৫৭২
৭. ইবনে খুযাইমা, আস-সাহিহ, ৩"৩১৯-ক্রমিক : ২১৬৮
৮. হাকিম, আল-মুস্তাদরিক, ৪:১৯১, ক্রমিক : ৭৩২৯
৯. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৪:১৯২, ক্রমিক : ৭৬৩৯
১০. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩:২০০

[৩] বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল নিকাহ, আল-করআতু বায়নান নিসা, ৫:১৯৯৯, ক্রমিক : ৪৯১৩

এক রাত্রে হজরত উমর (রা.) তাঁর রুটিন অনুসারে শহরে ঘুরছিলেন। তখন তিনি জনৈক মহিলার মুখ থেকে এই কবিতাটি শুনছিলেন।

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِيْ كَوَاكِبِه

وَأَرَّقَنِى أَنْ لاَ ضَجِيعَ أُلاَعِبِه

فَوَاللهِ لَوْلاَ اللهُ تُخْشَى عَوَاقِبِه

لَزُحْزِحَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبِه

অর্থ : "এই রাত কী পরিমাণ দীর্ঘ হয়েছে, আর এর পার্শ্ব কী পরিমাণ ছোট হয়ে গিয়েছে আর আমি ক্রন্দন করছি। কারণ আমার স্বামী আমার পাশে নেই; আমি যাতে তার সাথে হেসে-খেলে আজকের রাতটি অতিবাহিত করতে পারি। খোদার কসম! খোদার ভয় যদি না হতো তাহলে এই আসনের খুঁটিগুলো ধাক্কা দিয়ে উল্টিয়ে দিতাম।"[১]

হজরত উমর (রা.) এই কথা শুনে আফসোস করলেন। খুব দ্রুত নিজের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হজরত হাফসাহ্ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় কন্যা! একজন মেয়ে স্বামী ছাড়া কতদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করতে পারেন? তিনি উত্তর দিলেন, "চার মাস"। এর পর হজরত উমর (রা.) এই মর্মে আদেশ জারী করলেন যে, কোন মানুষ চার মাসের অধিক সেনাবাহিনীর সাথে বাহিরে থাকতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে এই মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছে,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:٢٢٦]

অর্থ : "যে সকল মানুষ নিজেদের স্ত্রীর কাছে না যেতে কসম করে ফেলে, তাদের জন্য চার মাসের সময় দেয়া হবে। অতঃপর যদি তারা সে সময়ের মধ্যে ফেরত আসে এবং পরস্পরের সাথে মেলামেশা করে, তাহলে আল্লাহর করুণা দ্বারা মার্জনা করবেন।"[২]

সম্ভবত পবিত্র কুরআন এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, স্বামী আর স্ত্রী সর্বোচ্চ চার মাস পৃথক থাকতে পারবে; এর চেয়ে অতিরিক্ত পারবে না।

---

[১] সুয়ুতী, তারিখুল খুলাফা, ১৩৯
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২২৬

যদি তারা এই সময়ে সমঝোতা করে ফেলে তাহলে যথার্থ। এর অধিক সময় স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকা উভয়ের জন্য শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিকভাবে ক্ষতিকর। এটাই হজরত হাফসা (রা.)-এর উত্তরের উদ্দেশ্য। আর এই অনুযায়ী হজরত উমর (রা.) আদেশ জারী করেন।

৩.৫. তত্ত্বাবধানের অধিকার

পুরুষকে মহিলার যাবতীয় প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে তার আহার, পোষাক, বাসস্থান, অলঙ্কার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء:٣٤]

অর্থ : "পুরুষ মহিলাদের উপর রক্ষক এবং ব্যবস্থাপক। এই জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে কাউকে কারো উপর ফজিলত দিয়েছেন। আর এই জন্যও যে, পুরুষ তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে।"[১]

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:٢٣٣]

অর্থ : "আর মাতারা নিজেদের সন্তানকে দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবে। এই হুকুম তার জন্য যে দুধ পান করার মেয়াদ পূরণ করতে চায়। আর যে মা দুধ পান করিয়েছে তার পানাহার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব। আর মাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতি করা হয় না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে দোষী করা হবে না। আর ওয়ারিশদের ওপরও এই কথা প্রযোজ্য হবে। অতঃপর যদি পিতা-মাতা উভয়ই পরস্পর সন্তুষ্টি আর পরামর্শের মাধ্যমে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়াতে

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৩৪

ইচ্ছা করে তাহলে সেটা কোন অপরাধ হবে না। আর যদি তোমরা নিজের সন্তানকে ধাত্রী দিয়ে দুধ পান করাতে ইচ্ছা কর, তাহলেও তোমাদের ওপর কোন দোষ হবে না। যখন যা তোমরা নিয়ম মোতাবেক প্রদান কর সেগুলি আদায় করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এটা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় যা কিছু তোমরা করে থাক সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা খুব ভালভাবে জানেন।"[১]

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١]

অর্থ : "আর তালাক প্রাপ্তা মহিলাদেরকেও উপযুক্ত নিয়ম অনুযায়ী খরচ প্রদান করা হবে, এটা খোদাভিরুদের উপর ওয়াজিব।"[২]

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق:١]

অর্থ : "হে নবী! মুসলমানদেরকে বলুন, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, তবে তাদের পবিত্রতার সময়ের মধ্যে তাদেরকে তালাক দাও এবং মেয়াদ গণনা কর। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যিনি তোমাদের প্রতিপালক। আর তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বাহিরে বের করে দিও না এবং তারা নিজেরাও বাহির হবে না। অবশ্য তারা স্পষ্ট লজ্জাহীনতা করে বসলে বাহির করে দেয়া যাবে।"[৩]

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق:٦-٧]

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৩৩
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৪১
[৩] আল-কুরআন, আত-তালাক, ৬৫:১

অর্থ : "তোমরা এই সকল তালাক প্রাপ্তদেরকে ওখানেই রাখ যেখানে তোমরা নিজেরা প্রশস্ততার সাথে বসবাস কর এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, তাদের বাসস্থান সংকীর্ণ করে দেয়া দ্বারা। আর যদি সে গর্ভবতী হয় তাহলে তার জন্য ব্যয় করতে থাক, সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। অতঃপর সে যদি তোমার খাতিরে সন্তানকে দুধ পান করায় তাহলে তার বিনিময় আদায় করতে থাক, আর পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে উত্তম বিষয়ের পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর দুঃখ অনুভব কর তখন তাকে অন্য কোন মহিলা দুধ পান করাবে। স্বচ্ছল লোক তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে লোকের উপর তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে, সে তার জীবিকা থেকে নুন্যতম ব্যয় নির্বাহ করবে যা তাকে আল্লাহ দান করেছেন। আল্লাহ কোন মানুষকে বাধ্য করেন না, হাঁ, সে পরিমাণ যেটুকু তাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর অভাবের পর স্বচ্ছলতা দান করবেন।"[১]

১. হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাদীসের মধ্যে মহিলার সে অধিকারের প্রতি যত্ন নেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ : "মহিলাদের বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত রূপে নিজেদের অধীনস্থ করেছ। আর আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া শব্দ দ্বারা তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ। তাদের উপর অধিকার এই যে, সে যাতে কোন পুরুষকে তোমাদের বিছানায় আসতে না দেয়। কারণ এটা তোমরা অপছন্দ কর। যদি সে তা করে তাহলে তোমরা তাকে এমন শাস্তি দাও যাতে তার শরীরে আঘাত না লাগে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদেরকে আইন অনুযায়ী আহার এবং পোশাকের ব্যবস্থা করবে।"[২]

---

[১] আল-কুরআন, আত-তালাক, ৬৫:৬-৭

[২] ১. মুসলিম, আস-সাহিহ, কিতাবুল হজ্ব, হজ্জাতুন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওসাল্লাম, ২:৮৮৯, ক্রমিক : ১২১৮

২. হাকিম বিন মুয়াবিয়া (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করছেন,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ».

অর্থ : "একজন লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল! স্বামীর ওপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, যখন নিজে পরিধান করবে,তাকে ও পরিধান করাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। তাকে খারাপ ভাষায় গাল মন্দ করবে না। ঘর ছাড়া অন্য কোথাও একাকি ফেলে রাখবে না।"[১]

---

২. ইবনে মাজা, আস সুনান, কিতাবুল মানাসিক, হজ্জতু রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওসাল্লাম, ২:১০২৫, ক্রমিক : ৩০৭৪
৩. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ৪:৩১১-৭:২৫৭
৪. দারমী, আস-সুনান, ২:৬৯, ক্রমিক : ১৮৫০
৫. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৩:৩৩৬, ক্রমিক : ১৪৭০৬
৬. আবদ ইবনে হুমায়দ, আল-মুসনাদ, ১:৩৪৩, ক্রমিক : ১১৩৫
৭. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৭:১৪৪, ক্রমিক : ১৩৬০১
৮. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৭:২৯৬, ক্রমিক : ১৪৫০২
৯. ইবনে কাছীর, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ১:২৭২
১০. ইবনে হাযম, আল-মহল্লী, ৯:৫১০-১০:৭২
১১. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ৩:২০৩
১২. উনদুলুছী, হুজ্জাতুল বিদা, ১:১৬৯, ক্রমিক : ৯২
১৩. মুহাম্মদ ইবনে ইছহাক, আখবারে মক্কাহ, ৩:১২৭, ক্রমিক : ১৮৯১
১৪. আবু নায়ীম, আল-মুছনাদ, ৩:৩১৮, ক্রমিক : ২৮২৮
১৫. আবু তায়য়িব, অউনুল মা'বুদ, ৫:২৬৩
১৬. ইবনে হাব্বান, আছ-ছিকাত, ২:১২৮
১৭. উনদুলুছী, তুহফাতুল মুহতাজ, ২:১৬১

[১] ১. ইবনে মাজা, আসসুনান, কিতাবুল নিকাহ, হকুকুল মারআতি, ১:৫৯৩, ক্রমিক : ১৮৫০
২. আবু দাউদ, আস সুনান, কিতাবুল নিকাহ, ফি হাক্কিল মারআতি, ২:২৪৪, ক্রমিক : ২১৪২
৩. তিরমিজি আল-জামিয়ুস সহিহ, কিতাবুর রিদায়ি, মাজা ফী হাক্কিল মারআতি, ৩:৪৬৬, ক্রমিক : ১১৬২
৪. নছায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ৫:৩৭৩, ক্রমিক : ১৯৭১
৫. নছায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ৬:৩২৩, ক্রমিক : ১১১০২
৬. ইবনে হাব্বান, আস সাহিহ, ৯: ৪৮২, ক্রমিক : ৪১৭৫
৭. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৭:২৯৫

৩. হজরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা কর্তৃক নিজের স্বামীর কৃপণতার অভিযোগ করার কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

অর্থ : "তুমি আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পার যা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের নিয়ে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে যথেষ্ট হয়।"[১]

যদি স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় খরচ প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব না হতো তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি অয়ালিহী ওয়াসাল্লামা তাকে আবু সুফিয়ানের অনুমতি ছাড়া সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি দিতেন না।

মুসলিম আইনজ্ঞগণ নারী জাতির অধিকার শুধু কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি বরং ইজমা এবং বিবেক বুদ্ধি দ্বারাও প্রমাণ করেছেন। যেমন– প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল্লামা কাসানী'র মতে,

"যেখানে ব্যয় নির্বাহ করার বিষয়টির বাধ্যবাধকতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, এই ধারাবাহিকতায় সমস্ত উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। আর স্বামীর উপর স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ ওয়াজিব হওয়ার বুদ্ধিভিত্তিক দলিল হলো এই যে, বিয়ের বন্ধন হলো স্বামীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বন্ধন যার অধিভুক্ত ব্যয় নির্বাহও তার দায়িত্বভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় এই যে, তার বিবাহ বন্ধনের স্বাদ স্বামী-ই লুট করছে, সুতরাং তার তত্ত্বাবধানও স্বামীর দায়িত্বে থাকা সমুচিত। যদি তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্বামীর উপর না বর্তায় আর সে নিজেও স্বামীর অধিকারের কারণে বাহিরে আয় রোজগার করতে না পারে তাহলে সে ধ্বংস

৮. হায়ছমী, মাওয়ারেদুজ জামআন, ৩১৩, ক্রমিক : ১২৮৬

[১] ১. বুখারী, আস সাহীহ, কিতাবুল নফকাত, ইজা লাম ইউন ফিকুর রাজুলু, ৫:২০৫২, ক্রমিক : ৫০৪৯
২. ইবনে মাজা ,আস সুনান, কিতাবুল তিজারাত, আততাগলিজ ফির রিবা, ২:৭৬৯, ক্রমিক : ২২৯৩
৩. দারমী, আস-সুনান, ২:২১১, ক্রমিক : ২২৫৯
৪. ইবনে রাহুইয়া, আল-মুসনাদ, ২:২২৪, ক্রমিক : ৭৩২
৫. আবু য়া'লা, আল-মুসনাদ, ৮:৯৮, ক্রমিক : ৪৬৩৬
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১০:২৭০, ক্রমিক : ২১৮৭
৭. ইবনে সা'দ, আত তাবকাতুল কুবরা, ৮:২৩৭
৮. ইবনে কদামাহ, আল-মুগনী, ৮:১৫৬-১৬১, ১০:২৭৬
৯. শউকানী, নায়লুল আউতার, ৭:১৩১

হয়ে যাবে। সুতরাং তার জন্য 'ব্যয় নির্বাহ' করা অবশ্যই স্বামীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বিচারকদের যাবতীয় ব্যয় মুসলমানদের কোষাগার থেকে করা হয়। কারণ তাদেরকে মুসলমানদের বিচারিক কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, অন্য কোন মাধ্যম থেকে তারা আয় করতে পারেনা। তাই, তাদের সর্বপ্রকার ব্যয় কোষাগার থেকে নির্বাহ করা হয়। একইভাবে মহিলাদের ব্যয় নির্বাহের বিষয়টিও।"[১]

৩.৬. নির্ভরতার অধিকার

পুরুষের উপর নারীর আরো অধিকার হলো, পুরুষ সাংসারিক বিভিন্ন বিষয়ে নারীর উপর নির্ভর করবে। ঘরের কার্যক্রমের ব্যাপারে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে। স্বয়ং হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের আমল এই বিষয়ে এ-ই ছিল যে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ [التحريم:٣]

অর্থ : "আর যখন নবী মুকাররম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের এক স্ত্রীর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললেন অতঃপর যখন তিনি সে কথার উল্লেখ করে বসলেন এবং আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেটা প্রকাশ করে দিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম তাদের সে কথার কিছু অংশ সত্যায়ন করে দিলেন আর কিছু অংশ বলতে বিরত থাকলেন।"[২]

ঘরোয়া বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের গোপন বিষয়ের ধারক। কিন্তু স্ত্রী ভুলবশতঃ অথবা অজ্ঞতা দ্বারা যদি কোন অবিবেচক সুলভ কাজ করে বসে তখন পুরুষের উচিত হবে, সেটা প্রচার না করা, তাকে প্রকাশ্যভাবে গালমন্দ না করা, যার মাধ্যমে পরিবারে সে হালকা হয়ে যায়। স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণ করা পুরুষের প্রথম শ্রেণীর কর্তব্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে স্বয়ং স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা। স্ত্রী হালকা হয়ে গেলে তার সম্মান ও মর্যাদাও প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পুরুষের জন্য উচিত হবে যে, তার ভুল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেয়া। পবিত্র

[১] কাসানী, বদায়ুউস সানায়ি, ৪:৪৬
[২] আল-কুরআন, আত তাহরিম, ৩:৬৬

কুরআন স্ত্রী আর পুরুষের সম্পর্ককে একটি অত্যন্ত সুক্ষ্ম দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করেছে,

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ﴾ [البقرة:١٨٧]

অর্থ : "স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ভূষণ আর তোমরা তাদের জন্য ভূষণ।"[১]

আর ভূষণ সম্পর্কে অন্য এক জায়গায় বলেছেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف:٢٦]

অর্থ : "হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি যা তোমাদের দোষ আবৃত করছে এবং তোমাদের সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধনের মাধ্যম।"[২]

অর্থাৎ পুরুষ আর নারী একে অপরের দোষত্রুটি দূরিভূতকারী। পুরুষের কর্তব্য হলো যে, সে স্ত্রীর ভুলত্রুটির ওপর আবরণ ফেলবে। আর স্ত্রীর জন্য উচিত যে, সে পুরুষের দোষসমূহ প্রকাশ হতে দেবে না।

৩.৭. উত্তম আচরণের অধিকার

পারিবারিক জীবনের মধ্যে যেমন-পুরুষ আর স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রয়েছে, তেমনি অনেক দায়িত্বও আছে। প্রথমে পুরুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:١٩]

অর্থ : "স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সততা এবং ন্যায়পরায়নতার লক্ষ্য রাখ।"[৩]

ইসলামের আগে আরবের মধ্যে নারীর পারিবারিক জীবন নিতান্ত দয়া নির্ভর ছিল। সম্মান আর মর্যাদা দূরে থাক তাদেরকে পশুর চেয়ে অধিক স্থান দেয়া হতো না। হযরত উমর (রা.) বলেছেন যে,

إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ.

অর্থ : "আল্লাহর কসম! অন্ধকার যুগে আমাদের দৃষ্টিতে নারীর কোন অবস্থান ছিল না। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে যে বিধান অবতরণ করা উচিত তা

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৮৭
[২] আল-কুরআন, আল-আ'রাফ, ৭:২৬
[৩] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৯

করে দিয়েছেন আর যে অধিকার তাদের জন্য সাব্যস্থ করা ছিল তা করে দিয়েছেন।"[১]

এমন কী পশু আর অন্যান্য আসবাব পত্রের ন্যায় নারীজাতীকে বন্ধক রাখা হতো।[২]

তাদেরকে শুধু বন্ধকই রাখা হতো না বরং ক্রয়-বিক্রয়ও করা হতো। তারা শুধুমাত্র পুরুষের যৌন তাড়না নিবৃত্ত করার মাধ্যম ছিল। আর পুরুষের উপর তার দিক থেকে কোন দায়িত্ব অর্পন করা যেত না। ইসলাম বলেছে যে, মহিলাদেরও পুরুষের উপর এই ধরণের অধিকার রয়েছে যেভাবে পুরুষের অধিকার মহিলার উপর রয়েছে। আর তারা প্রত্যেক প্রকারের ন্যায়পরায়নতা ও উত্তম ব্যবহারের হকদার।

ইসলাম বিয়েকে একটি পারস্পরিক চুক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ইঙ্গিত করছে যে,

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء:٢١]

অর্থ : "আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।"[৩]

এই "দৃঢ় অঙ্গীকার"-এর ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় ভাষণে প্রদান করেছেন,

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ.

অর্থ : "নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে 'আমানত' স্বরূপ নিয়েছ।"[৪]

[১] ১. মুসলিম, আসসাহি, কিতাবুল নিকাহি, হুকমুল আযল, ২:১১০৮, ক্রমিক : ১৪৭৯
২. বুখারী, আস সাহিহ, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, তারতাগী মারদাতি, ৪:১৮৮৬, ক্রমিক : ৪৬২৯
৩. আবু আউয়ানাতা, আল-মুসনাদ, ৩:১৬৭
৪. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৮:৬৫৮, ক্রমিক : ৪৬২৯
৫. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৯:২৮১
[২] বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুর রিহন, রিহনুস সেলাহ, ২:৮৮৭, ক্রমিক : ২৩৭৩
[৩] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:২১
[৪] ১. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল মানাসিক, ছিফাতু হুজ্জাতিন নাবীয়্যা সাল্লাল্লাহু তায়ালা ওয়াসাল্লাম, ২:১৮৫, ক্রমিক : ১৯০৫
২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুল মানাসিক, হুজ্জতু রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ২:১০২৫, ক্রমিক : ৩০৭৪
৩. নসায়ী, আসসুনানুল কুবরা, ২:৪২১, ক্রমিক : ৪০০১

বস্তুতঃ বিয়েকে একটি 'আমানত' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেভাবে প্রত্যেক চুক্তির মধ্যে দুই পক্ষের কিছু অধিকার থাকে এবং এদের উপর কিছু দায়িত্ব, কর্তব্যও বর্তায় এইভাবে আমানতের অবস্থাও। কেননা, বিয়ে একটি চুক্তি এবং আমানত। এই জন্য স্ত্রীর উপর যেভাবে পুরুষের অধিকার রয়েছে সেভাবে পুরুষের উপরও স্ত্রীর কিছু প্রাপ্য রয়েছে। এই কারণেই সবার আগে স্ত্রীর সাথে ঘরোয়া জীবনে সততা এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সৎ আচরণের প্রতি জোর প্রদান করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি অয়ালিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ.

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে সেই ভাল, যে তার স্ত্রী-সন্তানের নিকট ভাল হয়।"[১]

৩.৮. কঠোরতা দ্বারা নিরাপত্তার অধিকার

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হলো, স্বামী তার স্ত্রীর উপর জুলুম এবং অন্যায় করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا﴾ [البقرة:٢٣١]

অর্থ : "আর তাদের ক্ষতি করা এবং নিপীড়ন করার জন্যে তাদেরকে আটক রেখো না। যে এই রকম করে সে নিজে নিজের প্রতি নিপীড়ন করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর ভেবো না।"[১]

---

৪. ইবনে খুজায়মা, আস-সাহিহ, ৪:২৫১, ক্রমিক : ২৮০৯
৫. দারমী, আস-সুনান, ২:৬৯, ক্রমিক : ১৮৫০
৬. আবদু বিন হামিদ, আল-মুসনাদ, ১:৩৪৩, ক্রমিক : ১১৩৫
৭. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৫:৮
৮. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৭:১৪৪, ২৯৫, ৩০৪
৯. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ৩:২০৩

[১] তিরমিজি, আল-জামিয়ু আসসাহিহ, কিতাবুল ওয়াল-মানাকিব, ফজলু আযওয়াজিন নবিয়্যী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহী ওয়া সাল্লামা, ৫:৯০৭, ক্রমিক : ৩৮৯৫
২. ইবনে মাজা, আসসুনান, কিতাবুল ফিকাহ, হুসনু মায়াশিরাতিন নিসা, ১:৬৩৬, ক্রমিক : ১৯৭৭
৩. ইবনে হাব্বান, আস-সাহিহ, ৯:৪৮৪, ক্রমিক : ৪১৭৭
৪. দারমী, আস-সুনান, ২:২১২, ক্রমিক : ২২৬০
৫. বাযযার, আল-মুসনাদ, ৩:১৯৭, ক্রমিক : ৯৭৪
৬. তিবরানী, আল-মু'জমুল কবীর, ১৯:৩৬৩, ক্রমিক : ৮৫৩
৭. কজায়ী, মুসনাদুশ শিহাব, ২:২২৭ ক্রমিক : ১২৪৩
৮. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৭:৪৬৮

এ আয়াতে এমন নির্দেশ সম্পর্কে বিবেচিত হবে, যেখানে বার বার তালাক দেয়, আর বার বার প্রত্যাবর্তন করে, সেটা থেকে বারন করা হয়েছে। এক শ্রেণীর স্বামী তার স্ত্রীকে হাস্যকর করতে চায়। তাই তাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে তালাক দিয়ে স্বাধীন করে দেয় না। বরং তালাক দেয়, আবার ফিরিয়ে নেয়, পুনরায় তালাক দেয়, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়ে নেয়। ফলাফল এমন হয় যে, স্ত্রী একটি স্থায়ী কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দৃশ্যতঃ এটা আল্লাহর বিধান এবং নির্দেশের প্রতি কৌতুক করা। এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, তাদের উপর নিপীড়ন এবং অত্যাচার করার জন্য আটক রেখোনা। এ বরকতমণ্ডিত আয়াতে একটি সাধারণ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে যেমন- 'নারীর প্রতি জুলুম এবং বাড়াবাড়ী করোনা।' জুলুম এবং বাড়াবাড়ি নির্দিষ্ট করা হয়নি। কারণ এটা শারীরিক যেমন হতে পারে, মানসিকও হতে পারে।

৩.৯. সন্তান লালন-পালনের অধিকার

মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য হয়েছে যে, সন্তান লালন-পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত হলো তার মা। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ আছে যে, পুত্র কিংবা কন্যার লালন-পালনের অধিকার তার মা'র জন্য কত বৎসর পর্যন্ত থাকবে। ইমাম আবু হানিফা'র মতে, যখন শিশু পানাহার, পোশাক পরিধান এবং পায়খানা-পেশাব নিজে নিজে করতে পারে তখন তার লালন-পালনের দায়িত্ব মা'র দায়িত্ব থেকে পিতার দায়িত্বে স্থানান্তরিত হয়। সন্তানের এই অবস্থায় পৌছার বয়স আল্লামা খাচ্ছাফ আট বছর বলেছেন। অবশ্য কন্যা সন্তান পালনের দায়িত্ব তার মা'র উপর প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত থাকে। এটা ইমাম আবু ইউসুফও বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদের মতে, যখন মেয়ে'র মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি প্রকাশ হয় তখন পর্যন্ত মা'র লালন-পালনের দায়িত্ব থাকে। হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমগণ ইমাম মুহাম্মদের অভিমতকে গ্রহণ করেছেন।[২]

সন্তান পালনের দায়িত্ব মা'র উপর থাকা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট কোন আয়াত নেই। কিন্তু 'ইকতিজাউন্ নস' হিসাবে ফকিহগণ "দুধ পান সম্বন্ধে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন। আর এটা হলো :

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২৩১
[২] ১. দামাদ আফেন্দী, মাজমাউল আনহার, ১:৪৮১, ৪৮২
২. কাসানী, বদায়িয়ুস সনায়ে, ৪:৪২
৩. ইবনে হুমাম, ফতহুল কদীর, ৩:৩১৬

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

[البقرة:٢٣٣]

অর্থ : "আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।"[১]

এটা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব মা'র উপর থাকে শিশু বয়স পর্যন্ত।

ফকিহগণ উক্ত আয়াত ছাড়াও নিম্নোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা এই বিষয়ে দলিল পেশ করেছেন,

১. যখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর বের হন, তখন হামযা'র মেয়ে তাঁর পিছু নেন; এবং ডাক দেন, চাচ্চু! চাচ্চু! তখন হজরত আলী (রা.) উক্ত মেয়েটির হাত ধরে ফেলেন এবং সাইয়্যিদাহ ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে বলেন, চাচার মেয়েটিকে নাও। তখন সায়য়িদাহ ফাতিমা মেয়েটিকে তুলে নেন। এই সম্বন্ধে হজরত যায়িদ, আলী এবং জাফর এর মাঝে ঝগড়া হয়। হজরত আলী বলেন, আমি তাকে নিয়ে নিয়েছি। কেননা, সে হলো আমার চাচার মেয়ে। আর জাফর বলেন, সে আমার চাচার মেয়ে আর তার খালাম্মা আমার স্ত্রী। যখন যায়িদ বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে, তখন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার খালার অনুকূলে সিদ্ধান্ত দিলেন এবং বললেন,

«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ».

অর্থ : "খালা মায়ের পর্যায়ভুক্ত।"[২]

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন আর বলেন,

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২৩৩

[২] ১. বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুস সুলহে, কায়ফা য়াকতুবু হাজা, ২:৯৬, ক্রমিক : ২৫৫২
২. বুখারী, আস-সাহিহ, কিতাবুল মাগাযী, উমরতুল কাজা, ৪:১৫৫১, ক্রমিক : ৪০০৫
৩. আবু দাউদ, আস সুনান, কিতাবুল তালাক, মান আহাককু বিল ওয়ালিদ, ২:২৮৪, ক্রমিক : ২২৮০
৪. নসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ৫:১২৭, ১৬৮, ক্রমিক : ৮৪৫৬, ৮৫৭৮
৫. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৮:৫-৬
৬. মুকাদ্দসী, আল-আহাদিসুল মুখতার, ২:৩৯২, ৩৯৩, ক্রমিক : ৭৭৯

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.

অর্থ : "হে আল্লাহর রাসুল! এ হলো আমার ছেলে। আমার উদর ছিল তার অবস্থানস্থল। আমার স্তন ছিল তার কলসী আর আমার কোল ছিল তার বিশ্রামস্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়ে দেয়। সে চাচ্ছে আমার নিকট থেকে ওকে নিয়ে নিতে।"

তার কথা শুনে রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

অর্থ : "তুমি তোমার পুত্রের অধিকারী, অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত।"[১]

৩. হজরত উমর (রা.) একজন আনসারী মহিলা উম্মে আছেমকে তালাক দেয়। আছেম তার নানীর অধীনে লালিত-পালিত হন। তার নানী হজরত আবু বকর (রা.)-এর দরবারে মামলা দায়ের করেন। শুনানীর পর হজরত আবু বকর (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন,

أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَعَ جَدَّتِهِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ ﷺ وَقَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ.

অর্থ : "ছেলেটি তার নানীর কাছে থাকবে, উমরকে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। আরো বললেন, এই শিশুর লালন-পালন করার জন্য তার নানী বেশি হকদার।"[২]

এক বর্ণনায় আছে যে, হজরত আবু বকর (রা.) উক্ত পুত্রের মা'র অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতঃপর বলেন যে, আমি রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি যে,

«لاَ تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا».

[১] ১. আবু দাউদ আস সুনান, কিতাবুত তালাক, নফকা, ২:২৮৩, ক্রমিক : ২২৭৬
২. আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:১৮২
৩. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৭:১৫৩, ক্রমিক : ২২৭
৪. দারে কুতনী, আস-সুনান, ৩:৩০৪-৩০৫
৫. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২:২২৫
৬. বায়হাকী, আস-সুনানুলকুবরা, ৮:৪-৫

[২] ১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৮:৫
২. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নফ, ৭:১৫৫, ক্রমিক : ১২৬০২

অর্থ : "মাকে তার সন্তান থেকে পৃথক করো না।"[১]

আবদুর রাহমান বিন আবি য়ানাদ মদিনাবাসী থেকে ফকিহগণের অভিমত উদ্ধৃত করছেন যে, হজরত আবু বকর (রা.) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালার মতের বিরুদ্ধে তার ছেলে আছেমের অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অর্থাৎ তার নানী তার লালন-পালন করবে, এভাবে আছেম প্রাপ্তবয়স্ক হন। আর আছেমের মা তখনও জীবিত ছিলেন এবং অন্য জনের বিয়েতে ছিল।[২]

আবু হোসাইন মরগিনানী হানাফি লিখেছেন যে,

وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا أَنْظَرَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِّيقُ ﷺ بِقَوْلِهِ : رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ.

অর্থ : "এই জন্য যে, মা সন্তানের ব্যাপারে অত্যন্ত স্নেহময়ী হন। তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের জন্য পুরুষের চেয়ে অধিকতর সক্ষমতা রাখেন। সে মমতার প্রতি সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাঁর এই কথার মধ্যে ইশারা করেছেন, হে উমর! শিশুর মা'য়ের মুখের লালা শিশুর জন্য তোমার মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট।"[৩]

আল্লামা মরগীনানি আরো লিখেছেন যে,

"পিতার চেয়ে মা এই জন্য বেশী মমতাময়ী হয়ে থাকেন যে, শিশু মায়ের শরীরের একটি অংশ। তাই, কোন কোন সময় কাচি দিয়ে কেটে শিশুকে মা থেকে আলাদা করা হয়। মহিলারা লালন-পালনে ব্যস্ত হওয়ার কারণে কোলে রাখার জন্য অধিক উপযুক্ততা রাখেন কিন্তু পিতা শুধুমাত্র অর্থ-সম্পদ বেশী আয় করতে পারেন।"

এইভাবে ইমাম শাফেয়ী দলিলের মধ্যে এই সকল হাদীস পেশ করেছেন আর মায়ের অগ্রগণ্যতার কারণ নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন,

فَلَمَّا كَانَ لَا يَعْقِلُ كَانَتْ أَوْلَى بِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ لِلْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَحْنَى عَلَيْهِ وَأَرَقُّ مِنَ الْأَبِ.

অর্থ : "শিশু যখন অবুঝ থাকে তখন তার প্রতিপালনের জন্য মাই বেশি হকদার। কেননা এটা শিশুর অধিকার।"[৪]

---

[১] বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৮:৫
[২] বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৮:৫
[৩] মরগীনানী, আল-হিদায়া, ২:৩৭
[৪] শাফিয়ী, আল-উম, ৮:২৩৫

ইবনে কুদামা হাম্বলী লিখেছেন,

الْأُمُّ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ، إِذَا طَلَّقَتْ ... وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُشَارِكُهَا فِي الْقُرْبِ إِلَّا أَبُوهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ شَفَقَتِهَا، وَلَا يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَأُمُّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ.

অর্থ : "শিশু আর নির্বোধের প্রতিপালনের জন্য তার মা-ই বেশী উপযুক্ত যখন তাকে তালাক দিয়ে দেয়া হয়। কারণ শিশুর জন্য বেশী স্নেহময়ী হলো মা। যদিও এই নিকটবর্তীতা এবং মায়া-মমতার মধ্যে পিতা ছাড়া তার সাথে অন্য কেহ শরিক হতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রকৃত বিষয় হলো, পিতাও মায়ের মত স্নেহশীল হয় না। আর নানী দাদীর চেয়ে উত্তম তো হবেই।"[১]

ইবনে কুদামা আরো লিখেছেন যে,

وَالْحَضَانَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِحَظِّ الْوَلَدِ، فَلَا تُشْرَعُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُهُ وَهَلَاكُ دِينِهِ.

অর্থ : "শিশুর প্রতিপালন তার উন্নতি এবং সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এমন কোন নিয়ম দ্বারা প্রতিপালন করা সঠিক হবে না যার ফলে শিশুর সত্ত্বা এবং ধর্ম নষ্ট হওয়ার আশংকা হয়।"[২]

৩.১০. বিচ্ছেদ হওয়ার অধিকার

যদি স্ত্রী নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে প্রশান্তিবোধ না করে আর স্বামীর দুশ্চরিত্রতা, প্রতারণা কিংবা তার দুর্বলতা দ্বারা অতিষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে অপছন্দ করে, এছাড়াও যদি তার ভয় হয় যে, আল্লাহর আইনের তোয়াক্কা করবে না, তাহলে সে স্বামীর সাথে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। সেটা কোন কিছুর বিনিময়ে হবে যা দ্বারা নিজের প্রাণ রক্ষা করবে। তার দলিল হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত :

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:٢٩٩]

---

[১] কিতাবুল মুগনী ৭:৬১৩-১৪
[২] কিতাবুল মুগনী ৭:৬১৩-১৪

অর্থ : "সুতরাং যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, আল্লাহর বিধান রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী স্বয়ং কিছু বিনিময় দিয়ে এই কষ্ট আর বন্ধন থেকে মুক্তি গ্রহণ করা তাদের জন্য কোন দোষ হবে না।"[১]

পবিত্র শরিয়ত তালাককে শুধুমাত্র স্বামীর অধিকারভুক্ত করে দিয়েছে। কারণ স্বামী-ই বিশেষভাবে যুগল জীবনের সম্পর্ক বহাল রাখতে উদগ্রীব থাকে। এ ছাড়াও স্ত্রীত্বের ভিত্তিতে স্বামী প্রচুর অর্থকড়িও ব্যয় করে। এই জন্য সে তালাক না দেয়াকে গুরুত্ব দেয়। কেননা, তালাক দিয়ে দিলে বিলম্বিত মোহর আর স্ত্রীর অন্যান্য আর্থিক পাওনাগুলো তৎক্ষণাৎ আদায় করে দিতে হবে। যেহেতু স্বামীর কোন আর্থিক পাওনা ফেরত দেয়া স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হয় না। এই কারণে শরিয়ত তালাকের ক্ষমতা শুধু পুরুষকে প্রদান করেছে। আর স্ত্রীর জন্য "অর্থের বিনিময়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার দিয়েছে, যাতে তার কাছেও আলাদা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে।

স্ত্রীর এই অধিকারকে পবিত্র হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ ﷺ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

অর্থ : "হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত ছাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন; হে আল্লাহর রাসুল! আমি কোন কথার উপর সাবিত ইবনে কায়েসের উপর অসন্তুষ্ট নই। তার চারিত্রিক বিষয়েও নই এবং তার ধর্ম বিশ্বাসেও নই। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে অকৃতজ্ঞ হওয়াকে অপছন্দ করছি। তখন হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই বাগান তাকে ফেরত দিতে চাচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাগান দিয়ে দাও আর তার থেকে তালাক গ্রহণ কর।"[২]

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২২৯

[২] বুখারী, আস সহিহ, কিতাবুত তালাক, আল-বুলা, ৫:২০২১, হাদিস : ৪৯৭১

তবুও যদি স্বামী সুস্থ হয় আর স্ত্রীর যাবতীয় অধিকার পুরণ করে তাহলে এই অবস্থায় 'বিনিময় দিয়ে বিয়ে বিচ্ছেদ' ঘটানো জায়েজ নেই। হজরত সাউবান রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

অর্থ : "যে মহিলা নিজের স্বামী থেকে বিনা কারণে তালাক চায়, তার উপর জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত হারাম।"[১]

'বিনিময় বিয়ে বিচ্ছেদ' এমন এক ক্ষমতা, যখন স্ত্রী সেটা গ্রহণ করে নেয় তখন সে নিজে নিজের মালিক হয়ে যায় এবং তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তার হাতে চলে আসে। কেননা, সে স্বামীর স্ত্রীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সম্পদ ব্যয় করেছে।

'বিনিময় বিয়ে বিচ্ছেদ'-কে স্ত্রীর জন্য পুরুষের অধীনস্থ থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করা হয়েছে। যখন সে নিজের স্বামীকে অপছন্দ করে এবং এক সাথে বসবাস করতে অনিহা প্রকাশ করে; তখন সে এটা প্রয়োগ করতে পারে। এটা স্ত্রীর নিকট থাকা একটি ক্ষমতা, যা তালাকের সমান। এটা প্রয়োগ করলে, স্বামী থেকে গ্রহণ করা মহর ফেরত দিতে হয়।

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক কিংবা "বিনিময় বিয়ে বিচ্ছেদ" সংঘটিত হয় :

১. বিয়ের সময় স্ত্রী নিজের জন্য তালাকের ক্ষমতা সংরক্ষণ করলে এবং স্বামীও এর ওপর একমত পোষণ করলে। এই শর্তকে ব্যবহার করা তার অধিকার।
২. স্বামীর সাথে দ্বন্দ্ব হওয়ার কারণে নিজের ওপর অবাধ্যতার দোষ চাপানোর আশংকা করলে।
৩. স্বামীর আচরণ খারাপ হলে। অর্থাৎ স্বামী যদি তার ওপর ধর্ম কিংবা প্রাণের ব্যাপারে জুলুম অব্যাহত রাখে, তখন স্ত্রী অর্থ সম্পদ দিয়ে তালাক গ্রহণ করতে পারবে। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة:٢٢٩]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৫:২৭৭, হাদিস : ২২৪৩৩

অর্থ : "অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, উভয়ই আল্লাহর আইনকে রক্ষা করতে পারবেনা, তাহলে এই অবস্থায় তাদের জন্য কোন গুনাহ নয় যে, স্ত্রী নিজেই কিছু বিনিময় দিয়ে এই দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তি গ্রহণ করবে।"[১]

ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) স্ত্রীর সাথে অনভিপ্রেত আচরণকারী স্বামীর জন্য তার মহর গ্রহণ করাও মাকরূহ মনে করেন। কেননা ইসলাম মানবতার ধর্ম। এটা স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করাকে গ্রহণ করে না। এমনকি যখন তাকে তালাক দিবে তখন তার থেকে আসবাবপত্রও নিবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء:٢٠]

অর্থ : "আর যখন তোমরা একজনের স্থানে দ্বিতীয় স্ত্রী আনার ইচ্ছা কর- আর তোমরা তাদের মধ্যে থেকে কাউকে স্বর্ণের অলঙ্কারও দিয়ে থাক তাহলে তার মধ্যে থেকে কিছু নিও না। আচ্ছা তোমরা এর অন্যায়ভাবে এবং স্পষ্ট জুলুম করে নিজের সম্পদ তার থেকে ফেরত নেবে কি।"[২]

৪. স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীসূলভ সম্পর্কের ওপর সক্ষম না হলে, স্ত্রী নিজের বিষয়টি আদালতে পেশ করবে। বিচারক স্বামীকে এক বৎসর সুযোগ দেবে, যাতে সে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে। এর পর যদি সে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা ফিরে না পায় এবং স্ত্রীও পৃথক হয়ে যেতে প্রার্থনা করে তাহলে বিচারক তাদের আলাদা করে দেবে।

৫. স্বামী যদি পাগল হয়ে যায় অথবা তার শ্বেত রোগ কিংবা কুষ্ট রোগ হয় তখন স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবে এবং আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করবে, আদালত আবেদন গ্রহণ করত পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেবে।[৩]

মোট কথা, মহিলাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম এমন নিরাপত্তা, সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছে, যার নজির অন্য কোন ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না।

---

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:২২৯
[২] আল-কুরআন, আননিসা, ৪:২০
[৩] মরগীনানী, আল-হিদায়াহ, ৩:২৬৮

৪. তালাকের পর নারীর অধিকার

ইসলামের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে তালাকের ক্ষমতা পুরুষের নিকট দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষমতাকে এই সময়েই ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে যখন তা ছাড়া কোন উপায় নেই। স্বর্বশেষ উপায় হিসাবে বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তালাককে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অপছন্দীয় কাজ বলা হয়েছে। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালার কাছে বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক।"[১]

নবী করিম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজরত মুয়াজ (রা.)-কে ইরশাদ করেছেন,

مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

অর্থ : "আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর বুকে কোন জিনিষ তালাকের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় সৃষ্টি করেন নেই।"[২]

যদি তালাকের ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া কোন উপায় না হয় তখন এই অবস্থার মধ্যে এই ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা মহিলাদেরকে কোনভাবেও কষ্টে পতিত করাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:٢٢٩]

অর্থ : "তালাক শুধু দুবার পর্যন্ত হয়। এর পর হয়তো স্ত্রীকে উত্তম পদ্ধতিতে স্ত্রীত্বের মধ্যে রেখে দিতে হবে অথবা কল্যাণের সাথে পৃথেক করে ফেলতে

---

[১] ১. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুত তালাক, কারাহিয়্যাতুত তালাক, ২:২৫৫, ক্রমিক : ২১৭৮
২. ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুত তালাক, হাদ্দাছনা সুওয়াইদ বিন সায়িদ, ১:৬৫৯, ক্রমিক : ২০১৮
[২] দারে কুতবী, আস-সুনান, ৪:৩৫

হবে। আর তোমাদের জন্য জায়েজ নেই যে, যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়ে ফেলেছ তা থেকে কিছু ফেরত নেবে। এটা ছাড়া যে, উভয়ের আশঙ্কা হবে যে, এখন স্ত্রীত্বের সম্পর্ক বহাল রেখে দুজনেই আল্লাহর আইন বহাল রাখতে পারবে না। সুতরাং এই অবস্থাতে তার উপর কোন দোষ হবে না যে, স্ত্রী স্বয়ং কিছু বিনিময় দিয়ে এই দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তি গ্রহণ করবে। আর যে লোক আল্লাহর সীমানাকে লঙ্ঘন করে সেই অত্যাচারী।"[১]

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١]

অর্থ : "আর তালাক দেয়া স্ত্রীদেরকেও উপযুক্ত উপায়ে খরচ দিতে হবে, এটা খোদাভীরুদের ওপর ওয়াজিব।"[২]

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء:٣٥]

অর্থ : "আর যদি তোমরা এই দুইজনের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে একজন বিচারক স্বামীর বংশধর থেকে আরেকজন বিচারক স্ত্রীর বংশধর থেকে নিয়োগ কর। যদি তারা উভয়ই মিমাংসার ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক জ্ঞানী এবং অধিক অবগত আছেন।"[৩]

যদিও তালাকের অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আবশ্যক করে দিয়েছেন :

৪.১. মোহরের অধিকার

শরিয়তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যেটা তালাকের সময় স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে সেটা হলো মোহর। অবশ্য সহবাস করার পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:٢٣٧]

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২.২২৯
[২] আল-কুরআন, ২:২৪১
[৩] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:৩৫

অর্থ : "যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, আর তাদের জন্য মোহর নির্ধারন করা হয়, তাহলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক তাদের দাও।"[১]

এইভাবে স্ত্রীকে ব্যয় এবং আসবাব দিতে হবে। ইসলামী শরিয়ত মহিলাদেরকে যখন তালাক দেয়া হয় তখন ব্যয় আর আসবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইমাম আহমদের অভিমত হলো যে, সব রকমের তালাক পাওয়াদের জন্য এটা অধিকার এবং এটা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। অনুরূপ অভিমত হজরত আলী, হাসান বসরী, সায়িদ বিন জুবাইর এবং আবু কালাবাহ যুহরী (রাহ.) প্রমুখের। তাঁদের দলিল হলো এই আয়ত :

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٢٤١]

অর্থ : "আর তালাক দেয়া স্ত্রীদের কেও উপযুক্ত উপায়ে খরচ দিতে হবে,এটা খোদাভীরুদের ওপর ওয়াজিব।"[২]

অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب:٢٨]

অর্থ : "হে মহাত্মা নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দুনিয়া আর এর সৌন্দর্য এবং সাজ-শোভা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের সম্পদ ও উপভোগ্য বস্তু প্রদান করব আর তোমাদেরকে উত্তম আচরণের সাথে বিদায় করে দেব।"[৩]

৪.২. উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে এই অধিকার দিয়েছে যে, তালাকের পর সে যতক্ষণ ইদ্দতের মধ্যে থাকবে, এর মধ্যে যদি তার স্বামী মারা যায় তখন তার সম্পদ থেকে অংশ পাবে, যেভাবে নিয়মিত স্ত্রীরা পায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) বলেন, যতক্ষণ সে বিয়ে না করে, ইদ্দতের পরেও সে স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবে। এই অভিমত কতিপয় সাহাবাগণ থেকেও বর্ণিত আছে। আর এর

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৩৭
[২] আল-কুরআন, ২:২৪১
[৩] আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:২৮

মধ্যে এও আছে যে, তালাক দেয়ার সময় স্বামী অসুস্থ হোক অথবা সুস্থ হোক। এটা এই জন্য যে, স্বামী এখনো তাকে ধরে রাখতে কিংবা ফেরত আনার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। আর সেও তার ইচ্ছা অনুযায়ী অভিভাবক এবং স্বামীদের উপস্থিতি ছাড়া এবং নতুন কোন মহর ব্যতিত ফিরে আসতে পারবে।

৪.৩. শিশুর সার্বিক তত্ত্বাবধানের অধিকার

শিশুর লালন-পালন, তার বিষয়সমূহের দেখাশোনার জন্য, তার সার্বিক তত্ত্বাবধান করাও স্ত্রীর অধিকার। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম শিশুর তত্ত্বাবধান করার অধিকার তার মাকে দান করেছেন। মায়ের পর শিশুর তত্ত্বাধানের অধিকার তার মায়ের মার ওপর কর্তব্য। অতঃপর পিতা, অতঃপর পিতার মায়ের কাছে যাবে। শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত তার মা। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

অর্থ : "আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন মহিলা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ হলো আমার সন্তান। আমার উদর তার পাত্র। আমার স্তন তার কলসি। আর আমার কোল তার বিশ্রাম স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে আমার থেকে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমিই এই সন্তানের অধিক অধিকারী, যতক্ষণ অন্য জায়গায় তোমার বিয়ে না হয়।"[১]

[১] ১. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুত তালাক, মান আহাক্কু বিল অলদ, ২:২৮৩, ক্রমিক : ২২৭৬
২. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:১৮২
৩. হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২:২২৫, ক্রমিক : ২৮৩০

৫. স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার

৫.১. উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম মহিলাদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার দান করতঃ উত্তারাধিকার স্বত্বের অধিকার দান করেছে। মহান প্রভুর ইরশাদ,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء:٧]

অর্থা : "পিতা মাতা আর আত্মীয়দের সম্পদের মধ্যে অল্প হোক কিংবা বেশী হোক পুত্রদের অংশ রয়েছে আর পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়দের সম্পদের মধ্যে অল্প হোক কিংবা বেশি কন্যাদেরও অংশ রয়েছে। আর এই অংশগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে।"[১]

অর্থাৎ আইনগত পদ্ধতির উপর পুত্র আর কন্যা উভয় উত্তরাধিকারীর মধ্যে স্ব-স্ব নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন মানুষ তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

৫.২. পিতা-মাতার উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার

পবিত্র কুরআন সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে নারীদের উত্তরাধিকার স্বত্বের বিস্তারিত বর্ননা করেছে,

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]

অর্থ : "তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার জোরালো নির্দেশ হচ্ছে যে, উত্তরাধিকার স্বত্বের মধ্যে পুত্রদের জন্য দুইজন কন্যার সমান ভাগ রয়েছে। যদি কন্যা এক জন হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক স্বত্ব থাকবে। আর মৃতের পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য স্বত্বের ষষ্টাংশ থাকবে যদি সে তার পরবর্তীতে সন্তান রেখে যায়। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং

[৪]. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৮:৪
[১] আল-কুরআন আন-নিসা, ৪:৭

পিতা-মাতাই তার উত্তারাধীকারী হয় তখন মায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ থাকবে। আর যদি পিতা-মাতার সাথে ভাই-বোনও হয় তাহলে তার মায়ের জন্য এক ষষ্টাংশ থাকবে।"[১]

অত্র আয়তের মধ্যে এই বিষয়টি প্রনিধানযোগ্য যে, বন্টনে একচেটিয়া কন্যার অংশ সাব্যস্থ করা হয়েছে অর্থাৎ সকলের অংশ কন্যার অংশ থেকে গননা করা হয়েছে। বস্তুত সমস্ত বন্টন এই বৃত্তের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। অন্ধকার যুগে কন্যাদেরকে সম্পদের ভাগ দেয়া হতো না। অধিকাংশ অপরাপর ধর্মে এখনো সেটা বহাল আছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যাদেরকে সম্পদের অংশ দেয়া কত প্রয়োজন তা এটা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমে তো উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টনের ভিত্তি-ই কন্যার অংশের উপর রাখা হয়েছে। অতঃপর يُوصِيكُمُ اللهُ বলে ইরশাদ করেছেন যে, এটা আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ।

অত্র বরকতময় আয়াতে থেকে বন্টনের নিম্নোক্ত সূত্রসমূহ জানা হলো :

১. যদি সন্তানের মধ্যে কন্যা আর পুত্র হয় তখন একজন পুত্রের একজন কন্যার দ্বিগুণ মিলবে। আর এই সূত্রের ভিত্তিতে সমস্ত সম্পদ পুত্র এবং কন্যাদের মধ্যে বন্টন হবে। শুধু পুত্রদের উল্লেখ হয়নি। কেননা এই অবস্থায় স্পষ্ট যে, তারা সবাই সমান ভাগের অধিকারী হবে।

২. যদি সন্তানের মধ্যে কোন পুত্র না থাকে বরং, দুই জন কিংবা দুইজনের অধিক মেয়ে হয়,তখন তাদেরও দুই তৃতীয়াংশ মিলবে।

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কাজ দ্বারা এই সমস্ত অর্থ স্পষ্ট হচ্ছে। একজন সাহাবি সা'দ বিন রবী উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি সন্তান বলতে শুধু দুজন মেয়ে রেখে যান। সা'দের ভাই সমূদয় সম্পদ নিজে নিয়ে নেন; মেয়েদেরকে কিছুই দেননি। এর উপর সা'দের বিধবা স্ত্রী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামার দরবারে উপস্থিত হন এবং অভিযোগ করেন যে, সা'দের দুই জন মেয়ে আছে কিন্তু তার চাচা তাদেরকে পিতার সম্পদ থেকে একটি জুব্বাও দেননি। এর ওপর এ আয়াত নাযিল হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম সা'দের ভাইকে ডাকেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, মৃতের

[১] আল-কুরআন আন-নিসা, ৪:১১

দুজন মেয়েকে তার পিতার সম্পদ থেকে দুই তৃতীয়াংশ আর তার বিধবা স্ত্রীকে অষ্টমাংশ দাও আর বাকি গুলি তুমি ভোগ কর।[১]

৩. যদি সন্তানের মধ্যে শুধু একজন মেয়ে থাকে তখন সম্পদের অর্ধেক সে পাবে আর বাকী সম্পদ অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন হবে।

৪. যদি সন্তানের সহিত মৃতের পিতা-মাতাও জীবিত থাকে, তখন প্রথমে এই দুই জন থেকে প্রত্যেকের জন্য সম্পদের ষষ্টাংশ জুটবে। আর বাকি দুই তৃতীয়াংশ উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সন্তানরা পাবে।

৫. যদি মৃতের কোন সন্তান না থাকে, শুধু পিতা-মাতা থাকে, তাহলে এই অবস্থায় সম্পদের তৃতীয়াংশ মা পাবে আর বাকি অংশ পিতা পাবে।

৬. সর্বশেষে অবস্থা হলো-যদি মৃত্যের ওয়ারিশদের মধ্যে পিতা-মাতার সহিত ভাই-বোনও থাকে তাহলে মা ষষ্টাংশ পাবে।

কোন মানুষ মা-বাবাকে সন্তানের ওয়ারিশ সাব্যস্থ করার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পাবে। কারণ ইতিঃপূর্ব দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে শুধু সন্তানকেই ওয়ারিশ সাব্যস্থ করা হয়েছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে,

﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]

অর্থ : "তোমাদের পিতা, দাদা এবং সন্তানরাও, কিন্তু তোমরা জান না যে, তাদের মধ্যে থেকে উপকার করার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অধিক নিকটতম। এই অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"[২]

বস্তুত, পিতা ও দাদাকে সন্তানের ওয়ারিশ করার উপর আপত্তি করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। (কারণ আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন আর) এর গুঢ় তত্ত্বও তিনিই ভাল জানেন। মানুষের জন্য উর্ধ্বতন আত্মীয়রা অধিক উত্তম হবে নাকি অধস্থন আত্মীয়রা অধিক উত্তম হবে, এটা মানুষ বলতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী আমল করার ওপর নির্ভর করছে তার সফলতা আর ব্যর্থতা।

[১] ১. তিরমীজী আস-সুনান, কিতাবুল ফারায়িজ, মাজা ফীল মীরাছিল বানাত, ৪:৪১৪, ক্রমিক : ২০৯২
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল ফারায়িজ, মাজা ফীল মিরাছ, ৩:১২০, ক্রমিক : ২৮৯১

[২] আল-কুরআন আন-নিসা, ৪:১১

৫.৩. স্বামীর সম্পদের মধ্যে স্বত্বাধিকার

কুরআনে হাকীমে স্বামী কিংবা স্ত্রীর মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকার স্বত্বে ২য় পক্ষের স্বত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর অংশ বর্ননা করতে গিয়ে ইরশাদ করছে যে,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]

অর্থ : "তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তোমাদের জন্য অর্ধেক থাকবে; যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের জন্য তারা যে সম্পদ রেখে গিয়েছে তার থেকে এক চতুর্থাংশ পাবে। মৃতের অসিয়ত পূর্ণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পরই এই বণ্টন প্রযোজ্য হবে।"[১]

আর স্বামীর মৃত্যুর অবস্থায় বলা হয়েছে :

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]

অর্থ : "আর তোমাদের রেখে যাওয়া সমপদ থেকে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ থাকবে; যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অষ্টমাংশ থাকবে। এই বণ্টন মৃতের অসিয়ত পূরণ এবং ঋণ শোধ করার পর প্রয়োগ হবে।"[২]

৫.৪. নিঃসন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার

"নিঃসন্তান" সে মৃতকে বলা হয় যার পিতামাতা এবং সন্তান কেউই নেই। এমন পুরুষ কিংবা মহিলা মারা গেলে তার উত্তরসূরি পিতা-পুত্র কেউ না থাকলে তখন তার স্থাবর সম্পদের বণ্টনের তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা–

১. তার সহোদর ভাই-বোন থাকবে
২. সৎ ভাই-বোন থাকবে।
৩. বৈপিয় ভাই-বোন থাকবে।

এই তিন অবস্থার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২
[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২

১. যদি সহোদর ভাই-বোন থাকে তার বিধান সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦]

অর্থ : "মানুষ আপনার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করছে। তাদের বলে দিন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নিঃসন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্বন্ধে এই নির্দেশ প্রদান করছে যে, যদি কোন এমন লোক মারা যায় যে নিঃসন্তান হয়, কিন্তু তার একজন বোন থাকে, তাহলে তার জন্য সে সম্পদের অর্ধেক থাকবে যা সে রেখে গিয়াছে। পক্ষান্তরে যদি বোনের কোন সন্তান না থাকে তখন তার ভাই তার পূর্ণ ওয়ারিশ হবে।"[১]

উল্লেখ্য যে, আর যদি বোন দুই জনের অধিক হয়, তাহলে উভয়ই তার রেখে যাওয়া সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা হলো, যদি বৈমাত্রেয় ভাই-বোন হয় তাহলে তার বিধান বলা হয়েছে,

﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦]

অর্থ : "আর যদি অনেক ভাই-বোন থাকে তখন তার বণ্টন হবে এই রূপ, একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার সমান হবে।"[২]

অর্থাৎ যেভাবে সন্তানের মাঝে সম্পদের বণ্টন পদ্ধতি একজন পুত্রের অংশ দুইজন মেয়ের সমান,সেভাবে এখানেও।

৩. তৃতীয় অবস্থা হলো, মহিলাটি যদি স্বামী মারা যাওয়ার পর কোন দ্বিতীয় ব্যাক্তির সাথে বিয়ে বসে এবং উভয় স্বামীর সন্তান হয়। যদি তাদের মধ্যে থেকে কেউ মারা যায় এবং নিঃসন্তান হয়।

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৭৬
[২] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৭৬

অর্থ : "আর যদি কোন এমন পুরুষ কিংবা মহিলার উত্তারাধিকার স্বত্ব বন্টন করা হয়, যার পিতা-মাতা নেই, কোন সন্তান নেই এবং তার মায়ের দিক থেকে এক ভাই অথবা একবোন হয়, তাহলে এই দুইজনের মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্টাংশ থাকবে। অতঃপর যদি সে ভাই-বোন একজনের চেয়ে অধিক হয় তখন সবাই এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এই বন্টন ও সে অসিয়ত পূরণ করার পর হবে যা ওয়ারিশদের কোন ক্ষতি করা ছাড়া হবে এবং ঋণ শোধ করে দেয়ার পর হবে।"[১]

অর্থাৎ নিঃসন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্বের বন্টনের বিধানের মধ্যেও মহিলাকে উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারী স্বীকার করা হয়। আর এর স্পষ্ট বিধান বর্ননা করা হয়েছে; যার সারমর্ম আমরা নিম্মোক্ত পাঁচটি সূত্রের মধ্যে বর্ননা করতে পারি।

১. যেখানে শুধু সন্তান হয়, অন্য কোন ওয়ারিশ না হয়, আর সন্তানের মধ্যে ও সবাই পুত্র হয়, তাহলে সম্পদ পুত্রদের মাঝে সমানভাবে বন্টন হবে। পুত্র এবং কন্যা উভয় হলে তাহলে একজন পুত্র দুইকন্যার সমান অংশ পাবে। এই সূত্রের ওপর সকল সম্পদ বন্টন হবে। যদি কোন পুত্র না থাকে শুধু একজন কন্যা হয়, তাহলে সে সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি দুই অথবা দুইয়ের বেশী কন্যা হয় তাহলে তারা দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

২. যেখানে সন্তান হোক বা না হোক, কিন্তু পিতা-মাতা বর্তমান থাকে,যদি সন্তান হয় তাহলে পিতা-মাতা থেকে প্রত্যেককে সম্পদের ষষ্টাংশ বাকি সন্তানদের মধ্যে ১নং সূত্রের ভিত্তিতে বন্টন করে দেয়া হবে। যদি সন্তান না হয় তাহলে মা তিন ভাগের আর পিতা বাকি দুই ভাগ পাবে।

৩. সন্তান নেই কিন্তু ভাই-বোন আছে, তখন মা এক তৃতীয়াশের স্থলে ষষ্টাংশ পাবে। এখানে আবার মতবিরোধ আছে যে, উক্ত ভাই-বোনেরা কত অংশ পাবে? কারো মতে, মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। অপর ষষ্টাংশ এই ভাই-বোনের মধ্যে ভাগ হবে। আর পিতা পুর্বের ন্যায় বাকি দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

কারো মতে, এখানেও নিঃসন্তানের সূত্র প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যদি একভাই অথবা এক বোন হয়, তাহলে সে ষষ্টাংশ পাবে, মা ষষ্টাংশ পাবে

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২

আর পিতা দুই তৃতীয়াংশ পাবে। যদি ভাই-বোন একের অধিক হয় তাহলে এরা সবাই তিন ভাগের একভাগ পাবে। মা ষষ্টাংশ আর পিতা বাকি অর্ধেক পাবে।

৪. স্বামী-স্ত্রীর অবস্থায়, যদি স্ত্রী সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে স্বামী তার সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন চর্তুথাংশ সন্তানদের মধ্যে ১নং সূত্রের আলোকে বন্টন করার হবে। যদি সন্তান না থাকে, তখন স্বামী অর্ধেক পাবে, বাকিগুলো অন্যান্য আত্মীয়দেরকে পরের সূত্র মতে ভাগ করে দেয়া হবে। যদি স্বামী সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে স্ত্রী অষ্টমাংশ পাবে। সন্তান না থাকলে এক চর্তুথাংশ পাবে, বাকি সম্পদ অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন হবে।

৫. নিঃসন্তান যখন সহোদর বৈমায় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই-বোন থাকে যেভাবে উপরে আলোচনা হয়েছে, বন্টনের সময়ে এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সর্বপ্রথম স্বামী কিংবা স্ত্রীর অংশ দিয়ে দেবে। তারপর পিতা-মাতাকে অতঃপর সন্তানদেরকে প্রদান করবে। যদি সন্তান না থাকে, কিংবা সন্তান আর পিতা-মাতা কেউ না থাকে তখন সবার শেষে ভাই-বোন তাদের অংশ পাবে।

নারী কী অর্ধেক?

ইসলামের উত্তরাধিকার স্বত্তের আইনকে যারা সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে, কোন গভীরতা এবং বিশ্লেষণ করে দেখে না, তাদের এই ভুল হয় যে, নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে কম। এই ভুলটি বিজ্ঞানময় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফকে যথাযথ প্রজ্ঞার সহিত বোধগম্য না করার ফল।

﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦]

অর্থ : "একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান।"[১]

তা সত্ত্বেও ইসলামের উত্তরাধিকার স্বত্তের আইনকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে এই ভুলটি তিরোহিত হবে। ইসলামের উত্তরাধিকার স্বত্তের আইন নারীর অধিকারকে অর্ধেক কিংবা হালকা নয় বরং সুন্দর দাম্পত্য এবং উত্তম জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের উত্তারাধিকার স্বত্বের আইন নারীর পবিত্রতা এবং মর্যাদার রক্ষাকবচ বলা যায়। নিম্মোক্ত তাৎপর্যসমূহ এই আইনে নিহিত রয়েছে।

১. নারীর অংশ স্বত্ব বন্টনের একক

উপরে উল্লিখিত বরকতময় আয়তের শব্দের মধ্যে গভীর দৃষ্টিপাত,স্বত্ব বন্টনের মৌলিক মাপকাঠিকে স্পষ্ট করে দেয়। এখানে পুরুষ-মহিলার উত্তরাধিকার অংশ বর্ণনা করতঃ নারীর অংশকে একমাত্র সাব্যস্থ করা হয়েছে। একজন পুরুষের অংশ দুই মহিলার অংশের সমান। এটা বলা হয়নি যে, একজন মহিলার অংশ পুরুষের অর্ধেক অংশের সমান। বরং উত্তারাধিকার স্বত্ব বন্টনের শৃঙ্খলার মধ্যে নারীর অংশকে ভিত্তি এবং বুনিয়াদ করা হয়েছে। অতঃপর সমস্ত অংশকে নির্দিষ্ট করার জন্য সেটাকে একমাত্র করা হয়েছে। বস্তুত স্বত্ব বন্টনের সকল আইন মহিলারই অংশের একমাত্র চারপাশে ঘুরছে, যেটা প্রকৃতপক্ষে নারীর সম্মান আর মর্যাদার প্রকাশক।

২. উত্তরাধিকার স্বত্বের অংশ নির্ধারণের বুনিয়াদ লিঙ্গভেদ নয়

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নারীর সকল প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক পুরুষকে করেছেন, আর নারীকে সেই দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছেন। উপরোক্ত নারীর জন্য রোজগার ও জীবিকা ক্ষেত্র থেকে সম্ভাব্য সকল উপকারিতা অর্জন করার ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি বরং নারী উপার্জনকারীও

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১৭৬

যদি হয়, তবুও তত্ত্বাবধানের দায়দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তাবে। আর সে নিজের রোজগার বিশেষ অধিকার হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। সে ঘরোয়া প্রয়োজন মেটানোর জন্য খরচ করতে চাইলে তার এই ভুমিকা বিশেষ ইহসান হবে। কেননা এটা তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন পুরুষের আয় যদিও নারীর উপার্জনের চেয়ে কম তারপরও তত্ত্বাবধানের দায়দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। অভ্যন্তরীণ অবস্থার দায়দায়িত্বের উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে একটি ভারসাম্য পূর্ণ সুদৃঢ় ন্যায় পরায়ণ এবং ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্টা করার জন্য প্রয়োজন ছিল, যাতে পুরুষদেরকে উত্তরাধিকার স্বত্বের মধ্যে অধিক ভাগ দেয়া, যাতে সে নিজের ওপর প্রত্যাবর্তনকারী সকল পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে মর্যাদার উপর আসীন হতে পারে। বস্তুতঃ নারীর উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার পুরুষের চেয়ে অর্ধেক করা হয়নি বরং পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকার অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এইভাবে পুরুষ এবং মহিলার দাম্পত্য, সামাজিক এবং পারিবারিক দায়দায়িত্ব আদায় করার মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে।

৩. পুরুষ এবং নারীর স্বত্বাধিকারের মধ্যে সমতা

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে যে সমস্ত আত্মীয়দেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে সেগুলো তিন প্রকার। যথা–

১. জবিল ফুরুজ, ২. আসাবাত ও ৩. জবিল আরহাম।

'জবিল ফুরুজ' এমন আত্মীয়কে বলা হয় যাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এবং এদের সম্পর্কে বিজ্ঞানময় কুরআন কিংবা বরকতপূর্ণ হাদিস শরীফে স্পষ্ট বিধান বিদ্যমান। সম্পদ বন্টনের সুচনা 'জবিল ফুরুজ' দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে থেকে সর্বাগ্রে জবিল ফুরুজের অংশ পাবে, তারপর আসাবাহ অতঃপর জবিল আরহাম। নিম্মোক্ত লোকদেরকে জবিল ফুরুজ বলা হয়।

পুরুষ

১. স্বামী	২. পিতা	৩. বৈমাত্রেয় ভাই	৪. দাদা

মহিলা

১. স্ত্রী	২. মা	৩. কন্যা	৪. ফুফি	৫. সৎ বোন	৬. বৈমাত্রেয় বোন	৭. বৈপিত্রেয় ভাই	৮. দাদী

জবিল ফুরুজদের চার পুরুষ আর আট মহিলার মধ্যে বিন্যাস হওয়া পুরুষ আর নারীদের মূল স্বত্বের সমান অংশিদারিত্বের দিকে ইশারা করছে। জবিল ফুরুজের মধ্যে পুরুষের সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুন মহিলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর এই নারীদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যেগুলি সম্ভবতঃ সঠিক পথে মৃত্যু প্রাপ্তের শরয়ী তত্ত্বাবধানের মধ্যে আসে না, তবুও এখানে অধিক মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে প্রকৃতভাবে স্বত্ব বণ্টনের মধ্যে নারী আর পুরুষ সমান হয়ে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহর আইনের মধ্যে মহিলাকে কোনভাবেই পুরুষের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীতে গুমার করা হয় না বরং পুরুষ আর মহিলার স্বত্তের অংশের لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ-এর আইনের আওতায় নির্ধারন করাটা প্রকৃত পক্ষে এদের উপর আবর্তিত দায়দায়িত্ব থেকে কর্তব্যমুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত জীবনাদর্শের পর্যায়ভুক্ত।

৪. পুরুষ এবং নারীর সমান অংশের দৃষ্টান্ত

জীবন যাপনের মধ্যে এক শ্রেণীর পুরুষ এবং নারী এমনও আছে যাদের উপর পরিণত বয়স কিংবা অন্য কোন কারণে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের বোঝা থাকে না কিংবা কমপক্ষে পুরুষের উপর সাধারণ অবস্থার ন্যায় নারীর মোকাবেলার মধ্যে অধিক ভারী হয় না। অর্থাৎ তারা উভয়ই একসমান আর্থিক দায়িত্বের অধিকারী হয়ে যায়। এই স্তর তখন আসে যখন মৃত্যু পথযাত্রীর পিতা-মাতা জীবিত থাকে এবং সে মৃতের সন্তানও বেঁচে থাকে। যখন সে সন্তানাধিকারী মৃত ব্যক্তির স্বত্ব বণ্টন হয় তখন তার পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ মিলবে।

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]

অর্থ : "আর মৃতের পিতা-মাতা দুইজনের মধ্যে থেকে প্রত্যেককে সম্পদের ষষ্টাংশ মিলবে, তবে শর্ত হলো মৃত্যের সন্তান থাকবে।"[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء:١٢]

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১১

অর্থ : "আর যদি কোন এমন পুরুষ অথবা নারীর স্বত্বের বণ্টন করা হয় যার পিতা-মাতাও নেই, কোন সন্তানও নেই। তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে একজন ভাই অথবা একজন বোন থাকে, তাহলের এই দুইজনের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে ষষ্টাংশ থাকে।"[১]

এইভাবে নারী এবং পুরুষের মাঝে স্বত্ব বণ্টন হওয়া সত্ত্বেও এটা সমান হবে। যদি ইসলামের স্বত্ব বণ্টন আইনের মধ্যে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে নারীর অংশ থেকে দ্বিগুন করা হয়েছে কিংবা নারীর অংশ শুধু নারী হওয়ার কারণে অর্ধেক করা হয়েছে এমন হয়, তাহলে পুনরায় পিতা-মাতা হওয়ার কারণে প্রাপ্ত স্বত্বের মধ্যে অংশের পার্থক্য বহাল থাকত, অথচ এখানে এইরকম ঘটছে না।

৬. নারীর আইনী অধিকার

৬.১. আইনী লোক (Legal Person) হওয়ার অধিকার

অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারনের মধ্যে আইনী লোক হওয়া মৌলিক বিষয়। নতুন আইন অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারন করার জন্য আইনি মানুষকে ভিত্তিমূল বলা হয়েছে। Roger Cotterrell-এর ভাষায় :

The concept of the legal person of legal subject defines who or what the law will recognize as a being capable of having and duties.

অর্থ : "আইনী মানুষের ধারণা এই কথাকে স্পষ্ট করে দেয় যে, একজন মানুষ হিসাবে অধিকার এবং কর্তব্যের উপযুক্ত দ্বারা ভাগ্যবান করে দেয়।"[২]

আরেক চিন্তাবিদ G. Paton লিখেছেন যে,

Legal personality refers to the particular device by which the law creates or recognizes units to which it ascribes certain powers and capacities.

অর্থ : "আইনী মানুষের ধারনা আইনকে এমন ভিত্তি দেয় যা দ্বারা নির্দিষ্ট আইন নির্বাচন এবং আইনী যোগ্যতা নির্দিষ্ট করার জন্য মৌলিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।"[৩]

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১২

[২] Roger cotterrell, *the sociology of law*, 2nd ed, Butterworths, London.1992. pp.123-124

[৩] G. Paton, *textbook of jurisprudence*, 4th ed. OUP, London, 1972, p-392

পাশ্চাত্য আইনী ইতিহাসের মধ্যে বিগত শতাব্দির আরম্ভ পর্যন্ত নারীকে Non-person হিসাবে মনে করা হতো। নারীজাতিকে শুধু Legal person মনে করা হয়নি বরং পাশ্চাত্য আইন প্রনয়ণ প্রতিষ্টানের বিভিন্ন আইনের মধ্যে উল্লিখিত Person কিংবা Man-এর আওতার মধ্যেও নারীকে কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[১] যেহেতু পাশ্চাত্যের মধ্যে নারীদের আইনী ব্যক্তিত্বকেই মেনে নেয়া হয়নি, সুতরাং পুরুষদের সমান আইনী অধিকার অর্জনের জন্য নারীদেরকে বছর বছর পর্যন্ত লড়াই করতে হয়েছে।[২] ইসলাম নারীকে আইনী মানুষ হওয়ার মর্যাদা বিধান প্রবর্তনের সাথেই দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب:٣٦]

অর্থ : "আর কোন মুমিন পুরুষের এই অধিকার নেই এবং কোন মুমিন নারীরও নেই, যখন আল্লাহ আর তার রাসূল কোন কাজের ফায়সালা করে দেন,তাহলে তাদের জন্য এই কাজের মধ্যে (করা আর না করার) কোন অধিকার নেই, আর যে লোক আল্লাহ এবং তার রাসুলের অবাধ্যাচরন করে, তাহলে সে নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছে।"[৩]

এ বরকতমণ্ডিত আয়াতের মধ্যে খোদায়ী বিধানের অনুসরণ আর অবাধ্যতার বিষয়ের মধ্যে নারী আর পুরুষকে সমান উল্লেখ করে এই তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নারী আর পুরুষের আইনী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বিজ্ঞানময় কুরআনের আরো কয়েক আয়াতের মধ্যে নারীকে আইনী ব্যক্তিত্ব Legal person হওয়ার স্বীকৃতি স্পষ্ট করা হয়েছে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

[1] W. Black stone. commentaries on the *Laws of England*. Book 1. chapter 15, p. 442.

[2] Cecilia Morgan, "An Embarrassingly and Severely Masculine Atmosphere: Women, Gender And The Legal Profession At Osgoode Hall, 1920s-1960s" (1996) 11 Canadian Journal Of Law And Society 1st At 21.

[৩] আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:৩৬

بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

[البقرة:١٧٨]

অর্থ : "হে ইমানদাররা! তোমাদের উপর এদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া ফরজ করা হয়েছে; যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধিন, দাসের পরিবর্তে দাস,নারীর পরিবর্তে নারী; অতঃপর যদি সে হন্তাকে নিহতের ভায়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হয়, তাহলে ভাল নিয়ম অনুযায়ী মেনে নেবে; আর তা উত্তম পন্থায় নিহতের ওয়ারিশের কাছে পৌছিয়ে দেবে। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। অতঃপর যে এর পর সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য ভয়ানক শাস্তি।"[১]

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

[النساء:١١]

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানের উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্রের জন্য দুইজন মেয়ের সমান অংশ থাকবে। তারপর যদি শুধু কন্যাই হয় দুইজন অথবা দুইজনের অধিক, তাহলে তাদের জন্য এই সম্পদ থেকে তিন ভাগের দুইভাগ থাকবে। এবং যদি সে একাধিক হয়, তাহলে তার জন্য অর্ধেক থাকবে। আর মৃতের মাতা-পিতা প্রত্যেকের জন্য সম্পদের ষষ্টাংশ থাকবে। তবে শর্ত হলো, মৃতের সন্তান থাকবে। তারপর যদি সে মৃতের কোন সন্তান না থাকে আর তার ওয়ারিশ শুধু তার মাতা-পিতা হয়, তখন তার মার জন্য এক তৃতীয়াংশ থাকবে। অত;পর যদি মৃতের ভাই বোন হয় তাহলে তার মা'র জন্য ষষ্টাংশ থাকবে। এই বন্টন তার অসিয়ত পূরণ এবং কর্জশোধ করার পর প্রযোজ্য

[১] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:১৭৮

হবে। তোমাদের পিতা এবং পুত্রদের থেকে কে বেশি তোমাদের উপকারী হবে সেটা তোমরা জান না। এই বন্টন আল্লাহর নিকট নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক প্রজ্ঞাময়।"[১]

ইসলামের নিকট থেকে নারীর আইনী লোক হওয়ার পরিচয়ই তার আইনী, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক জীবণের অধিকার প্রাপ্তির মূল ভীত্তি করা হয়েছে।

৬.২. সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার

'সাক্ষ্যের' সংজ্ঞা হলো এই যে, মানুষ যা দেখে কিংবা শুনে সেটিক বর্ণনা করে দেয়া। সাক্ষ্য দেয়া পুরুষের উপর আবশ্যক। আর মহিলাদেরকে এর অধিকার দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة:٢٨٣]

অর্থ : "আর সাক্ষ্যকে গোপন করো না, যে ব্যাক্তি গোপন করবে, তার অন্তর অপরাধী।"[২]

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওসাল্লামের ইরশাদ হচ্ছে,

«خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

অর্থ : "সবচেয়ে উত্তম সাক্ষী সেই যে জিজ্ঞাসা করার আগেই সাক্ষ্য দিয়ে দেয়।"[৩]

এইভাবে আরো একটি আয়াত রয়েছে,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]

অর্থ : "তোমাদের থেকে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী কর, যদি দুইজন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদেরকে সাক্ষী কর।"[৪]

---

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:১১
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৮৩
[৩] ইবনে মাজা, আস-সুনান, কিতাবুল আহকাম, আররাজুল ইনদাহুশ শাহাদাত, ২:৭৯২, ক্রমিক : ২৩৬৪
[৪] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৮২

এইভাবে অন্য আয়াতও রয়েছে,

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]

অর্থ : "দুইজন ন্যায়পরায়ন মানুষকে স্বাক্ষী কর।"[১]

এইভাবে এ আয়াতও রয়েছে,

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

অর্থ : "আর যখন কেনা-বেচা কর তখন স্বাক্ষী রাখ।"[২]

দুইটি বিষয় যেখানে শুধু মহিলার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য

দুইটি বিষয় যেগুলো সম্বন্ধে পুরুষরা অবগত হতে পারে না। এগুলোর মধ্যে শুধু মহিলার স্বাক্ষ্যই নির্ভরযোগ্য হবে। যদিও সাক্ষ্যদাতা একজনমাত্র মহিলা হয়।

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

অর্থ : "যে বিষয় সম্বন্ধে পুরুষরা অবগত হতে পারে না, সেগুলোর মধ্যে একজন মহিলার স্বাক্ষ্যই নির্ভরযোগ্য হবে।"[৩]

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

অর্থ : "শিশুর দুধপানের বিষয়ে একজন মহিলার স্বাক্ষ্যও নির্ভরযোগ্য হয়।"[৪]

وَتُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوبِ بِالنِّسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.

অর্থ : "প্রসব এবং মহিলাদের এমন সকল বিষয় যেগুলো সম্বন্ধে পুরুষেরা অবগত হতে পারে না, সেখানে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।"[৫]

আমরা এখানে এইসমস্ত বিষয় এবং মাসয়ালার বর্ণনা করব যেগুলোর মধ্যে পুরুষদের স্বাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয় বরং মহিলার স্বাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হয়। এই সমস্ত মাসয়ালার মধ্যে আলেমগন একমত, কোন ভিন্নমত পাওয়া যায়না।

---

[১] আল-কুরআন, আত-তালাক, ২:৬৫
[২] আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৮২
[৩] আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৭:৪৮৪, ক্রমিক : ১৩৯৭৮
[৪] আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩৩৫, ক্রমিক : ১৫৪০৬
[৫] মরগিনানী, হিদায়া, ২:১৫৪

১. জন্ম এবং শিশুর কান্নার উপর স্বাক্ষ্য

যদি শিশুর জন্ম এবং শিশুর কান্নার মাসয়ালার মধ্যে কোন বিবাদ সৃষ্টি হয় তখন সেখানে শুধু মহিলার স্বাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হবে, পুরুষের নয়। এইজন্য যে, এটা এমন বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত যেগুলোর উপর অধিকাংশ সময় পুরুষরা অবগত হতে পারে না। এই বিষয়ের হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র ধাত্রীর স্বাক্ষীকে অনুমোদন দিয়েছেন।

২. দুধপান

এভাবে যদি দুধপান বিষয়ে মতবিরোধ হয় আর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে মহিলার এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি স্বাক্ষ্য দেবেন । কারণ এটা এমন বিষয় যা একমাত্র মহিলার জন্য নির্দিষ্ট।

হুজরত ইবনে আব্বাছ (রা.) এবং ইমাম আহমদ (রা.)-এর অভিমত হলো, যে মহিলা দুধপান করেছে, একমাত্র তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এইজন্য যে, পবিত্র বুখারীতে বর্ননা এসেছে, হজরত উকবাহ বিন হারিছ, উম্মে ইয়াহিয়া বিনতে আবি এহাব এর সাথে বিয়ে করে। তখন সওদা দাসী এসে বলল, তোমাদের উভয়কে আমি দুধপান করেছিলাম। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা দুজন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম উত্তর প্রদান করেন,

كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

অর্থ : "বিয়ে কিভাবে বহাল থাকবে? স্বাক্ষীও পাওয়া গেছে, তখন উকবাহ তার থেকে পৃথক হয়ে যায়, আর বিনতে আবী ইয়াহাব অন্য একজনের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"[১]

৩. স্রাবের ওপর স্বাক্ষ্য

মাসিক স্রাবের যে কোন মতানৈক্যের ওপরও স্বাক্ষী একমাত্র মহিলাই দিতে পারে।

ইসলামের মধ্যে মহিলাদের অধিকার এবং ইজ্জত সম্মানের এই আলোচনা থেকে এই গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানবীয় উৎকর্ষতার এই স্তরে যখন নারীকে জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট ধারনা করা হতো এবং ইজ্জত সম্মানের উপযুক্ত

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুশ শাহাদাত, ইজা শাহিদা শাহিদুন, ২:৯৩৪, ক্রমিক : ২৪৯৭

মনে করা হতোনা, ঠিক তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম নারীকে এমন অধিকার দান করেছেন যা দ্বারা তাদের পবিত্র এবং সম্মানের উপর নির্ভরশীল সামাজিক ও পারিবারিক স্থান অর্জিত হয়েছে। আর আজকের উন্নত যুগের মধ্যেও এটা শুধু ইসলামের দান করা জীবনাদর্শ যেখানে নারীর সম্মান আর বুনিয়াদী মানবিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সহজভাবে হতে পারে।

৭. নারীর রাজনৈতিক অধিকার

৭.১. নারীর রাজনৈতিক কার্যক্রম

ইসলামের মধ্যে নারীর কার্যক্রম শুধু পরিবার কিংবা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী জাতিকে পরিচালনার জগতেরও কার্যক্রম ঠিক করে দিয়েছে। বিজ্ঞানময় কুরআনের মধ্যে মুসলিম সমাজের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতঃ পুরুষ আর মহিলা উভয়কে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:٧١]

অর্থ : "আর ইমানদার পুরুষ আর ইমানদার মহিলারা একে অন্যের বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তারা ভাল কাজের নির্দেশ আর খারাপ কাজ থেকে বাঁধা দেয় আর নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে। এসকল লোকের উপর আল্লাহ অতিসত্বর দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১]

অত্র বরকতময় আয়াতে নারী এবং পুরুষদের একে অন্যের এভাবে সাহায্যকারী বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন–

(ক) সামাজিক এবং পারিবারিক গন্ডির মধ্যে সৎ কাজের প্রতিষ্ঠা আর অসৎ কাজের নির্মূলকারী।

(খ) ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে নামায প্রতিষ্টা করা।

(গ) অর্থনৈতিক জগতের মধ্যে যাকাত পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা।

[১] আল-কুরআন, আত-তাওবাহ, ৯:৭১

(ঘ) রাজনৈতিক জগতের মধ্যে আল্লাহ এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অবয়ব প্রদান।

৭.২. সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার

ইসলাম নারীকে একটি পরিপূর্ণ আইনী ব্যক্তিত্ব মেনে নিয়ে পরিচালক নির্বাচন, আইন প্রনয়ণ এবং অন্যান্য নেতৃত্বগোচর বিষয়সমূহে পুরুষদের সমান সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার দিয়েছে। মহিলাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার মানবীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনুধাবন তখনই হতে পারে যখন আমরা নারীর এই অধিকারকে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলের ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিই। আজকের নতুন সমাজ ব্যবস্থা কয়েক শতকের গোত্রীয় এবং শ্রেণী বৈষম্যের সংগ্রাম থেকে অবসরের পর মানবীয় মতামতের পবিত্রতার অনুভূতির স্তর পর্যন্ত পৌছেছে। কয়েক শতাব্দীর আগে মহিলাদেরকে ইসলামের দেয়া সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার বিস্তারিত বর্ননা এখন দেয়া হবে। মানবীয় সম্মান এবং পবিত্রতা সামনে রেখে আমরা নতুন বিশ্বের মধ্যে মহিলাদের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারীর পরিচয়ের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করব।

১. ইংল্যান্ডের মধ্যে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার

ব্রিটেন বা ইংল্যান্ডে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের সূচনা ১৮৯৭ সালে আরম্ভ হয়। Millicent Fawcett যখন National union of womens Sufferage বাস্তবায়ন করেন। এই আন্দোলন তখনই বেশী জোরালো হয় যখন Emmeline Pankhurst ১৯০৩ সালের মধ্যে Women's social and Political Union ইউনিয়ন গঠন করেন এবং এই ইউনিয়ন পরবর্তীতে Suffragettes নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

ব্রিটেনের House of commons ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৫৫-এর বিপরীত ৩৮৫ ভোটের ব্যবধানে Representation of People actটি পাস করে। সে এ্যাক্ট অনুযায়ী ৩০ বছরের অধিক বয়স্ক মহিলাদেরকে ভোট দেয়ার অধিকার প্রদান করা হয়। যদিও এটা নারীকে ভোট দেয়ার অধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধির প্রাথমিক পর্যায় ছিল। কিন্তু মহিলাদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার এতে দেয়া হয়নি। কারণ সাধারণ পুরুষদের জন্য ভোট দেয়ার যোগ্যতা ২১ বৎসর এবং সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ১৯ বৎসর ছিল।

২. আমেরিকার মধ্যে নারীর ভোট দেয়ার অধিকার

আমেরিকার মধ্যে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই'র স্বাধীনতা ঘোষণা The declartion of Independence-কে নতুন গণতান্ত্রিক জীবন প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ মনে করা হয়, কিন্তু এর মধ্যেও নারীকে মৌলিক মানবাধিকারসমূহের উপযুক্ত মনে করা হতো না।

Richard N. Current-এর মতে নতুন অভিবাসনের জীবনযাত্রার মধ্যে নারী সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল :

In colonial socity...a married woman had virtually no rights at all... the revolution did little to change [this].

অর্থ : "নতুন অভিবাসিত জীবনযাপনের জন্য একজন বিবাহিত নারীর কোন অধিকার ছিলনা এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম দ্বারাও তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।"[১]

এইভাবে জেফারসনের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে যে The People শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা দ্বারা শুধু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ লোক বুঝানো হয়েছে।[২]

আর আজ দুই শত বছর পরও আমেরিকার নারী সমাজ সমান স্বাধীনতা এবং অধিকারের আন্দোলনে ব্যস্ত।[৩] কেননা, স্বাধীনতার ঘোষণায় নারীর কথা উল্লিখিত হয়নি।

The declaration... refers to "men" or "him" not to women.[4]

জন বলমের ভাষায় :

(Early American men) would not accept them as equals.[5]

---

[1] Richard N. Current et al, American History: A Survey, 7th ed. (New York: Knopf, 9870), 142.

[2] Lorna C. Mason et al., History of the United States, vol. 1: Beginnings to 1877 (Boston: Houghton Miffin, 1992), 188.

[3] Milton c. Cummings and David Wise, Democracy Under Pressure: An Introduction to the American Political System, 7th ed. (Fort Worth: Harcourt Brace, 1993) 45.

[4] James Macgregor Burns et al., Government by the People, 15th ed. (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993), 117.

[5] John M, Blum et al., The National Experience: A History of the United States, 8th ed, (t. Worth: Harcourt, 1993), 266.

এই কারণে যে, ১৮৪৮ সালের মধ্যে Seneca Falls-এর মধ্যে হওয়া ঐতিহাসিক New York Women's Right Conventoon-এর জন্য Declaration of Sentiments লিখে Elizabeth Cady Stanton এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে যে, স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে মহিলাদের জন্য মৌলিক দাবীসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হোক।[১]

উনিশ শতকে আমেরিকার নারী অধিকারের ধ্বজাধারী Susan B. Anthony-কে ১৮৭২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট দেয়ার কারণে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একশত ডলার জরিমানা করা হয়। কেননা, আইন অনুযায়ী ভোটাধিকারী প্রয়োগের ক্ষমতা তার ছিল না, কারণ তিনি নারী।

Susan B. Anthony আমেরিকার আইনের ভূমিকায় নিম্নে লিখিত টীকার আলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আইন অনুযায়ী নারীও একজন মানুষ। তারও আইনগত সকল অধিকার পাওয়া উচিৎ।

We, the people of the United States, in order to from a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defense, promote the general welfare,and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United states of America.

অর্থ : "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যসমূহ আমেরিকার আইনের প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করছি যাতে এটাকে পরিপূর্ণ শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রে রূপ দেয়া যায়, ন্যায় বিচার প্রতিষ্টিত হয়, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং নিশ্চিত শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়। নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার সুফল সংরক্ষণ করা যায়।"

১৯১৯ সালের ৪ জুন আমেরিকান কংগ্রেস এবং সিনেট আমেরিকান আইনের ১৯তম সংশোধনী পাশ করে; সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

Article Ixx: "The right of citizens of the united states to vote shall not be denied or Abridged by the united slates or by any state on account of sex."

অর্থ : আর্টিকেল ১৯ : "কোন রাষ্ট্র অথবা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহর বাসীর মতামত প্রদানের অধিকার শ্রেণী বুনিয়াদের উপর শেষ করবে না।"

[১] Kerber, Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980), Xii.

আমেরিকার মধ্যে নারীদের ১৯২০ সাল পর্যন্ত মতামত প্রদানের অধিকার ছিল না। যখন আইনের ১৯তম সংশোধনী পাশ হয় তখনই এর আওতায় তাদের এই অধিকার অর্জিত হয়।

৩. ফ্রান্সের মধ্যে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার

১৮৪৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফ্রান্স সরকার নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্যে নিম্মোক্ত তিনটি অধিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যথা–

০১. Universal sufferage সাধারণের মতামত প্রদানের অধিকার,
০২. Education তথা শিক্ষার অধিকার ও
০৩. Eoployment তথা উপার্জনের অধিকার।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমান আইনগত মর্যাদা অর্জন করার জন্য মহিলাদেরকে কমপক্ষে একশত বৎসর পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। অতঃপর ১৯৪৪ সালে নারীকে মতামত প্রদানের অধিকার দেয়া হয়।

৪. অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার

অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ফরমানের আলোকে নারী সমাজকে মতামত দেয়ার অধিকার ১৯২৬ সালে প্রদান করা হয়। যখন অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে বিজয় অর্জনকারী প্রথম নারী Edith Cowan ছিলেন। তিনি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আইন সভায় ১৯২১ সালে সদস্য নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নারীর মতামত প্রদানের অধিকারের ইতিহাস নিম্নোক্ত ক্রমে অর্জিত হয় :

অস্ট্রেলিয়ার নারীর রাজনৈতিক অধিকারসমূহ

রাষ্ট্র	ভোটাধিকার	সীটের অধিকার	প্রথম নির্বাচিত নারী
দঃ অস্ট্রেলিয়া	১৮৯৪	১৮৯৪	১৯৫৯
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	১৮৯৯	১৯২০	১৯২১
কমনওয়ালথ	১৯০২	১৯০২	১৯৪৩
নিউ সাউথ ওয়েলস	১৯০২	১৯১৮ LA	১৯২৫ LA
		১৯২৬ LC	১৯৩১ LC
তাসমেনিয়া	১৯০৩	১৯২১	১৯৪৮
কুইন্সল্যান্ড	১৯০৫	১৯১৮	১৯২৯
ভিক্টোরিয়া	১৯০৮	১৯২৩	১৯৩৩

নারীদেরকে মতামত প্রদানের অধিকার দানকারী প্রথম রাষ্ট্র হলো নিউজিল্যান্ড। তারা ১৮৯৩ সালে এই অধিকার বাস্তবায়ন করে।

৫. অপরাপর রাষ্ট্রগুলোতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্র	ভোটাধিকার	সীটের অধিকার	প্রথম নির্বাচিত নারী
নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩	১৯১৯	১৯৩৩
অস্ট্রেলিয়া	১৯০২	১৯০২	১৯৪৩
ফিনল্যান্ড	১৯০৬	১৯০৬	১৯০৭
নরওয়ে	১৯০৭/১৯১৩	১৯০৭/১৯১৩	১৯৩৬
ডেনমার্ক	১৯১৫	১৯১৫	১৯১৮
জার্মানী	১৯১৮	১৯১৮	১৯১৯
যুগোশ্লাভিয়া	১৯১৮	১৯১৮	১৯২০
ইউ কে	১৯১৮/১৯২৮	১৯১৮	১৯১৮
অস্ট্রিয়া	১৯১৯	১৯১৯	১৯১৯
কানাডা	১৯১৯	১৯১৯	১৯২১
নেদারল্যান্ড	১৯১৯	১৯১৭	১৯১৮

উপরের সবিস্তার আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান বিশ্বের মধ্যে নারীর মতামত দেয়ার অধিকার অনেক যুদ্ধ সংগ্রামের পর বিংশ শতাব্দীর দিকে অর্জিত হয়।এই বিষয়ে একশত চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান দ্বারা বিষয়টি আরো মজবুত আকারে তুলে ধরা হলো :

HDI Rank	Country	Year Women Received Right to Vote
১	নরওয়ে	১৯০৭, ১৯১৩
২	আইসল্যান্ড	১৯১৫
৩	সুইডেন	১৮৬১, ১৯২১
৪	অস্ট্রেলিয়া	১৯০২, ১৯৬২
৫	নেদারল্যান্ডস	১৯১৯
৬	বেলজিয়াম	১৯১৯, ১৯৪৮
৭	যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০, ১৯৬০
৮	কানাডা	১৯১৭, ১৯৫০
৯	জাপান	১৯৪৫, ১৯৪৭
১০	সুইজারল্যান্ড	১৯৭১
১১	ডেনমার্ক	১৯১৫
১২	আয়ারল্যান্ড	১৯১৮, ১৯২৮

১৩	যুক্তরাজ্য	১৯১৮, ১৯২৮
১৪	ফিনল্যান্ড	১৯০৬
১৫	লুক্সেমবার্গ	১৯১৯
১৬	অস্ট্রিয়া	১৯১৮
১৭	ফ্রান্স	১৯৪৪
১৮	জার্মানী	১৯১৮
১৯	স্পেন	১৯৩১
২০	নিউজিল্যান্ড	১৮৯৩
২১	ইতালী	১৯৪৫
২২	ইস্রাইল	১৯৪৮
২৩	পর্তুগাল	১৯৩১, ১৯৭৬
২৪	সাইপ্রাস	১৯৬০
২৫	গ্রীক	১৯২৭, ১৯৫২
২৬	বারবাডাস	১৯৫০
২৭	সিঙ্গাপুর	১৯৪৭
২৮	শ্লুভেনিয়া	১৯৪৫
২৯	কুরিয়া	১৯৪৮
৩০	চেকোশ্লাভিয়া	১৯২০
৩১	মাল্টা	১৯৪৭
৩২	আর্জেন্টিনা	১৯৪৭
৩৩	পোলান্ড	১৯১৮
৩৪	সিসিলি	১৯৪৮
৩৫	হাঙ্গেরী	১৯১৮
৩৬	শ্লোভাকিয়া	১৯২০
৩৭	উরুগুয়ে	১৯৩২
৩৮	এস্তোনিয়া	১৯১৮
৩৯	কোস্টারিকা	১৯৪৯
৪০	চিলি	১৯৩১, ১৯৪৯
৪১	লিথুয়ানিয়া	১৯২১
৪২	ক্রোশিয়া	১৯৪৫

৪৩	বাহমা	১৯৬১, ১৯৬৪
৪৪	লাটভিয়া	১৯১৮
৪৫	সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস	১৯৫১
৪৬	কিউবা	১৯৩৪
৪৭	বেলারুশ	১৯১৯
৪৮	ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো	১৯৪৬
৪৯	মেক্সিকো	১৯৪৭
৫০	এন্টিগোয়া এন্ড বারবোডা	১৯৫১
৫১	বুলগেরিয়া	১৯৩৭
৫২	পানামা	১৯৪১, ১৯৪৬
৫৩	মেসিডোনিয়া	১৯৪৬
৫৪	লিবিয়া	১৯৬৪
৫৫	মারিশাস	১৯৫৬
৫৬	রুশ ফেডারেশন	১৯১৮
৫৭	কলম্বিয়া	১৯৫৪
৫৮	ব্রাজিল	১৯৩৪
৫৯	বিলিজ	১৯৫৪
৬০	ডুমেনিকা	১৯৫১
৬১	ভেনিজুয়েলা	১৯৪৬
৬২	সামোয়া	১৯৯০
৬৩	সেইন্ট লুসিয়া	১৯২৪
৬৪	রুমানিয়া	১৯২৯, ১৯৪৬
৬৫	থাইল্যান্ড	১৯৩২
৬৬	ইউক্রেন	১৯১৯
৬৭	সিউরিনাম	১৯৪৮
৬৮	জ্যামাইকা	১৯৪৪
৬৯	সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডিয়েন্স	১৯৫১
৭০	ফিজি	১৯৬৩
৭১	পেরু	১৯৫৫
৭২	প্যারাগুয়ে	১৯৬১

৭৩	ফিলিপাইন	১৯৩৭
৭৪	মালদ্বীপ	১৯৩২
৭৫	তুর্কেমেনিস্তান	১৯২৭
৭৬	জর্জিয়া	১৯১৮, ১৯২১
৭৭	গোয়ানা	১৯৫৩
৭৮	গ্রানাডা	১৯৫১
৭৯	ডুমেনিকান/রিপাবলিক	১৯৪২
৮০	আলবেনিয়া	১৯২০
৮১	ইকুয়েডর	১৯২৯, ১৯৬৭
৮২	শ্রীলঙ্কা	১৯৩১
৮৩	আর্মেনিয়া	১৯২১
৮৪	ক্যাপ ভারডি	১৯৭৫
৮৫	চীন	১৯৪৯
৮৬	এল.সালভাদর	১৯৩৯
৮৭	আলজেরিয়া	১৯৬২
৮৮	মালডোভা প্রজাতন্ত্র	১৯৭৮, ১৯৯৩
৮৯	ভিয়েতনাম	১৯৪৬
৯০	দক্ষিন আফ্রিকা	১৯৩০, ১৯৯৪
৯১	বলিভিয়া	১৯৩৮, ১৯৫২
৯২	হন্ডুরাস	১৯৫৫
৯৩	ইকুয়াটুরাল গিউনিয়া	১৯৬৩
৯৪	মঙ্গোলিয়া	১৯২৪
৯৫	গ্যাবন	১৯৫৬
৯৬	গোয়াতেমালা	১৯৪৬
৯৭	নিকারাগুয়া	১৯৫৫
৯৮	সলোমন আইসল্যান্ড	১৯৭৪
৯৯	নামিবিয়া	১৯৮৯
১০০	বোতসোয়ানা	১৯৬৫
১০১	ইনডিয়া	১৯৫০
১০২	ভ্যানোয়াটো	১৯৭৫, ১৯৮০

১০৩	ঘানা	১৯৫৪
১০৪	কম্বোডিয়া	১৯৫৫
১০৫	মায়ানমার	১৯৩৫
১০৬	পাপুয়া নিউগিনি	১৯৬৪
১০৭	সোয়াজিল্যান্ড	১৯৬৮
১০৮	কমোরোস	১৯৫৬
১০৯	লাও পিউপালস ডেম প্রজাতন্ত্র	১৯৫৮
১১০	ভুটান	১৯৫৩
১১১	লিসোথো	১৯৬৫
১১২	কঙ্গো	১৯৬৩
১১৩	টোগো	১৯৪৫
১১৪	ক্যামেরুন	১৯৪৬
১১৫	নেপাল	১৯৫১
১১৬	জিম্বাবুয়ে	১৯৫৭
১১৭	কেনিয়া	১৯১৯, ১৯৬৩
১১৮	উগান্ডা	১৯৬২
১১৯	মাদাগাস্কার	১৯৫৯
১২০	হাইতি	১৯৫০
১২১	গাম্বিয়া	১৯৬০
১২২	নাইজেরিয়া	১৯৫৮
১২৩	দিজিবুইথি	১৯৪৬
১২৪	ইরিত্রিয়া	১৯৫৬
১২৫	সেনেগাল	১৯৪৫
১২৬	জিইনিয়া	১৯৫৮
১২৭	রুয়ান্ডা	১৯৬১
১২৮	বেনিন	১৯৫৬
১২৯	তানজানিয়া	১৯৫৯
১৩০	কুট ডিলভোরি	১৯৫২
১৩১	মালাভি	১৯৬১
১৩২	জামবিয়া	১৯৬২

১৩৩	এঙ্গোলা	১৯৭৫
১৩৪	চাদ	১৯৫৮
১৩৫	গিনি বিসাও	১৯৭৭
১৩৬	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	১৯৮৬
১৩৭	সেন্ট্রোল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৯৮৬
১৩৮	ইথিওপিয়া	১৯৫৫
১৩৯	মোজাম্বিক	১৯৭৫
১৪০	বুরোন্ডি	১৯৬১
১৪১	মালি	১৯৫৬
১৪২	বুরকিনা ফেসু	১৯৫৮
১৪৩	নাইজার	১৯৪৮
১৪৪	সিয়রা লিয়ন	১৯৬১

মদিনা প্রজাতন্ত্রে নারীর মতামত প্রদানের অধিকার

মদিনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বরকতময় সুন্নতের মাধ্যমে নারীর মতামত প্রদানকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করেন। তাঁর এই সুন্নাতের উপর আমল করতঃ খুলাফায়ে রাশেদিন তাঁদের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নারীদের মতামতের গুরুত্ব নিশ্চিত করেন। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম ইসলামে অর্ন্তভুক্ত হওয়া পুরুষদের থেকে যেভাবে অঙ্গীকার নিতেন সেভাবে নারীদের থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। পবিত্র কুরআন নারীদের অধিকার সম্বন্ধে বলেছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة:١٢]

অর্থ : "হে নবী! যখন আপনার নিকট মুমিন মহিলারা এই কথার ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য উপস্থিত হন, ১. তারা আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে অংশীদার করবে না, ২. চুরি করবে না, ৩. মন্দ কাজ করবে না, ৪.

নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, ৫. নিজেদের হাত আর পায়ের মাঝখান থেকে কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না, অর্থাৎ নিজের স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে অন্য কারো সন্তানকে নিজের গর্ভ থেকে প্রসব হয়েছে বলবে না, ৬. এবং কোন শরিয়তের বিষয়ে তার অবাধ্যাচরণ করবে না, তখন তিনি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে মার্জনা প্রার্থনা করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।"[১]

এভাবে বিভিন্ন হাদীস শরীফের মধ্যে আছে যে, শ্রদ্ধাভাজন মহিলা সাহাবীগণ হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতেন।

১. হজরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ، بِقَوْلِ اللهِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ بَايَعْتُكِ». كَلاَمًا وَلاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ».

অর্থ : "যে সকল মুসলমান নারী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করে আসতেন, তখন তিনি এই আয়াত মোতাবেক পরীক্ষা নিতেন। উরওয়া বলেছেন যে, হজরত মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, যেসকল মুসলিম রমনী এই সকল শর্ত স্বীকার করে নিতেন, তাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বলে দিতেন, আমি তোমাদেরকে বাইয়াত করে নিলাম। আর আল্লাহর কসম। বাইয়াত করার সময় রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাত দ্বারা কোনো মহিলার হাত কখনো স্পর্শ করেননি। মহিলাদেরকে তাঁর বাইয়াত করা ছিল নিছক মৌখিক ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বলতেন, আমি তোমাদেরকে অমুক বিষয়ের উপর বাইয়াত করে নিলাম।"[২]

[১] আল-কুরআন, আল-মুমতাহিনা, ৬০:১২

[২] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, ইজা জাআকুমুল মুমিনাত, ৪:১৮৫৬, ক্রমিক : ৪৬০৯০

২. হজরত উম্মে আতিয়া (রা.) বর্ননা করেছেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَتْ، مَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

অর্থ : "আমরা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত করেছি। তখন তিনি এই আয়াত খানা পড়েন : 'তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না।' আর তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের থেকে এক মহিলা নিজের হাত গুটিয়ে নেন। আরজ করলেন, অমুক মহিলা বিলাপ করতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছি। তিনি কিছু বলেননি। সে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। এসব কথা উম্মে সুলাইম, উম্মুল উলা, উম্মে সুবরার মেয়ে এবং মুয়াজের স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যদের পুরোপুরিভাবে অবগত করা যায়নি।"[১]

তাঁর এই বরকতময় সুন্নাতের উপর খিলাফতে রাশেদার যুগেও অব্যাহত ছিল। মতামত প্রদানের বিষয়াবলীর মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ পরিপূর্ণরূপে দেয়া হয়েছে। হজরত মিছওয়ার বিন মিখরমা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হজরত উমর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। তখন তিনি হজরত আবদুর রাহমান

২. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুত তালাক, ইজা আছলামাতিল মুশরিকাতু, ৫:২০২৫, ২০২৬, ক্রমিক : ৪৯৮৩

৩. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:২৭০

৪. তিবরানী, আল-মু'জমুল আউছত, ৪:২৭২ ক্রমিক : ৪১৭৩

৫. তিবরানি, আল-মু'জামুস ছাগীর, ১:৩২৭ক্রমিক : ৫৪১

৬. ইবনে মুনদাহ, আল-ঈমান, ২:৫২৮, ক্রমিক : ৪৯৪

৭. ইবনে মুনদাহ, আল-ঈমান, ২:৫২৮, ক্রমিক : ৪৯৪

৮. মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৯:১৪৩, ১৪৪

[১] ১. বুখারী শরীফ, আস-সাহীহ, কিতাবুল আহকাম, বায়আতুন-নিসা, ৬:২৬৩৭, ক্রমিক : ৬৭৮৯

২. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ৪:৬২

৩. আসকালানী, ফতহুল বারী, ৮:৬৩৮

৪. ইবনে কাসির, তাফছিরুল কুরআনিল আজিম, ৪:৩৫৪

বিন আউফ (রা.)-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। তাঁরা জনসংযোগের মাধ্যমে অনবরত তিনদিন ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের মতামত গ্রহণ করেন; সে অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে হজরত উসমান গনি জিন্নুরাইন (রা.)-কে খলিফা নিয়োগ করা হয়। এই মতামতের মধ্যে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিহাসের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানরাই এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১] অথচ রাজনৈতিকভাবে মহিলাদেরকে ভোটাধিকার প্রদানে আমরা পশ্চিমাদেরকে পথিকৃত মনে করি কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামই সর্বপ্রথম মহিলাদেরকে সত্যিকার ভোটাধিকার প্রদান করেছে।

৩. সংসদে প্রতিনিধিত্বের (Parliament) অধিকার

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের দানকৃত অতিসুন্দর গণতন্ত্রের মূলনীতির উপর খুলাফায়ে রাশিদীনও অবিচল ছিলেন। হজরত উমর ফারুক (রা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মহিলাদের থেকে পরামর্শ নিতেন। একরাত হজরত উমর (রা.) মদিনা শরীফে জনসাধারনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য ঘুরছিলেন। তিনি একটি ঘর থেকে একজন মহিলাকে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলেন। সে কবিতার দ্বারা মহিলাটি তার স্বামীর বিরহ বেদনা ব্যক্ত করছিলেন। তার স্বামী জিহাদে যাওয়ার কারণে বেশি দিন যাবৎ ঘর থেকে দুরে রয়েছেন। বিষয়টি তাঁকেও বেদনাহত করে। তিনি ফিরে এসেই উম্মুল মু'মিনীন হজরত হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী মুজাহিদগণ ঘর থেকে দূরে থাকার সর্বোচ্চ সময় চার মাস নির্ধারন করা হয়।[২]

হজরত উমর (রা.)-এর খিলাফত ব্যবস্থার বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর পরামর্শ সভার মধ্যে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এক সুযোগে যখন তিনি 'পরার্মশ পরিষদ' থেকে মহিলাদের মহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে মতামত নেন তখন পরামর্শ পরিষদ উপস্থিত একজন মহিলা বলেন, এ বিষয়ের ওপর আপনার কোন কর্তৃত্ব ও অধিকার নেই, কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আহকাম, কায়ফা য়ুবায়িয়ু, ৬:২৬৩৪, ২৬৩৫, ক্রমিক : ২৭৮১
২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৮:১৪৭
৩. তাবরানী, তারীখুল উমাম ওয়াল মালুল, ৩:৩৫-৩৭
৪. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫:২২৬-২২৭
[২] সুয়ুতী, তারীখুল খুলফা, ১৩৯

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء:٢٠]

অর্থ : "আর যদি তোমরা একজন স্ত্রীর বদলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও; আর তোমরা তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাক, তখন তার নিকট হতে তা ফেরত নিও না। তোমরা কি জুলুম, অপবাদ এবং স্পষ্ট গুনাহ দ্বারা সে সম্পদ ফিরিয়ে নেবে।"[১]

এর উপর হজরত উমর (রা.) তার অভিমত প্রত্যাহার করে নিলেন এবং বললেন,

امْرَأَةٌ خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصِمَتْهُ.

অর্থ : "একজন মহিলা উমরের সাথে বির্তক করেন আর সে মহিলা বির্তকে জয়ী হন।"[২]

অন্য এক বর্ণনায় বলেন,

امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ.

অর্থ : "মহিলাটি শুদ্ধ কথা বলেছেন আর পুরুষটি ভুল করলেন।"[৩]

এই ঘটনার আলোকে এই কথা প্রণিধানযোগ্য যে, সায়য়িদুনা উমর (রা.) কোন সাধারণ স্থলে অর্থাৎ মার্কেট, বাজার ইত্যাদির মধ্যে রাষ্ট্রীয় আলোচনা করেননি, বরং এই বিষয়টি পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছিল। যার অর্থ এই যে, সাধারণ মানুষের স্থলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই পরামর্শের মধ্যে শরিক ছিলেন। সুতরাং একজন পর্দানশীন মহিলা দাঁড়িয়ে হজরত উমরের মুখের উপর আপত্তি উত্থাপন করা দ্বারা এটাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, সে যুগে মহিলারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করা, সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং নিজের মতামত পেশ করার অধিকার ছিল। উপরন্তু এর ওপর হজরত উমর (রা.)-এর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের কোন স্থান নেই বরং পুরুষ মহিলার সমান অধিকার রয়েছে।

[১] আল-কুরআন, আন-নিসা, ৪:২০
[২] আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নিফ, ৬:১৮০, ক্রমিক : ১০৪২০
[৩] শউকানী, নায়লুল আউতার, ৬:১৭০

দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের আইনগত বিষয় পরিচালনা সম্বন্ধেও নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বরং পার্লামেন্টের সামনে বিল উপস্থাপন করা যায় এবং পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্য এই সম্বন্ধে নিজের মতামত দিতে পারে। যদি বিরোধিতার মধ্যে দলীল দৃঢ় হয় তখন বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। অন্যথায় পরস্পর ঐক্যমতের ভিত্তিতে সে বক্তব্য আইন হয়ে যাবে। আর আধুনিক যুগে এই পদ্ধতিকে গনতন্ত্র বলা হয়।

৪. রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নারী

ইসলামের পূর্বে নারীদেরকে কোন রকমের সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কার্যক্রমের যোগ্য মনে করা হতো না। ইসলাম মহিলাদেরকে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে সম্মান দান করেছে। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম নিজের বরকতপূর্ণ সুন্নাত দ্বারা নারী থেকে পরামর্শ গ্রহনের শিক্ষা দেন। ইসলামের প্রথম দিকে হজরত খদিজা (রা.)-এর কার্যক্রম এর স্পষ্ট উদাহরণ। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মহাত্মা সাহাবীগণ মক্কার কাফেরের সাথে চুক্তির পরে চুক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁদেরকে ইরশাদ করেন,

«قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا».

অর্থ : "দাঁড়িয়ে যাও, কুরবানী কর এবং চুল কেটে ফেল।"[১]

তখন সাহাবাদের থেকে কেউ দাঁড়াননি। এর ওপর তিনি স্বীয় বিশ্রামালয়ে হজরত উম্মে সালমা (রা.)-এর নিকট তাশরিফ নিলেন এবং তাঁর সাথে পরামর্শ করলেন। তখন হজরত উম্মে সালমা তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বলেন,

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুশ শুরুত, আশ শুরুত ফিল জিহাদ, ২:৯৭৮, ক্রমিক : ২৫৮১
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, ফী সুলহিল আদদ, ৩:৮৫, ক্রমিক : ২৭৬৫
৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৩৩০
৪. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৫:৩৪০, ক্রমিক : ৯৭২০
৫. ইবনে আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৭:৩৮৯, ক্রমিক : ৩২৮৫৫
৬. ইবনে জারুদ, আল-মুনতকা, ১৩৩, ক্রমিক : ৫০৫
৭. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৯:২২০
৮. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, ৯:২২০
৯. তবরানী, আল-মু'জমুল-কাবীর, ২০:১৪, ক্রমিক : ১৩

يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا.

অর্থ : "হে আল্লাহর নবী! আপনি কী চাচ্ছেন যে, তারা আপনার নির্দেশ মোতাবেক কুরবানী করুক এবং মাথা মুণ্ডিয়ে নিক? আপনি তাদের নিকট ফিরে যান এবং তাদের কারো সাথে কোন কথা বলবেন না বরং স্বীয় কুরবানীর পশু জবেহ করবেন। হাজাম ডেকে মাথার চুল মুবারক কাটবেন। এভাবে তিনি বাহিরে তাশরিফ আনলেন। তিনি কারো সাথে কথা বলেননি। বরং এভাবে করলেন অর্থাৎ কুরবানীর পশু জবেহ করলেন এবং নর সুন্দর ডেকে মাথা কামালেন। সাহাবাগন যখন এটা দেখলেন, তখন তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কুরবানী করতে লাগলেন এবং একে অন্যের চুল কাটতে লাগলেন। অথচ তাদের প্রচণ্ড চিন্তা এমন ছিল যে, বস্তুত একে অন্যকে এই চিন্তায় হত্যা পর্যন্ত করতে পারত।"[১]

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উম্মে সালমা (রা.) থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা মতামতের অধিকারী নারী সমাজ থেকে পরামর্শ গ্রহনের বৈধতার নীতি প্রমান করছে।[২]

তাঁর এই শিক্ষার উপর খুলাফায়ে রাশিদানও আমল করেছেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লহু তায়ালা আনহু সামরিক সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তিদের ঘরের বাইরে থাকার মেয়াদ নির্ধারণ হজরত হাফসা (রা.)-এর পরামর্শক্রমে করেছেন।

৫. ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে মহিলাদের নিয়োগ

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মহিলাদেরকে শুধু পরামর্শ পরিষদের সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল না, বরং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তাদেরকে

[১] ১. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুশ শুরুত, আশশুরুত ফীল জিহাদ, ২:৯৭৮, ক্রমিক : ২৫৮১
২. আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৫:৩৪০ ক্রমিক : ৯৭২০
৩. তবরী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২:৬৩৭
৪. ইবনে হাব্বান, আস-সাহীহ, ১১:২২৫, ক্রমিক : ৪৮৭২
৫. ইবনে হাযম, আল-আহকাম, ৪:৪৪৭

[২] ইবনে হাজর আসকালানী, ফতাহুল বারী, ৬:১৭৫

নিয়োগ দেয়া হতো। যেমন-হজরত উমর (রা.) শিফা বিনতে আবদিল্লাহ আদবিয়াকে বাজারের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি "কাজাউল হাসবাহ" বা Accountability court এবং "কাজায়ে সওক বা Market Administration-এর দায়িত্বশীল ছিলেন।

শিফা খুবই বোদ্ধা এবং যোগ্য মহিলা ছিলেন। হজরত উমর (রা.) তার মতামতকে অগ্রগণ্য রাখতেন। তাকে ভাল জ্ঞান করতেন এবং অন্যদের উপর মর্যাদা দিতেন।[১]

হজরত সামারা বিনতে নাহীর আসদিয়া (রা.) হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সময়কাল পেয়েছিলেন এবং যথেষ্ট বয়স্কা ছিলেন। তিনি যখন বাজার দিয়ে যেতেন তখন সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারন করতেন। তার সাথে একটি লাঠি থাকত। যে সকল লোককে অন্যায় কাজে রত পেতেন তিনি এটা দ্বারা তাদের পেঠাতেন।[২]

৬. দূত হিসাবে মহিলাদের নিয়োগ

রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীর মধ্যে মহিলাদের কার্যক্রমের উপর ইসলামের নির্ভরতার ফলাফল ছিল যে, হজরত উসমান (রা.) স্বীয় খিলাফতকালের হিজরী ২য় সালে হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা.)-কে রোম সাম্রাজ্যের দরবারে দূতিয়ালির মিশন নিয়ে প্রেরণ করেন।

وَبُعِثَتْ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عَلِيِّ بِنْ أَبِيْ طَالِبٍ إِلَى مَلِكَةِ الرُّوْمِ بِطِيْبٍ وَمَشَارِبٍ وَأَحْفَاشٍ مِنْ أَحْفَاشِ النِّسَاءِ وَدَسَّتْهُ إِلَى الْبَرِيْدِ فَأَبْلَغَهُ لَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ وَجَاءَتْ اِمْرَأَةُ هِرَقْلَ وَجَمَعَتْ نِسَاءَهَا وَقَالَتْ هَذِهِ هَدِيَّةُ اِمْرَأَةِ مَلِكِ الْعَرَبِ وَبِنْتِ نَبِيِّهِمْ.

অর্থ : "হজরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে রোম সাম্রাজ্যের দিকে সুগন্ধ পানীয় এবং মহিলাদের আসবাব রাখার সিন্ধুক দিয়ে প্রেরণ করেন। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য হেরাক্লিয়াসের স্ত্রী এসেছিলেন। তিনি রোমের মহিলাদেরকে একত্রিত করেন এবং বলেন, এই উপঢৌকন আরবের বাদশাহর স্ত্রী এবং তাঁদের নবীর দুলালী নিয়ে এসেছেন।"[৩]

---

[১] ১. ইবনে হাযম, আল-মহল্লী, ৯:৪২৯
২. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিয়াব বর হাশিয়া আল-ইছাবাহ, ৪:৩৪১
[২] ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিয়াব বর হাশিয়া আল-ইছাবাহ, ৪:৩৩৫
[৩] তবরী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২:২০১

এইভাবে তিনি দুতিয়ালীর পদে মহিলাদের নিয়োগ করার নজির স্থাপন করেন।

৭. রাষ্ট্রের প্রতিক্ষার দায়িত্ব মহিলাদের নিয়োগ

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে মহিলারা জিহাদে অংশ নিতেন। তিনি মহিলাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য সাহস যোগাতেন। মহিলাদের এই বিষয়টি ইসলামী জীবনাদর্শের মধ্যে তাদের কার্যক্রমে এবং দৃষ্টান্তমূলক অবস্থানের বহিঃপ্রকশ।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ : لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَتْ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ. قَالَ أَنَس : فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

অর্থ : "হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বিনতে মিলহান (রা.)-এর ঘরে শুভ পর্দাপন করেন, হেলান দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন, অতঃপর হাসলেন। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কেন হাসলেন? বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর রাস্তার মধ্যে এই সবুজ সমুদ্রে আরোহন করছেন। তাদের দৃষ্টান্ত এ রূপ যেভাবে বাদশাহরা নিজের সিংহাসনে বসে আছেন। আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে ইনাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করুন। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন, এবং পুনঃহেসে উঠলেন আর এভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি প্রথমবারের ন্যায় জবাব দিলেন। তিনি আরজ করলেন, যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেন, তাঁকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বললেন, তোমার অন্তর্ভুক্ত প্রথম দলের মধ্যে হয়েছে, দ্বিতীয় দলে নয়। হজরত আনাছ (রা.)

বলেন যে, এরপর হজরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। অতঃপর তিনি হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর স্ত্রী বিনতে করজার সহযাত্রী হয়ে সামুদ্রিক সফরে বের হন। যখন ফেরত আসেন তখন জন্তুর ওপরে আরোহন করতে গিয়ে হঠাৎ তা থেকে সিটকে পড়েন এবং ওফাতপ্রাপ্ত হন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ : غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

অর্থ : "হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, যখন উহুদ যুদ্ধে মানুষেরা হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে সরে যায় তখন আমি হজরত আয়শা বিনতে আবি বাকার এবং হজরত উম্মে সুলায়ম (রা.)-কে দেখেছি যে, উভয়ে নিজেদের আঁচল গুটিয়ে আছেন আর আমি তাদের পায়ের গোড়ালী দেখে রয়েছি। তাঁরা স্ব-স্ব পিঠে বহন করে পানির কলসী আনছেন আর তৃষ্ণার্ত মুসলমানদেরকে পান করাচ্ছেন। আবার যাচ্ছেন আর পানি ভর্তি করে কলসী নিয়ে আসছেন আর পিপাসীত মুসলমানদেরকে পান করাচ্ছেন।"[২]

قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ. فَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াছ ছিয়ার, গযউল মারয়াতি, ৩:১০৫৫, ক্রমিক : ৬৭২২
[২] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াছ ছিয়ার, গযউল মারয়াতি, ৩:১০৫৫, ক্রমিক : ২৭২৪

অর্থ : "সা'লাবা বিন আবি মালিক (রা.) বর্ণনা করছেন যে, হজরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মদিনা শরীফের পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে কিছু চাদর বিতরণ করেছিলেন। একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট থেকে যায়। উপস্থিত লোকদের থেকে কেউ বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! এটা আল্লাহর হাবীবের এই কন্যাকে দিয়ে দিন যিনি আপনার হেরেমে রয়েছেন। তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা.)। হজরত উমর বললেন, উম্মে সলিত অধিক যোগ্য। উম্মে সলিত আনসারদের সে মহিলাদের অর্ন্তভুক্ত যারা আল্লাহর রাসুলের পবিত্র হাতে বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং তিনি এই চাদরের জন্য এই কারণে বেশি উপযুক্ত যে, উহুদ যুদ্ধে তিনি আমাদের জন্য কলসি ভরে ভরে পানি আনতেন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

অর্থ : "হজরত আনছ (রা.) বলছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম এবং আর কিছু আনসারী মহিলাদের সহযোগী হয়ে জিহাদ করতেন। এই মহিলার পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন।"[২]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرِيضِ.

অর্থ : "হজরত উম্মে আতিয়াহ বলছেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি জিহাদে অংশ নিয়েছি। আমি যোদ্ধাদের অবস্থানস্থলে তাদের পেছনে থাকতাম, তাদের জন্য রান্না করতাম, আহতদেরকে ব্যান্ডেজ দিতাম আর অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম।"[৩]

[১] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াছ ছিয়ার, হামলুন নিছা, ৩:১০৫৬, ক্রমিক : ২৭২৫
[২] ১. তিরমীজী, আস-সুনান, কিতাবুছ ছিয়র, মাজা ফিল খুরুজি, ৪:১৩৯, ক্রমিক : ১৫৭৫
২. আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, আন-নিসা য়াগযুউনা, ৩:১৮, ক্রমিক : ২৫৩১
৩. ইবনে হাব্বন, আস-সাহীহ, ১১:২৬, ক্রমিক : ৪৭২৩
[৩] মুসলিম, আসসাহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াছ ছিয়ার, আননিছাউল গাযিয়াত, ৩:১৪৪৭, ক্রমিক : ১৮১২

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগেও এমন নারীদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা অসাধারণ সামরিক সেবা দিয়েছেন। হজরত আয়শা (রা.) এবং হজরত নসিবাহ বিনতে কা'ব উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সুফইয়াহ বিনতে আবদিল মুত্তালিব খায়বারে ইহুদীদের হত্যা করেছেন। হজরত আযরাহ বিনতিল হারিছ বায়সান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। উম্মে আতিয়া আনসারী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। উম্মে হাকিম বিনতীল হারিস রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের গ্রন্থরাজিতে অসংখ্য মুসলিম বীর নারীর উল্লেখ আছে যাদের সামরিক কার্যক্রমের আলোচনা সোনালী বর্ণে জ্বলজ্বল করছে।[১]

৮. অমুসলিমকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা ও ইসলাম নারীদেরকে প্রদান করেছে

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে ইসলাম মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

১. হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হজরত যয়নাব (রা.) নিজের স্বামী আবুল আ'স ইবনুর রাবিতকে রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা দিয়েছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে বহাল রেখেছেন।[২]

২. হজরত উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব নিজের দেবরদের দুই ব্যাক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন আর রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম তা বহাল রেখে বলেছেন,

«قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ».

অর্থ : "হে উম্মে হানী! যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছে, তাকে আমিও আশ্রয় দিলাম।"[৩]

---

[১] ১. ওয়াকেদী, আল-মাগাযী, ২:৫৭৪
২. বায়হাকী, দলায়িলুন নবুয়ত, ২:৭১২
৩. বলাযুরী, আনছাবুল আশরাফ, ১:৩২৬
[২] ইবনে হিশাম, আছ-ছিরাতুন নববীয়া, ১:৬৫৭
[৩] ১. তিরমীজি আস-সুনান, কিতাবুছ ছিয়ার, মাজা ফী আমানিল আবিদ, ৪:১৪, ক্রমিক : ১৫৭৯
২. আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬:৩৪১, ক্রমিক : ২৬৩৬

৩. হজরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ». يَعْنِي تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ : "মহিলারা পুরো জাতির জন্য নিরাপত্তা দিতে পারে,অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে।"[১]

৪. মহিলাদের নিরাপত্তা প্রদান যথার্থ হওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণের শাসনামলের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় ছিল। উপরন্তু হজরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন যে,

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ.

অর্থ : "যদি কোন মহিলা মুসলমানদের সুবিধার প্রতিকূলেও কাউকে নিরাপত্তা দিয়ে দেয় তাহলে সেটাও অনুমোদিত।"[২]

৯. মুসলিম সমাজ জীবনে মহিলাদের কার্যক্রম

এটা নারীদেরকে ইসলাম প্রদত্ত সম্মান এবং মর্যাদাই ছিল; যা দ্বারা তাঁরা সমাজের এক প্রভাবশালী এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছেন। ফলে তাঁরা জীবনের প্রত্যেক স্তরে অত্যুজ্জল ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক, ব্যবস্থাপনা ও কূটনৈতিক ভূমিকা ছাড়াও শিক্ষা এবং পেশাদারিত্বের জগতেও নারীরা অনুপম অবস্থানের স্বাক্ষর রেখেছেন। হাদীস বর্ণনা, বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত, সুন্দর হস্তলিপি, কবিতা, সাহিত্য এবং অপরাপর জ্ঞান ও পেশার মধ্যেও অসংখ্য নারী দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।[৩] এদের কয়েকজনের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো :

ক্রমিক	নাম	যে বিষয়ে বিখ্যাত
১.	মুমিন জননী হজরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.)	হাদিস বর্ণনা, ইসলামী আইন ফিকহ, ইতিহাস, বংশ লতিকা, কবিতা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও

---

[১] ১. তিরমিজী, আস-সুনান, কিতাবুস ছিয়ার, মাজা ফী আমানিল আবদি, ৪:১৪১, ক্রমিক : ১৫৭৯
২. আহমাদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২:৩২৫
[২] আবু দাউদ, আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, ফী আমানিল মারআতি, ৩:৮৪, ক্রমিক : ২৭৬৪
[৩] ১. তবরী, তারীখুল উমামওয়াল মুলুক, ৪:২৬০
২. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিআব বর হাশিয়াতুল ইছাবাহ, ৪:৩৩৫

		জোতিষ বিদ্যা
২.	আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)	হাদীস বর্ণনা
৩.	উম্মে আবিদল্লাহ বিন যুবাইর	হাদীস বর্ণনা
৪.	শিফাউন আদাবিয়া	বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ, সুন্দর হস্ত লিপি ও ইসলামী ক্যালিওগ্রাফি ও মুমিন জননী হজরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর শিক্ষিকা
৫.	আয়শা বিনতে তালহা	কবিতা, সাহিত্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও নভোমণ্ডল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ
৬.	সাকিনাহ বিনতে হুসাইন (রা.)	কবিতা ও আরবী সাহিত্য বিষয়ক পণ্ডিত
৭.	বিলাদা বিনতে সনকনিল এয়াদী	কবি এবং সাহিত্যিক
৮.	আলয়া বিনতে মাহদি	কবি, সাহিত্যিক
৯.	হামযাহ বিনতে যিয়াদত	কবি, সাহিত্যিক
১০.	খুনাসা	কবি, সাহিত্যিক
১১.	আয়িশাতুল বাউনিয়া	কবি, সাহিত্যিক
১২.	মায়মুনা বিনতে সা'দ	হাদীস বর্ণনা –হজরত আলী (রা.)ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
১৩.	কারিমা মারুযীয়া	হাদীস বর্ণনা –ইমাম বুখারী তাঁর থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।
১৪.	উম্মে ফজল কারিমা বিনতে আবদিল ওহাব	ইলমে হাদীস বিষয়ক শিক্ষিকা
১৫.	ফাতিমা বিনতে আব্বাস	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী

		আইনবিদ, বক্তা, মিশর এবং দামেস্কের বড় প্রভাবশালী নেত্রী
১৬.	ফাতিমা হামরানিয়া	হাদিসের পণ্ডিত
১৭.	উখত মযনী	ইমাম শাফিয়ী থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, আল্লামা মারাদিয়ী তাঁর থেকে যাকাত বিষয়ক মাসয়ালা বর্ণনা করেছেন।
১৮.	নাফিছা বিনতে হাসান বিন যায়ি বিন হাসান বিন আলী বিন আবী তালিব	বিশিষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিত
১৯.	হুজায়মা বিনতে হায়ই	প্রখ্যাত তাবিয়ী, হাদিসবিদ, ইমাম তিরমীজি ও ইবনে মাজা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
২০.	নারী জাতীর গৌরব সায়য়িদা শাহিদা	হিজরী পঞ্চম সনে শাহাদত বরণকারী, বীর নারী ও ইসলামী ইতিহাসের পণ্ডিত ও শিক্ষিকা
২১.	সায়য়িদাহ অয়িশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম উনদুলুসিয়া	শিক্ষাবিদ, মর্যাদাবান ও ইসলামী ক্যালিওগ্রাফিক্স
২২.	লুবনী	ভাষাবিদ ও নাহু বিশেষজ্ঞ
২৩.	ফাতিমা বিনতে আলী বিন হুসাইন বিন হামযা	হাম্বলী মাজহাবের ফিকহ সম্বন্ধে পারদর্শী –সমসাময়িক আলেমগণ তাঁর কাছে হাদীস পড়েছেন এবং প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ দারমী শরিফের সনদের অনুমতি নিয়েছেন।
২৪.	রাবিয়া কসিসাহ আদফবিয়া	বক্তা ছিলেন –ইমাম হাসান বসরীও তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

২৫.	সারাহ বিনতে উমর বিন আবদিল আযিয	হাদীসবেত্তা
২৬.	উম্মে আয়মান হাবশিয়া	শিক্ষিকা ও প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত
২৭.	শিফা বিনতে আবদিল্লাহ আদবিয়া	হাদীস বর্ণনায় পারদর্শী ও পণ্ডিত
২৮.	দুররা বিনতে আবি লাহবন	মুহাদ্দিস ও কবি
২৯.	ফাতিমা বিনতে কায়িস	শিক্ষাবিদ এবং আইনবিদ
৩০.	আসমা বিনতে আবী বকর	চিকিৎসা জ্ঞানে পারদর্শী
৩১.	ফারিয়া বিনতে মালিক	হাদীস বেত্তা ও যোদ্ধা
৩২.	সালমা বিনতে কায়স আনসারিয়া	চিকিৎসা বিজ্ঞানী
৩৩.	যায়নাব বিনতে আবি সালমাহ	হাদীস বেত্তা, আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ
৩৪.	উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা উমাবিয়া	ইসলামী ক্যালিগ্রাফিক্স, বিশুদ্ধ কিরআত বিশেষজ্ঞ, হাদীসবিদ ও বর্ণনাকারী
৩৫.	সুফয়িয়া বিনতে আবদিল মুত্তালিব	কবি ও গীতিকার
৩৬.	উম্মে সিনান আসলাসিয়াহ	হাদীসবিদ
৩৭.	উম্মে ফজল বিনতে হারেস	হাদিসবিদ, বর্ণনাকারী ও আইনবিদ
৩৮.	সায়য়িদা শরিফা ফাতিমা	য়ামন, সান্‌য়াহ ও নামরানের প্রাদেশিক গভর্ণর, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ
৩৯.	শিফা বিনতে আবদিল্লাহ মাখজুমিয়া	আইনজ্ঞ হিসাবে হজরত উমর (রা.) তাঁকে ইসলামী আদালতের দায়িত্বভার, কাজাউল হাসবাহ বা Accoun Tability court এবং কাজাউস সুক বা Market Administration

		ইত্যাদির দায়িত্বভার অর্পণ করেন।
৪০.	উম্মে খলিফা মুকতাদির	বাগদাদের মাহকমাহ ইসতিনাফ তথা Appellant court-এর দায়িত্বশীল
৪১.	সায়য়িদা আরওয়া বিনতে আহমাদ বিন মুহম্মদ	পঞ্চম হিজরীর শেষে য়ামেনের বিচারক ছিলেন ও আল-মালিকুল আকরামের সহধর্মিনী ছিলেন।
৪২.	সায়য়িদা হানিফাহ খাতুন	সুলতান সালাহ উদ্দিনের ভাইয়ের মেয়ে ৬৩৪ হিজরীতে হালব প্রদেশের গভর্নর ছিলেন।
৪৩.	আশির অধিক বিদুষী রমণী থেকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাআসা ইবনে আসাকির হাদিস বর্ণনা করেন। সবাই হাদিসবেত্তা ছিলেন।[১]	

প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কিছু বিদূষী রমণীর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	নাম	যে বিষয়ে বিখ্যাত
১.	হজরত আয়শা (রা.)	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
২.	হজরত উম্মে সালমা (রা.)	উহুদ যুদ্ধে শরিক হন

[১] ১. মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল ইমান, বয়ানু ইন্নাল ইসলামা বদাআ গরীবান, ৭:১৪৪-৪৫
২. ইবনে সা'দ, আত-তাবকাতুল কুবরা, ৮:৪৫-৪৮
৩. ইবনে সা'দ, আত-তাবকাতুল কুবরা, ২:৩৩০
৪. বায়হাকী, দলায়িলুন, নবুয়্যাত, ৫:৪১৬-১৭
৫. বায়হাকী, দলায়িলুন, নবুয়্যাত, ৬:১৮১,১৮২
৬. বায়হাকী, দলায়িলুন, নবুয়্যাত, ৭:১৮৯
৭. ইবনে আবদিল বর, আল-ইসতিয়াব, ৪:২৯১, ৩৩৩, ৪৪৪
৮. নববী, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১:১৪২, ১৪৩
৯. ইবনে আছির, উসদুল গাবাহ ফী মা'রফাতিছ ছাহাবা, ৫:৪, ৪৫০, ৫৪০
১০. ইবনে কাছির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫:৭৮
১১. আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ, ৪:২৯১, ৩১১, ৩৩৩
১২. আসকালানী, তাহজীবুত তাহজীব, ১২:৪২১, ৪২৮, ৪৭৭
১৩. মোল্লা আলী কারী, উমদাতুল কারী, ১:২৮
১৪. যুরকানী, শরহিল মাওয়াহিবীল লুদুনিয়াহ, ৪:২৭৯-২৮১

৩.	সুফয়িয়াহ বিনতে আবদিল মুত্তালিব	হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের ফুফি ছিলেন। খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে একজন য়াহুদীকে হত্যা করেন।
৪.	উম্মুল খায়র বিনতে হারিস বারেকিয়া	যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষার বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন।
৫.	যুরকা বিনতে আদী বিন কায়েস হামযায়িয়া	যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা মূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন।
৬.	ইকরামা বিনতে আতরাশ	যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।
৭.	উম্মে সিনান বিনতে হাশিমা ইবনে খারশা	যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ।
৮.	আযরাহ বিনতে হারিস বিন কালদা	সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান এবং আহলে বিসান এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।
৯.	উম্মে আতিয়াহ আনসারিয়া	রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের সাহিত সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১০.	উমায়য়া বিনতে কায়স কিফারীয়া	খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১১.	উম্মে হাকিম বিনতে হারিস	রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১২.	উম্মে আয়মান হাবশিয়া	উহুদ যুদ্ধ, খায়বার যুদ্ধ, হুনাইন ও মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১৩.	উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান	খায়বার এবং হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১৪.	উম্মে হারাম বিনতে মিলহান	ইসলামের প্রথম মহিলা নৌযোদ্ধা
১৫.	হুমনাহ বিনতে জাহাশ	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১৬.	আসমা বিনতে আমর আনসারীয়া	হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১৭.	রাবি' বিনতে মুয়াওয়াজ আনসারিয়া	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১৮.	নাসিবাহ বিনতে কা'ব আনসারিয়া	উহুদ, বনি কুরায়জাহর যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, খায়বার, হুনাইন ও য়ামামা'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
১৯.	উম্মে সুফয়িয়ান আসলামিয়া[১]	তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

[১] ১. ওয়াকেদী, আল-মুগাযী, ১:২৫৯,২৫০
২. ইবনে সাদ আততাবকাতুল কুবরা, ৮:৪১৫
৩. বায়হাকী, দলায়িলুন নবুয়্যাতি, ২:৭১২
৪. আবু নায়ীম, হুলয়িয়াতুল আউলিয়া অয়াতাবকাতুল আসফিয়া, ২:৬৪
৫. নববী, তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১:২১২
৬. বেলাযরী, আনসাবুল আশরাফ, ১:৩২৬

সারাংশ

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম পুরুষের জীবন পরিচালনার ন্যায় নারীদেরকেও ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার প্রদান করে এমন এক সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে যেখানে প্রতিটি অংশ একটি কার্যকর শক্তি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নারী ইসলাম প্রদত্ত অধিকারের বদৌলতে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবস্থপনার জগতের মধ্যে কার্যকর ভূমিকা রেখে জীবনমানকে উন্নতির চরম স্তরে পৌছে দেয়ার কারণ হয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের মধ্যে মহিলাদের ভূমিকার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেকার আলোচনা জ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ বহন করে।

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. ইবনে আছির : আবুল হাছান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করিম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী জযরী (৫৫৫–৬৩০ হি./১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), আসাদুল গা-বাহ ফী মা'রিফাতিছ সাহাবাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন

৩. আহমদ বিন হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪–২৪১ হি./৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), আল্ মুসনাদ আল্-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৮হি./১৯৭৮ খ্রি).

৪. উনদুলছী : উমর বিন আলী বিন আহমদ ওয়াদিয়াশী (৭২৩–৮০৪ হি.), তুহফাতুল মুহতাজ ইলা আদিল্লাতিল মুহতাজ, দারে হেরা, মক্কা মুকাররমা, সউদী আরব (১৪০৬ হি.)

৫. বুখারী : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগিরাহ (১৯৪–২৫৬ হি./৮১০–৮৭০ খ্রি.), আত্-তারিখুল কবির, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

৬. বাযযার : আবু বাকার আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদিল খালিক বসরী (২১০–২৯ হি./৮২৫–৯০৫ খ্রি.), আল-মুসনাদ, বৈরুত, লেবানন (১৪০৯ হি.)

৭. বলাজুরী : আহমদ ইবনে ইয়াহয়া বলাজুরী, আনসাবুল আশরাক, দারুল মা'রিফ মিশর

৮. বলাজুরী : আহমদ ইবনে ইয়াহয়া বলাজুরী, ফতুহুল বুলদান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুছা

(৩৮৪-৪৫৮হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), দলায়েলুন নবুয়াত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.)

১০. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুছা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), আস-সুনানুস সাগীর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, (১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)

১১. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্র.), আস-সুনানুল কুবরা মাকতাবাতু দারিল বায, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব (১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

১২. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুছা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), শুয়াবুল ঈমান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.)

১৩. তিরমিযী : আবু ইসা মুহাম্মদ ইবনে ইসা ইবনে সুরাহ ইবনে মুসা ইবনে দাহহাক সালমী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ খ্রি.), আল-জামেয়ুস সহীহ, দারুল গরবিল ইসলামী (১৯৯৮ খ্রি.)

১৪. ইবনে জারুদ : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী নিশাপুরী (৩০৭ হি.), আল-মুনতাকা, মুআচ্ছাচাতুল কিতাবিস সাকাফিয়া (১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), বৈরুত, লেবানন

১৫. ইবনে জাওযী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.), আত-তাহকীকু ফিল আহাদিসিল খিলাফ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৯৯৪ খ্রি.)

১৬. ইবনে জাওযী : ইবনে জাওযী আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.), মুনাকেব আমীরুল মুমীনিনা ওমর ইবনে খাত্তাব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

১৭. হাকীম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.)

১৮. হাকীম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিননাসরে ওয়াত তাওযি

১৯. ইবনে হাব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), আছ-ছিকাতি, দারুল ফিকরে বৈরুত, লেবানন (১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.)

২০. ইবনে হাব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), আস-সাহীহ, বৈরুত, লেবানন, মুয়াচ্ছাসাতুর রিছালা (১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.)

২১. ইবনে হাব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খ্রি.), আস-সাহীহ, বৈরুত, লেবানন, তাবকাতুল মুহাদ্দীছিনা বি-আসবিহান, মুয়াচ্ছাচাতুর রিছালা (১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)

২২. ইবনে হাযম : কুরতুবী, হাজ্জাতুল বিদা', বায়তুল আফকারী আদিল্লাতে লিন্নাছরে ওয়াততাওযী (১৯৯৮ খ্রি.)

২৩. হুসাইনী : ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ (১০৫৪-১১২০ হি.), আল-বায়ানু ওয়াত তারীফু, দারুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন (১৪০১ হি.)

২৪. হুমায়দী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (২১৯ হি./৮৩৪ খ্রি.), আল-মুসনাদ, দারুল কুতুবিল আরবী, বৈরুত, লেবানন (১৪০১ হি.)

২৫. ইবনে খুযাইমা : আবু বাকার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ খ্রি.), আস-সাহীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৩৯০ হি./১৯৭০ খ্রি.)

২৬. খেলাল : আবু বাকার আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে যায়িদ (৩১১-৩৩৪ হি.), আস-সুন্নাতু, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪১০ হি.)

২৭. আবু দাউদ : সুলায়মান ইবনে আশআছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশির ইবনে শাদ্দাছ আযদী ছিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ খ্রি.) পর্যন্ত, আস্ সনান, দারুল ফিকরে, বৈরুত, লেবানন (১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.)

২৮. আবু দাউদ : সুলায়মান বিন আশআছ বিন ইসহাক বিন বশির বিন শাদ্দাদ আযদি ছিজীছতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), কিতাবুল মরাছিল, মুয়াচ্ছাছাতুর রিছালত (১৪০৮ হি.), বৈরুত, লেবানন

২৯. আবু দাউদ : সুলায়মান বিন আশআছ বিন ইসহাক বিন বশির বিন শাদ্দাদ আযদি ছিজীছতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), কিতাবুল মরাছিল, মাকতাবাতুল ইলমিয়া, লাহোর পাকিস্তান

৩০. দারে কুত্নী : আবুল হাছান, আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদি বিন মাসউদ বিন নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হিজরী ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), আসসুনান, দারুল মারিফাতে বৈরুত, লেবানন (১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.)

৩১. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮২৯ খ্রি.), দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত, লেবানন (১৪০৭ হি.)

৩২. দাইলমী : আবু শুজা' শি-রোয়িয়াহ বিন শহরদার বিন শী-রোইয়াহ বিন ফাতাখসুরু হামদা-নী (৪৪৫-৫০৯ হি./১১১৫ খ্রি.), আল-ফিরদাউছ বিমাসুরিল কিতাব, দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ (১৯৮৬ খ্রি.)

৩৩. ইবনে রাহুভীয়া : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুখলদ ইবনে ইবকাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ খ্রি.), আল-মুসনদ মকতাবাতুল ঈমান, মদীনা মুনওয়ারাহ সৌদি আরব (১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.)

৩৪. রূইয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.), আল-মুসনদ, মুয়াচ্ছাচাহ করতাবাহ, কায়রো, মিসর (১৪১৬ হি.)

৩৫. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে ইলওবান মিসরী আযহারী মালকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ খ্রি.), শরহুল মাওয়াহি বু-ল্লাদুনিয়াহ, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.)

৩৬. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে ইলওবান মিসরী আযহারী মালকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ খ্রি.), শরহুল মুয়াত্তা দারুল

কিতাবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন (১৪১১ হি.)

৩৭. যায়লিয়ী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ খফী (৭৬২ হি.), নসবুরায়াতে, লিয়িহাদিসেল হেদায়তে, দারুল হাদীস মিসর (১৩৫৭ হি.)

৩৮. ইবনে ছাদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮–২৩০ হি./৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), আতাবকাতুল কুবরা, দারে বৈরুত লিত্-তবায়িদে ওয়ান নশরে, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.)

৩৯. সুয়ূতী : জালালুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান (৮৪৯–৯১১ হি./১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), আদ্ দুররুল মানছুর, ফীত্ তাছছীরিল বিল মানছুর, দারুল, মা'রাফাহ, বৈরুত, লেবানন

৪০. সুয়ূতী : জালালুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান (৮৪৯–৯১১ হি./১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), শরহুস সুনানে ইবনে মাজা, কদিমী কুতুবখানাহ, করাচী, পাকিস্তান

৪১. সুয়ূতী : জালালুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান (৮৪৯–৯১১ হি./১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), আদ্দী বা-জ, দারে ইবনে আফ্ফান (১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.)

৪২. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিচ ইবনে আব্বাছ ইবনে উসমান করশী (১৫০–২০৪ হি./৭৬৭–৮১৯ খ্রি.), আল উম্মু, দারুল মারাফা, লেবানন (১৩৯৩ হি.)

৪৩. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস ইবনে আব্বাছ ইবনে উসমান করশী (১৫০–২০৪

হি./৭৬৭–৮১৯ খ্রি.), আসসুনানুল মাআচ্ছুবাহ, দারুল মা'রাফাহ, বৈরুত, লেবানন (১৪০৬ হি.)

৪৪. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিচ ইবনে আব্বাছ ইবনে উসমান করশী (১৫০–২০৪ হি./৭৬৭–৮১৯ খ্রি.), আল-মুছনাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

৪৫. শামসুল হক : আবু তৈয়ব মুহাম্মদ আজীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবি দাউদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৫ হি.)

৪৬. শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭০–১২৫০ হি./১৭৬০–১৮৩৪ খ্রি.), আরশাদুল ফাহুল, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)

৪৭. শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭০–১২৫০ হি./১৭৬০–১৮৩৪ খ্রি.), ফাতহুল কাদির, মুস্তফা আল বাবী আল হালবী, মিশরী (১৩৮৩ হি./১৯৬৪ খ্রি.)

৪৮. শওকানী : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ (১১৭৩–১২৫০ হি./১৭৬০–১৮৩৪ খ্রি.), নাইলুল আওতার শরহে মুনতাখল আখবার, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.)

৪৯. শেহাব : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সালামহ ইবনে জাফর ইবনে আলী ইবনে হুকমুল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম কযায়ী (৪৫৪ হি./১০৬২ খ্রি.), আল-মুসনাদ, মুআচ্ছাচাতুর রিছালা (১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.)

৫০. শায়বানী : আবু বকর আহমদ ইবনে আমর দাহহাক, ইবনে মুখলদ (২০৬–২৮৭ হি./৮২২–৯০০ খ্রি.), আল আহদুল মুসানা, দারুল রাইয়া, রিয়াদ সৌদি আরব (১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.)

৫১. শায়বানী : আবু বকর আহমদ ইবনে আমর দাহহাক ইবনে মুখলদ (২০৬–২৮৭ হি./৮২২–৯০০ খ্রি.), আযযুহদি, দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, মিসর (১৪০৮ হি.)

৫২. শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান (১২৩–১৮৯ হি.), আল-হুজ্জা, আলীমুল কিতাব, বৈরুত, লেবানন (১৪০৩ হি.)

৫৩. শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন (১৩২–১৮৯ হি.), আল-হুজ্জা, দারুল মাআরফ, নোমানিয়া, লাহোর, পাকিস্তান

৫৪. শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান (১২৩–১৮৯ হি.), আল-মাবছুত, এদারাতুল কুরআন ওয়াল ওলুমুল ইসলামিয়া

৫৫. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে ওসমান কুফী (১৫৯–২৩৫ হি./৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), আল-মুসন্নাফ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪০৯ হি.)

৫৬. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), মুছনাদুশ শামিইয়িন, মুআচ্ছাচাতুর ররছালা, বৈরুত, লেবানন (১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি.)

৫৭. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), আল-মু'জামুল আউছাত, মাকতাবাতুল মারাফা (১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.)

৫৮. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), আল-মু'জামুস সাগীর, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.)

৫৯. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), আল মু'জমুল কাবীর, মুসেল, ইরাক, মাতবা আতুয যাহরাল হাদীছা

৬০. তিবরানী : সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০–৩৬০ হি./৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), আল মু'জামুল কাবীর, মকতাবাহ ইবনে তাইসিবা

৬১. তবরী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জবির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪–৩১০ হি./৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুকে, দারুল কিতাবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন (১৪০৭ হি.)

৬২. তবরী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জবির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪–৩১০ হি./৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), জামেয়ুল বায়ানি ফি তাফসীরুল কুরআন, দারুল মারাফা, বৈরুত, লেবানন (১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)

৬৩. তয়ালছী : আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩–২০৪ হি./৭৫১–৮১৯ খ্রি.), আল-মুসনাদ, দারুল মারাফা, বৈরুত, লেবানন

৬৪. ইবনে আবদুল বর : আবু আমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮–৪৬৩ হি./৯৭৯–১০৭১ খ্রি.), আল ইসতিয়াব ফি মারাফাতিস আসহাব, দারুল জায়ল, বৈরুত, লেবানন (১৪১২ হি.)

৬৫. ইবনে আবদুল বর : আবু আমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮–৪৬৩ হি./৯৭৯–১০৭১ খ্রি.), আত-তামহীদ, মরক্কো, অযাত উমুমুল আউকাফ ওয়াশ শুউনুল ইসলামিয়া (১৩৮৭ হি.)

৬৬. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হামাস ইবনে নাফে' সনা'ফ (১২৬–২১১ হি./৭৪৪–৮২৬ খ্রি.), আল মুসান্নাফ, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৪০৩ হি.)

৬৭. আবদে ইবনে হামিদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর বাসী (২৪৯ হি./৮৬৩ খ্রি.), আল মুসনাদ মাকতাবাতুল সুন্নাহ (১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.)

৬৮. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), আল ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবা, দারুল জেল, বৈরুত, লেবানন (১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.)

৬৯. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), তালখীসুল হাবীর, মদীনা মুনওয়ারা, সৌদি আরব (১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.)

৭০. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), তাহযিবুত তাহযীব, দারুল ফিকরী, বৈরুত, লেবানন (১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)

৭১. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), আদদারায়াতু ফি তাখারিজু আহাদি-সুল হেদাবাহ, দারুল মারাফা, বৈরুত, লেবানন

৭২. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), ফাতহুল বারী, দারুন নাসরুল কুতুবুল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান (১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)

৭৩. আসকালানী : আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.), হুদাহ

ছারী, মুকাদ্দামাতি ফতহিল বারী, দারুল মারাফা, বৈরুত, লেবানন (১৩৭৯ হি.)

৭৪. আবু আউয়ানাহ : ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে যায়েদ নিশাপুরী (২৩০-৩১২ হি./৮৪৫-৯২৮ খ্রি.), আল মুসনাদ, দারুল মা'রাফাহ, বৈরুত, লেবানন (১৯৯৮ খ্রি.)

৭৫. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ মুকাদ্দছি (৬২০ হি.), আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল শায়বানী, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন (১৪০৫ হি.)

৭৬. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ মুকাদ্দছি (৬২০ হি.), আল মুকন্নাত, আল মাতবাআতুছ সালাফিয়া

৭৭. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুরী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ খ্রি.), আল জামিয়ুলি আহকামিল কুরআন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাছিল আরবী

৭৮. কাছানী : আলউদ্দীন আবু বাকার (৫৮৭ হি.), বাদায়িউস সনায়ী, দারুল কিতাবুল আরবী, বৈরুত, লেবানন (১৯৮৬ খ্রি.)

৭৯. কাছানী : আলউদ্দীন আবু বাকার (৫৮৭ হি.), এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচি, পাকিস্তান

৮০. ইবনে কাসির : আবুল ফাদাই ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর ইবনে দুওঅ ইবনে কাসীর ইবনে যরতে বসরী (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকরে, বৈরুত, লেবানন (১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.)

৮১. ইবনে কাসির : আবুল ফাদাই ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর ইবনে জুওঅ ইবনে কাসীর ইবনে যারাত বসরী (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.),

তাফসীরুল কুরআনুল আজীম, দারুল মারাফা, বৈরুত, রেবানন (১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)

৮২. কেনানী : আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ইসমাঈল (৭৬২-৮৪০ হি.), মিছবাহুয যাজাজাতে ফি যাওয়াইদে ইবনে মাজা, দারুল আরাবিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪০৩ হি.)

৮৩. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক (রা.) ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেস আসহাবী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খ্রি.), আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, দারে ছাদের, বৈরুত, লেবানন

৮৪. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক (রা.) ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেস আসহাবী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খ্রি.), আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, দারুল ফিকরি লিত্ তবাইদে ওযান নশরে ওয়াত তাউযিয়ে, বৈরুত, লেবানন (১৯৮০ খ্রি.)

৮৫. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কযুনি (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), আস সুনান, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৯ হি./১৯৯৭ খ্রি.)

৮৬. মুবারকপুরী : আবুল ওলাই মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম (১২৮৩-১৩৫৩ হি.), তুহফাতুল আহওয়াযী, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

৮৭. মহল্লী : জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আহমদ ইবনে হাশেম (৭৯১-৮৬৪ হি./১৩৮৯-১৪৫৯ খ্রি.) + সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাইন, তাজ কোম্পানী লিঃ, করাচি, পাকিস্তান

৮৮. মুরগীনানী : বোরহান উদ্দিন আবুল হুসাইন আলী ইবনে আবু বকর, আল হেদায়াহ, করাচী, পাকিস্তান, মুহাম্মদ আলী কারখানা ইসলামি কুতুব

৮৯. মুযী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকী আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪০ খি.), তাহফাতুল আশরাফে, বিমারি ফাতিল আতরাফ, দারুল কয়য়িমা বোম্বে, ভারত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

৯০. মুযী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকী আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪০ খি.), তাহজীবুল কমাল, মুয়াচ্ছাছাতুর রিছালাত, বৈরুত, লেবানন (১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)

৯১. মুকাদ্দছি : আবু আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ (৭১৭ হি./৭৬২ খ্রি.), আল-ফুরুউ, দারুল-কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১৮ হি.)

৯২. মুকাদ্দছি : মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল ওয়াহিদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে মনসুর সা'দী হাম্বলী (৫৬৯-৬৪৩ হি./১১৭৩-১২৪৫ খ্রি.), আল আহাদিসুল মুখ-তারাহ, মাকতাবাতুল নাহজাতুল হাদীছাহ, মক্কা মুকাররমা, সৌদী আরব (১৪১০ হি./১১৯০ খ্রি.)

৯৩. মুনাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরিফীন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ খ্রি.), ফয়জুল কদির শরহে আল জামিয়ুল ছাগীর, মাকতাবাতু তিজারিয়া কুবরা, মিশর (১৩৫৬ হি.)

৯৪. ইবনে মুনদাহ : আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে য়াহইয়া (৩১০-৩৯৫ হি./৯২২-১০০৫ খ্রি.), আল ইমান, মুয়াচ্ছাছাতুর রিছালা, বৈরুত, লেবানন (১৪০৬ হি.)

৯৫. মুনজেরী : আবু মুহাম্মদ আবদিল আজিম ইবনে আবদিল কভী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামা ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), আত্ তারগীব ওয়াত তারহী-ব, দারুল কুতুবিল ইলমিযাহ, বৈরুত, লেবানন (১৪১৭ হি.)

৯৬. নছায়ী : আবু আবদির রাহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), আস্সুনান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন (১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.)

৯৭. নছায়ী : আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.), আস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.)

৯৮. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুছা ইবনে মিহরান ইসপাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), হুলয়িয়াতুল আউলিয়া তবকাতুল আসকিয়া, দারুল কিতাবিল আরবিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.)

৯৯. আবু নায়ীম : আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুছা ইবনে মিহরান ইসপাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা, মাকতাবাতুল কাউসার, রিয়াদ, সৌদি আরব (১৪১৫ হি.)

১০০. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুছা ইবনে মিহরান ইসপাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), আল মুসনাদুল মুছতাখরাজু, আলা ছহীহে মুসলিম, দারুল কুতবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৯৯৬ খ্রি.)

১০১. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহয়িয়া ইবনে শরফ ইবনে মরি ইবনে হাছান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জমআহ ইবনে জযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩০-১২৭৮ খ্রি.), তাহজিবুল আছমা ওয়াল লুগাত, দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

১০২. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহয়িআ ইবনে শরফ ইবনে মরি ইবনে হাছান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জমআহ ইবনে জযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩০-১২৭৮ খ্রি.), শরহে সহীহ মুসলিম, কদমী কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান (১৩৭৫ হি./১৯৫৬ খ্রি.)

১০৩. নববী : আবু আবদুল্লাহ আল মুফতী মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আলী জওবী, নেহায়াতুয যাইন, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

১০৪. ওয়াছেতি : আছলাম ইবনে ছাহল (২৯২ হি.), তারিখে ওয়াছেত, আলেমুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন (১৪০৬ হি.)

১০৫. ওয়াকেদি : মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে ওকাবেদ, আলমুগাজি, নশর দানেশ ইসলামী, বৈরুত, লেবানন (১৪০০ হি.)

১০৬. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক হুমায়রি (২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.), আছ-ছিরতুন নববীয়া, দারুল জায়ল (১৪১১ হি.)

১০৭. ইবনে হুমাম : কামাল উদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ (৬৮১ হি.), ফতহুল কাদির, মাকতাবাহ রশিদীয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

১০৮. হিন্দি : আলাউদ্দিন আলী মুতাকী হেছাম উদ্দীন (৯৭৫ হি.), কনযুল উম্মাল, মুআচ্ছেছাতুর রেছালাহ, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.)

১০৯. হারশমী : নুর উদ্দীন আবুল হুসাইন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫–৮০৭ হি./১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), মাজমাউয যাওয়ায়িদ, দারুর রায়য়ান লিত তুরাছি, কায়রো মিশর + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী (১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.)

১১০. হারশমী : নুর উদ্দীন আবুল হুসাইন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫–৮০৭ হি./১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), মাওয়ায়িদেয যমান ইলা যাওয়াইদে ইবনে হাব্বান আল মুসনদ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন

১১১. আবু য়া'লা : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসা ইবনে হেলাল মুসেলী তামেসী (২১০–৩০৭ হি./৮২৫–৯১৯ খ্রি.), দারুল মামুন লিত তুরাছ, দামেস্ক, সিরিয়া (১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.)

১১২. আবু য়া'লা : আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসা ইবনে হেলাল মুসেলী তামেসী (২১০–৩০৭ হি./৮২৫–৯১৯ খ্রি.), আল-মু'জম, ইদারুতুল উলুমে ওয়াল আছরিয়া, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান (১৪০৭ হি.)

113. Blackstone : W., *Commentaries on the Laws of England*, Book 1

114. Cecilia Morgan : *An Embarrassingly and Severely Masculine Atmosphere: Women, Gender*

and the Legal Profession at Osgood Hall, 1920s-1960x (1996), 11 Canadian Journal of Law and Society 19

115. Inter-Parliamentary Union (IPU) 1995, *Women in Parliaments* 1945-1995: A World Statistical Survey. Geneva and IPU (Inter-Parliamentary Union), 2003

116. James Macgregor Burns et al., *Government by the People*, 15th ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993

117. John M. Blum et al., *The National Experience: A History of the United States*, 8th ed. Ft. Worth: Harcourt, 1993

118. Kerber, *Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America*, Chapet Hill: University of North Carolina Press, 1980

119. Lorna C. Mason et al., *History of the United States*, Vol. 1: Beginnings to 1877, Boston: Houghton Mifflin, 1992

120. Milton C. Cummings and David Wise, *Democracy Under Pressure: An Introduction to the American Political System*, 7th ed. Fort Worth: Harcourt Brace, 1993

121. Paton, G., *Textbook of Jurisprudence*, 4th ed. OUP, London, 1972, p-392

122. Richard N. Curent et al., *American History: A Survey*, 6th ed. New York: Knopf, 1987

123. Roger Cotterrell, *The Sociology of Law*, 2nd ed. Butterworths, London, 1992

124. UN Report 1980 *quoted in Contemporary Political Ideologies*: Roger Eatwell & Anthony Wright, Westview Press, San Francisco, 1993

125.http://www.calvarychapel.com/library/Reference/Social/Divorcestatistics.htm, 15 March 2002, 0200 PST
126.http://www:divorcemag.com/statistics/statsworld.shtml, 15 March 2002, 0200 PST.
127. http://www.divorcenter.org/faqs/stats.htm, 15 March 2002, 0200 PST.
128. http://www.divorcereform.org/black.html, 15 March 2002, 0200 PST.
129. http://www.ifas.org/fw/9607/statistics.html, 15 March 2002, 0200 PST.
130.http://www.odh.state.oh.us/Data/whare/mardiv/MGlance.htm, 15 March 2002, 0200 PST.

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'হাকীকতে তাসাওউফ'*-এর বাংলা অনুবাদ **'তাসাউফের আসল রূপ'**
২. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'এশ্‌কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'*-এর বাংলা অনুবাদ **'এশ্‌কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'**
৩. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ফাসাদে কল্‌ব অওর উনকা ইলাজ'*-এর বাংলা অনুবাদ **'আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার'**
৪. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'তালীমাতে ইসলাম (ঈমান)'*-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (ঈমান)'**
৫. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ইসলাম মে খাওয়তীন কে হুকুক'*-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলাম ও নারী'**
৬. দিল্লীর প্রখ্যাত লেখক ড. জহুরুল হাসান শারেব রচিত *'দিল্লী কা বাইহ খাজা'*-এর বাংলা অনুবাদ **'দিল্লীর বাইশ খাজা'**
৭. পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী সংকলিত **'শামসুল মাশায়েখ হযরত পীর জামিন নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী (রাহ.)-এর জীবন থেকে'**
৮. পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী সাইয়্যেদ বুখারী রচিত ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার **'মকবুল দো'আসমূহ'**
৯. প্রখ্যাত আলেমে দীন ড. আসলাম প্রণীত *'শানে রাসুল বযবানে হক'*-এর বাংলা অনুবাদ **'খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা'**
১০. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত 'দু'আ আওর আদাবে দু'আ'-এর বাংলা অনুবাদ **'দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী'**

আমাদের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ফলসফায়ে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন (রা.)'*-এর বাংলা অনুবাদ **'ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত : হেকমত ও দর্শন'**

২. ভারতের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহাম্মদ নূরী রচিত *'বারা তাকরীর'*-এর বাংলা অনুবাদ **'বার মাসের আমল ও ফযীলত'**

৩. কুয়েতের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ হাশেম রেফায়ী প্রণীত *'তাসাউফ অওর সূফিয়া'*-এর বাংলা অনুবাদ **'সুফীতত্ত্ব ও সুফীগণ'**

৪. আ'লা হযরত মুফতী আহমদ রেযা খান বেরলবী রচিত *'সুদ এক বদতর জুরম হ্যায়'*-এর বাংলা অনুবাদ **'সুদ এক জঘন্য অপরাধ'**

৫. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ইসলাম মে ইনসানী হুকুক'*-এর বাংলা অনুবাদ **'ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার'**

৬. ভারতবর্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলেমে দ্বীন আল্লামা ফকীর রচিত *'আল্লাহ মেরে তাওবা'*-এর বাংলা অনুবাদ **'আল্লাহ! আমার তাওবা'**

৭. ভারতের রচিত P.M. Currie দ্যা স্রাইন এন্ড কাল্ট অব মাঈন আল দিন চিশতী অব আজমীর'-এর বাংলা অনুবাদ **'হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর মাজার : এক পরম ভক্তির পূন্যস্থান'**

৮. শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রচিত *'মুমিন কে মায়ো ছাল'*-এর বাংলা অনুবাদ **'মুমিনদের মাস ও বছর'**

৯. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত *'ফলসফায়ে মেরাজুন্নবী (সা.)'*-এর বাংলা অনুবাদ **'মেরাজুন্নবী (সা.)-এর দর্শন'**

১০. শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী রচিত **'ইসলাম সম্পর্কে ১০০টি প্রশ্নের উত্তর'**

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের ঝং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়ায্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দু,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যাণের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়োগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়োগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪ ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭ নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন